পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক
৩৪
বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1676, Saturday, April 11, 2026 *FREE* www.parichoy.com

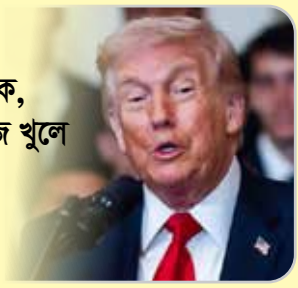

ইরান সহায়তা করুক বা না করুক, ‘শিগগিরই’ হরমুজ খুলে দেয়া হবে: ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

■ আলোচনায় বসার কোনো ‘তাড়া নেই’, বল এখন যুক্তরাষ্ট্রের কোর্টে: ইরান- ৫ম পাতায়

■ চাঁদ ঘুরে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এলেন আর্টেমিস-২-এর নভোচারীরা- ৫ম পাতায়

■ ট্রাম্পের অশালীন হুমকির তীব্র সমালোচনা মার্কিন রাজনীতিকদের -৬ষ্ঠ পাতায়

■ ইরান যুদ্ধের পর ন্যাটো থেকে সরে আসার ইঙ্গিত ট্রাম্প প্রশাসনের- ৬ষ্ঠ পাতায়

■ ইরান ইস্যুতে পিছু হটল যুক্তরাষ্ট্র, দীর্ঘকাল মনে রাখবে মিত্ররা-৭ম পাতায়

■ ইরানে যুদ্ধাপরাধ করা নিয়ে ‘মোটেও’ চিন্তিত নই: ট্রাম্প -৭ম পাতায়

■ হাসিনা ও কামালকে ফেরত চায় বাংলাদেশ; হাদি হত্যায় অভিযুক্তদের ফেরত পাঠাতে ঐকমত্য -৮ম পাতায়

■ জুলাই হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিনের জামিন -৯ম পাতায়

■ খেলাপি ঋণের চাপে ২৩ ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ২.৮২ লাখ কোটি টাকায়; নেতিবাচক অবস্থানে ব্যাংকিং খাত -১০ম পাতায়

কোনো চুক্তি ছাড়াই ভেস্তে গেল যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি আলোচনা, এরপর কী?

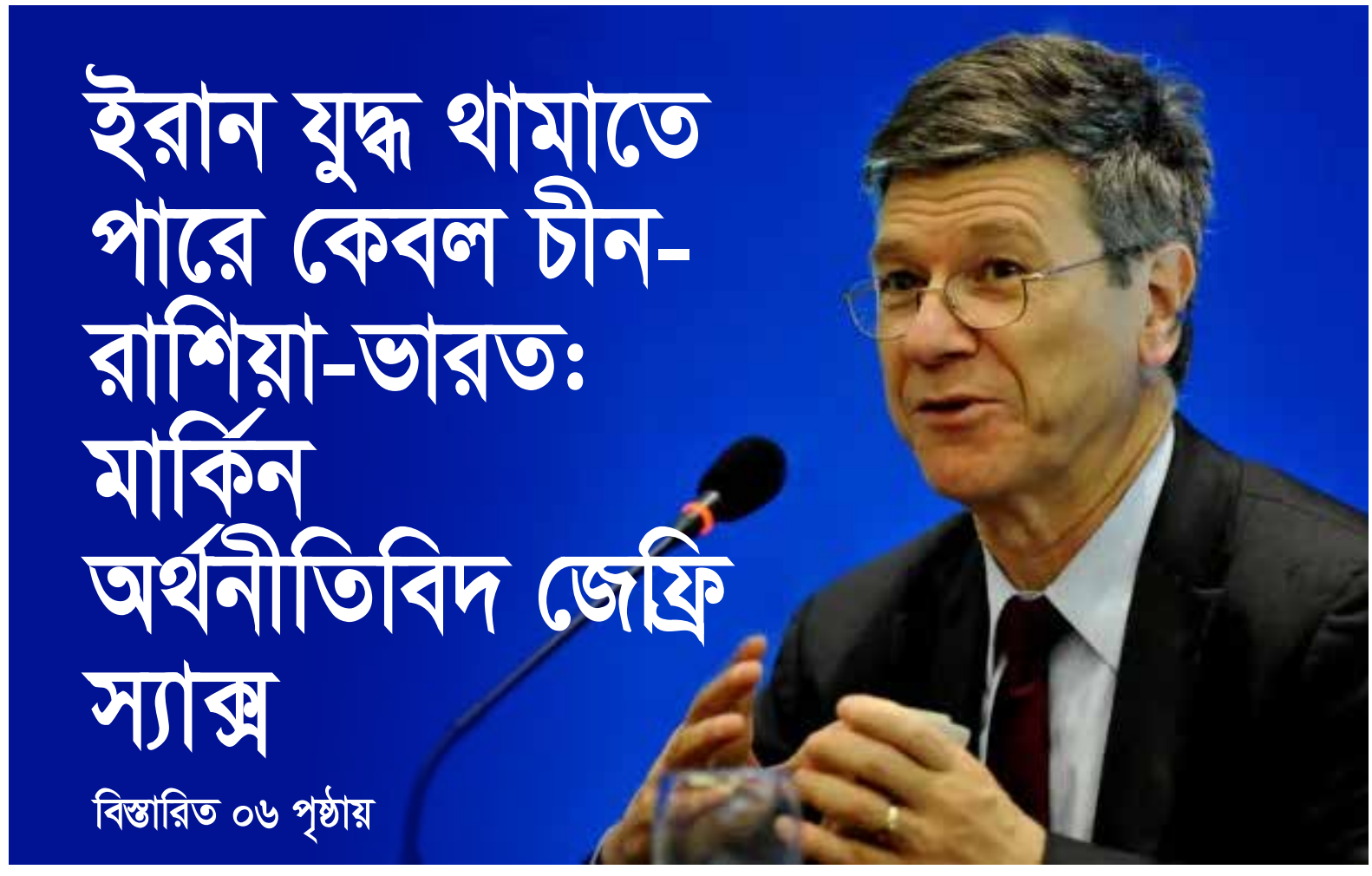

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

ইরান যুদ্ধ থামাতে পারে কেবল চীন-রাশিয়া-ভারত: মার্কিন অর্থনীতিবিদ জেফ্রি স্যাক্স

বিস্তারিত ০৬ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEN
Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

কে কি বললেন

● আমরা শান্তি স্থাপনকারী, কোনো রাজনীতিবিদ নই। ট্রাম্প প্রশাসনকে আমি ভয় পাই না, সুসমাচারের বাণী প্রচার চালিয়ে যাবো। -পোপ পোপ লিও

● ইরান সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো চুক্তিতে না পৌঁছালে এবং হরমুজ প্রণালি খুলে না দিলে বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলা করা হবে -মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

● এই মুহূর্তে বিশ্বে কেবল তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক নেতা আছেন যারা এই সংকট থামাতে পারেন-এবং তাদের একসঙ্গে উদ্যোগ নিতে হবে।- প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ জেফ্রি স্যাক্স

● 'পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতিসত্তার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের এক অনন্য প্রতীক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই দিনটি আমাদের জীবনে প্রতিবছর ফিরে আসে নতুনের আহ্বান নিয়ে। -প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

● বাংলাদেশ একটি পুলিশ কমিশন গঠনের পরিকল্পনা করছে। প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশকে আধুনিকায়নে সহযোগিতা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ইইউ।-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ

● বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ নিয়ে মন্তব্য করার আগে ভারত সরকারের এটা স্বীকার করা উচিত, তাদের নিজ দেশে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়ড়তার একটা প্রতিক্রিয়া অবশ্যই পড়ে।- বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

● বিএনপি প্রমাণ করল, হাসিনা খারাপ কিন্তু হাসিনার নীতি ভালো। যে পদ্ধতি ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছিল, সেই পদ্ধতি আবার বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় ফিরে আসুক, সেটি বিরোধী দল চায় না। - জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান

● মনে হচ্ছে, যেন বিএনপি পুরোনো পথেই হাঁটছে। পুরোনো পদ্ধতিতে হাঁটলে নতুন গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে না, এটা সুস্পষ্ট -সুশাসনের জন্য নাগরিক -এর সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার

তেহরান ‘পরমাণু উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়তে’ নারাজ, ‘উপযুক্ত সময়ে’ ইরানকে ‘শেষ’ করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরান তার পরমাণু উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়তে রাজি নয়। ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে এই দাবি করেন তিনি।

পোস্টে ট্রাম্প আরও বলেন, অনেক দিক থেকে যেসব বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি, সেগুলো আমাদের সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে ভালো। কিন্তু এসব কিছুই গুরুত্বপূর্ণ না, যদি এমন অস্থির, কঠিন ও অনির্ভরযোগ্য মানুষের হাতে পারমাণবিক শক্তি চলে যায়।

ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেন, ইরানের কখনোই কোনো পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে না।

পৃথক পোস্টে ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ওয়াশিংটন প্রস্তুত রয়েছে এবং এর সেনাবাহিনী উপযুক্ত সময়ে ইরানকে ‘শেষ’ করে দেবে।

ইসলামাবাদে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর ট্রাম্প এ হুমকি দিলেন।

সূত্র: আল জাজিরা

ট্রাম্পের হরমুজ অবরোধের কৌশল নিয়ে প্রশ্ন ডেমোক্র্যাট সিনেটরের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

কোনো চুক্তি ছাড়াই ভেস্তে গেল যুক্তরাষ্ট্র-ইরান শান্তি আলোচনা, এরপর কী?

পরিচয় ডেস্ক: শনিবার ইসলামাবাদে পৌঁছানোর পর মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স পাকিস্তানের চিফ অব ডিফেন্স ফোর্সেস আসিম মুনির ও (ডানে) পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ ইসহাক দারের সঙ্গে হাঁটছেন। ছবি: জ্যাকুলিন মার্টিন/পুল/এপি

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের ২১ ঘণ্টার দীর্ঘ ম্যারাথন আলোচনা কোনো সমঝোতা ছাড়াই শেষ হয়েছে।

এরপর এখন কী হবে?

এই ব্যর্থতা ট্রাম্প প্রশাসনকে কয়েকটি অপ্রীতিকর বিকল্পের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এখন ওয়াশিংটনকে হয় তেহরানের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সংলাপে যেতে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

হরমুজ প্রণালি খুললেও কেন সংকট কাটবে না: তেলের বাজারে অনিশ্চয়তা অব্যাহত

পরিচয় ডেস্ক: হরমুজ প্রণালি পুনরায় চালু করা এখনো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথ পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হলেও এবং তেলসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যবাহী জাহাজ বের হতে পারলেও পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হবে না। এর মূল কারণ হলো, পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে খালি জাহাজগুলোকে আবার প্রণালিতে ফিরে আসতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুদ্ধবিরতি সাময়িক হওয়ার ঝুঁকি থাকলে শিপিং কোম্পানিগুলো এই পথে আবারো তাদের জাহাজ নিয়ে প্রবেশ করতে চাইবে না।

ট্যাংকার ও জাহাজ মালিকরা এমনকি তাদের বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের জাহাজকে উপসাগরে পুনরায় পাঠাতে রাজি হবে না, যদি না তারা নিশ্চিত হয় যে জাহাজগুলো সেখানে কয়েক সপ্তাহ বা তার বেশি সময় আটকে পড়বে না, বলেন ই-টোরোর বিশ্ববাজার বিশ্লেষক লালে আকোনার।

তিনি বলেন, “দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি, তাও যদি ভঙ্গুর হয়ড়তা জাহাজ পরিচালনাকারীদের প্রয়োজনীয় আস্থা দিতে পারবে বলে আমি মনে করি না।চ

নতুন জাহাজ পারস্য উপসাগরে প্রবেশ করে তেল, সার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহনের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

আলোচনায় বসার কোনো ‘তাড়া নেই’, বল এখন যুক্তরাষ্ট্রের কোর্টে: ইরান

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম নিউজ এক নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, আলোচনার বল এখন আমেরিকার কোর্টে এবং ইরান কোনো তাড়াহুড়ো করছে না।

সূত্রটি বলেছে, ইরান আলোচনায় অত্যন্ত যৌক্তিক উদ্যোগ এবং প্রস্তাব পেশ করেছে। এখন সময় এসেছে আমেরিকার, যাতে তারা বিষয়গুলোকে বাস্তবসম্মতভাবে দেখে। সংশ্লিষ্ট সূত্রটি অভিযোগ করেছে যে, যুদ্ধের মতো আলোচনার ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র ভুল হিসাব কষছে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, যতক্ষণ না যুক্তরাষ্ট্র একটি যুক্তিসংগত চুক্তিতে রাজি হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত হরমুজ প্রণালির পরিস্থিতিতে কোনো পরিবর্তন আসবে না।

সূত্রটি আরও যোগ করেছে যে, আলোচনার জন্য ইরানের পক্ষ থেকে কোনো তাড়াহুড়ো নেই। উল্লেখ্য, পরবর্তী দফার আলোচনার জন্য এখনো কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বা স্থান চূড়ান্ত করা হয়নি। মার্কিন পক্ষের মাত্রাতিরিক্ত দাবির কারণে দুই পক্ষ কোনো সাধারণ কাঠামোতে পৌঁছাতে না পারায় ইসলামাবাদে ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি আলোচনা কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়েছে বলে দাবি করেছে ইরানি সংবাদমাধ্যম তাসনিম নিউজ এজেন্সি। *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

চাঁদ ঘুরে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এলেন আর্টেমিস-২-এর নভোচারীরা

পরিচয় ডেস্ক: ৫০ বছরের বেশি সময় পর চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে প্রথম মানববাহী অভিযানে অংশ নেওয়া নাসার আর্টেমিস-২ মিশনের নভোচারীরা নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকেল ৫টা ৭ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ (স্প্ল্যাশডাউন) করে ওরিয়ন মহাকাশযানটি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে উচ্চগতিতে প্রবেশের পর এ অবতরণ সম্পন্ন হয়। নভোচারীদের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল উদ্ধারকারী দল। ক্যাপসুলটি নিরাপদে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নভোচারীদের উদ্ধার করতে দ্রুত কাজ শুরু করে তারা।

এ অভিযানে ওরিয়ন মহাকাশযানে ছিলেন নাসার নভোচারী রিড ওয়াইজম্যান, ভিক্টর গ্লোভার ও ক্রিস্টিনা কচ, *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ইরান যুদ্ধ থামাতে পারে কেবল চীন-রাশিয়া-ভারত: মার্কিন অর্থনীতিবিদ জেফ্রি স্যাক্স

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের পরিচালিত ইরানবিরোধী যুদ্ধ থামাতে বিশ্বে কার্যকরভাবে ও একযোগে ভূমিকা রাখতে পারে কেবল তিনটি শক্তিড়চীন, রাশিয়া ও ভারতড়এমন মন্তব্য করেছেন প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ জেফ্রি স্যাক্স। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত থামাতে “প্রাপ্তবয়স্ক নেতৃত্বেরচ প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। রাশিয়াভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আরটি-র ওনিউ অর্ডারব্ব অনুষ্ঠানে উপস্থাপক আফসিন রতানসির সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকসই উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিচালক স্যাক্স বলেন, “এই মুহূর্তে বিশ্বে কেবল তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক নেতা আছেন যারা এই সংকট থামাতে পারেনড়এবং তাদের একসঙ্গে উদ্যোগ নিতে হবে।চ

তিনি আরও বলেন, “ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনড় তারাই বিশ্বের অন্য তিনটি প্রধান শক্তির নেতৃত্বে আছেন।চ

এই দেশগুলোর নেতৃত্বের কাছে বিশ্বব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষা করার একটি বড় দায়িত্ব রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

স্যাক্স আরও বলেন, ইসরায়েলের রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি অংশ এখনো “খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মানসিকতায়চ বিশ্বাস করেড়যা বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইরান যুদ্ধ বন্ধে পাকিস্তানের সম্ভাব্য মধ্যস্থতার প্রচেষ্টার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, “আমার দৃষ্টিতে এটি করতে পারে কেবল ব্রিকস দেশগুলো।চ এখানে তিনি ব্রিকস জোটের ভূমিকার ওপর জোর দেন।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে (মোদির) ঘনিষ্ঠতা নিয়ে সতর্ক করে দিয়ে স্যাক্স বলেন, “এই মুহূর্তে নেতানিয়াহুর বন্ধু হওয়া উচিত নয়। ভারত একটি বড় দেশ ও সম্ভাব্য সুপারপাওয়ার হিসেবে এমন একটি দেশের সঙ্গে অবস্থান নিতে পারে না, যারা গাজায় গণহত্যা চালিয়েছে।চ

ভারতডইসরায়েল সম্পর্কের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “এটি কোনো বন্ধুত্ব, কৌশলগত জোট বা অংশীদারিত্ব নয়ড়এটি ভারতের স্বার্থের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।চ

স্যাক্সের মতে, ভারত চাইলে যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত “ভ্রান্ত ধারণাচ প্রত্যাখ্যান করার মতো সক্ষমতা রাখে। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই অবস্থানটি এককভাবে নয়, বরং রাশিয়া, চীন, ব্রাজিল এবং অন্যান্য ব্রিকস দেশগুলোর *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধের পর ন্যাটো থেকে সরে আসার ইঙ্গিত ট্রাম্প প্রশাসনের

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যুদ্ধের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ন্যাটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা করছেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

দশক ধরে পশ্চিমা নিরাপত্তার কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হিসেবে থাকা ট্রান্সআটলান্টিক জোট ন্যাটো থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে আসার সম্ভাবনা নিয়ে ট্রাম্প আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে।

বুধবার এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানবিরোধী যুদ্ধকে একটি ওপরীক্ষাব্ব হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এই পরীক্ষায় ন্যাটো ব্যর্থ হয়েছে।

ট্রাম্পের চাপ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

‘উন্মাদের প্রলাপ’: ট্রাম্পের অশালীন হুমকির তীব্র সমালোচনা মার্কিন রাজনীতিকদের

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে উদ্দেশ্য করে অশালীন ভাষায় হুমকি দেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনীতিক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তার মানসিক সুস্থতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

এর আগে, তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, ওমঙ্গলবার হবে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র আর সেতু [হামলার] দিবস, সব মিলিয়ে একাকার। এর আগে এমন কিছু আর কখনো দেখা যায়নি!!! “ওপেন দ্য ফা*কিং স্ট্রেইট, ইউ ক্রেজি বাস্ট*আর্ডসচ, নয়তো তোমরা নরকের মধ্যে বাস করবেড়শুধু দেখে যাও! সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যব্ব

ইরানকে হরমুজ প্রণালি খোলার জন্য মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। তেল ও গ্যাস পরিবহনের জন্য বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই পথটি ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে কার্যত বন্ধ রয়েছে। এর ফলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে।

হরমুজ প্রণালি খুলে দিতে ট্রাম্প একাধিক বার সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন এবং ইউরোপীয় ও ন্যাটো মিত্রদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

তারা যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের ইরানবিরোধী যুদ্ধের বৈধতা মেনে নেয়নি এবং হরমুজ সংকটে হস্তক্ষেপে অস্বীকৃ *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ইরানের ওপর আরোপিত শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞা শিথিল করবে যুক্তরাষ্ট্র: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের ওপর আরোপিতওশুল্ক ও নিষেধাজ্ঞাব্ব শিথিল করা হবে। তিনি আরও বলেন,ওযুদ্ধ শেষ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে ১৫ দফা প্রস্তাব দিয়েছিল, তার অনেকগুলো ইতোমধ্যেই অনুমোদিত হয়েছেব্ব

তবে ইরান এখনও ট্রাম্পের এই মন্তব্যের কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

‘প্রকৃত চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়ন’ না হওয়া পর্যন্ত ইরানে ও আশেপাশে অবস্থান করবে মার্কিন বাহিনী: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, একটি ওপ্রকৃত চুক্তিব্ব শর্তগুলো পুরোপুরি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ইরানের ভেতরে এবং আশপাশে অবস্থান করবে। তার নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম ওট্রুথ সোশ্যালব্ব-এ দেওয়া এক পোস্টে তিনি এই ঘোষণা দেন।

ট্রাম্প বলেন, এই অবস্থানে থাকবে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ, যুদ্ধবিমান এবং সামরিক সদস্যরা। সেই সঙ্গে থাকবে অতিরিক্ত গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম, যাওইতোমধ্যেই যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়া শত্রুব্ব ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য সহায়ক হবে।

ট্রাম্প আরও উল্লেখ করেন, এই চুক্তি লঙ্ঘন হওয়ার সম্ভাবনাওখুবই কমব্ব। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, যদি ওযেকোনো কারণেব্ব চুক্তি ভঙ্গ করা হয়, তবে এমনভাবেওযুদ্ধ বা গোলাবর্ষণ শুরু হবেব্ব যা আগে কেউ কখনো দেখেনি। এই হামলা হবে আগের চেয়ে অনেক বড়, কার্যকর এবং শক্তিশালী।

তিনি আরও দাবি করেন, অনেক আগে থেকেই এ বিষয়ে সমঝোতা হয়েছেড় ইরান কোনোওপারমাণবিক অস্ত্রব্ব তৈরি করবে না এবং হরমুজ প্রণালিওউন্মুক্ত ও নিরাপদব্ব থাকবে।

তার মতে, এর বিপরীতে যতোই বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দেওয়া হোক না কেন, এটাই মূল সিদ্ধান্ত।

ট্রাম্প তার পোস্টের শেষে লিখেছে,ওএরই মধ্যে আমাদের মহান সামরিক বাহিনী রসদ মজুত করছে এবং বিশ্রাম নিচ্ছে। তারা প্রকৃতপক্ষে তাদের পরবর্তী বিজয়ের জন্য মুখিয়ে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

হরমুজে খুব খারাপ কাজ করছে ইরান, ফি আদায় এখনই বন্ধ করা উচিত: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইরানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, হরমুজ প্রণালি দিয়ে পারাপার হওয়া তেলের ট্যাঙ্কারগুলোর কাছ থেকে ইরান যেন কোনোভাবেই ফি বা মাশুল আদায়ের চেষ্টা না করে।

নিজের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, 'এমন খবর পাওয়া যাচ্ছে যে ইরান হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাওয়া ট্যাঙ্কারগুলোর কাছ থেকে ফি আদায় করছে। তাদের জন্য ভালো হবে এমনটা না করা, আর যদি তারা তা করে থাকে তবে তাদের এখনই এটি বন্ধ করা উচিত।'

উল্লেখ্য, গত সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প নিজেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ওই প্রণালি দিয়ে যাতায়াতকারী জাহাজগুলোর কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্রও টোল আদায়ের কথা ভাবছে। সে সময় তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের একটি পরিকল্পনা আছে যেখানে আমরা টোল (মাশুল) আদায় করব।' পরবর্তী এক পোস্টে ট্রাম্প ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন, 'হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে ইরান খুব খারাপ কাজ করছে, কেউ কেউ এটাকে অসম্মানজনকও বলতে পারেন। আমাদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে, এটা তা নয়।' সামুদ্রিক গোয়েন্দা সংস্থা 'লয়েডস লিস্ট'-এর বিশ্লেষকদের বরাত দিয়ে সিবিএস নিউজ এর আগে জানিয়েছিল, যুদ্ধ চলাকালীন ইরান তাদের উপকূল থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত লারক দ্বীপকে তেলের ট্যাঙ্কারগুলোর কাছ থেকে টোল আদায়ের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

জাহাজ চলাচল পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা 'মেরিন ট্রাফিক'-এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ২২টি জাহাজ সফলভাবে এই প্রণালি পার হয়েছে। তবে ট্রাম্পের এই সাম্প্রতিক কঠোর অবস্থান দুই দেশের মধ্যকার ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে শঙ্কা তৈরি করেছে।

ইরান ইস্যুতে পিছু হটল যুক্তরাষ্ট্র, দীর্ঘকাল মনে রাখবে মিত্ররা

পরিচয় ডেস্ক: ইরান ও ইসরায়েলের সম্মিলিত অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী কোনো স্থিতিশীলতা আসবে কি না, তা বলার সময় এখনও আসেনি। তবে বড় ধরনের সংঘাত এড়ানো এবং একটি প্রাচীন সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার যে সিদ্ধান্ত ওয়াশিংটন নিয়েছে, তা কেবল এই *বাকি অংশ ৭ পৃষ্ঠায়*

ইরান সহায়তা করুক বা না করুক, 'শিগগিরই' হরমুজ খুলে দেয়া হবে: শান্তি আলোচনার আগে ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইরান সহায়তা করুক বা না করুক, 'খুব শিগগিরই' হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তেহরান বর্তমানে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ জলপথটি কার্যত অবরুদ্ধ করে রাখায় বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহে অস্থিরতা চলছে। পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের কর্মকর্তাদের মধ্যে নির্ধারিত শান্তি আলোচনার আগে শুক্রবার সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে ট্রাম্প এসব কথা বলেন। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্র 'পারস্য উপসাগর উন্মুক্ত করবে' এবং অন্যান্য দেশও এ কাজে 'সহায়তা করতে প্রস্তুত রয়েছে।'

'এটি সহজ হবে না' উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, 'আমি এটুকুই বলব, আমরা খুব দ্রুতই ওটা খুলে দেব।'

ওয়াশিংটন কীভাবে হরমুজ সচল করবে, সে বিষয়ে ট্রাম্প বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, হরমুজ প্রণালিতে ইরানের পক্ষ থেকে টোল আদায়ের বিষয়টি তিনি মেনে নেবেন না।

তেহরান ইতোমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধের সমঝোতা হলেও তারা এই পথ দিয়ে নিরাপদে জাহাজ চলাচলের জন্য টোল আদায়ের পরিকল্পনা করছে।

ম্যারিল্যান্ডের জয়েন্ট বেস অ্যান্ড্রুজে এয়ারফোর্স ওয়ানে ওঠার আগে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, 'তারা যদি এমনটা করার চেষ্টা করে, তবে আমরা তা হতে দেব না।'

ট্রাম্প আরও জানান, যেকোনো চুক্তির ক্ষেত্রে ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র না থাকা নিশ্চিত করাটাই সবথেকে বড় অগ্রাধিকার এবং এর ফলেই প্রণালিটি 'স্বয়ংক্রিয়ভাবে' খুলে যাবে। তিনি বলেন, 'পারমাণবিক অস্ত্র বন্ধ করাই হলো চুক্তির ৯৯ শতাংশ।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রণালিটি খুলে যাবে। কারণ আমরা যদি ফিরে যাই... এছাড়া তারা তো আর কোনো অর্থ উপার্জন করতে পারবে

যুদ্ধবিরতি আলোচনা শুরুর মাঝেই ট্রাম্প বললেন, 'বড় হার হারছে' ইরান

পরিচয় ডেস্ক: ইসলামাবাদে যুদ্ধবিরতি আলোচনা শুরু হওয়ার মাঝেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, বর্তমান সংঘাতে ইরান 'বড় ধরনের হার হারছে'।

ট্রুথ সোশ্যাল-এ *বাকি অংশ ৭ পৃষ্ঠায়*

ইরানকে যুদ্ধবিরতিতে রাজি করাতে পাকিস্তানকে মধ্যস্থতা করতে চাপ দিয়েছিল হোয়াইট হাউজ

পরিচয় ডেস্ক: সূত্রের বরাতে জানা গেছে, একদিকে হোয়াইট হাউস ইরানের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে, অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে নানা হুমকি দিয়ে বেড়িয়েছেন। এমনকি ইরান 'চুক্তির জন্য কাকুতি-মিনতি করছে' এমন দাবিও করেছেন।

কয়েক সপ্তাহ ধরে ট্রাম্প প্রশাসন ইসলামাবাদকে লাগাতার চাপ দিয়েছে ইরানকে যুদ্ধবিরতির জন্য রাজি করাতে, যাতে হরমুজ প্রণালি পুনরায় খোলা যায়।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিবেশী ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটি তেহরানে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের নেতৃত্বে ব্যাক-চ্যানেল আলোচনার পর যুক্তরাষ্ট্র, ইরান ও ইসরায়েল মঙ্গলবার রাতে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। অথচ যুদ্ধবিরতি ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগেও ট্রাম্প হুমকি দিয়েছিলেন- ইরান যদি তার শর্ত না মানে, তিনি 'পুরো ইরানি সভ্যতাকেই নিশ্চিহ্ন' করে দেবেন।

জ্বালানির মূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও ইরানের দৃঢ় প্রতিরোধ দেখে বিস্মিত ট্রাম্প ২১ মার্চ তার দেওয়া প্রথম আল্টিমেটামের সময় থেকেই সাময়িক যুদ্ধবিরতির জন্য আগ্রহী ছিলেন।

মঙ্গলবারের ডেডলাইন ঘিরে মুনির শীর্ষ *বাকি অংশ ৭ পৃষ্ঠায়*

ইরানে যুদ্ধাপরাধ করা নিয়ে 'মোটেও' চিন্তিত নই: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইরান সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো চুক্তিতে না পৌঁছালে এবং হরমুজ প্রণালি খুলে না দিলে বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলা করা হবে- এমন হুমকির পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার জানিয়েছেন, তিনি ইরানে সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ করা নিয়ে 'মোটেও' চিন্তিত নন।

ট্রাম্প সতর্ক করে বলেছেন, তিনি ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র, সেতু, তেলক্ষেত্র এবং সম্ভবত পানি শোধনাগারেও হামলা চালাতে পারেন, যা আন্তর্জাতিক মানবিক আইন অনুযায়ী অবৈধ।

জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলা যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে- সোমবার সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমি এ নিয়ে উদ্বিগ্ন নই।'

তিনি সাংবাদিকদের আরও বলেন, 'আপনি জানেন আসল যুদ্ধাপরাধ কোনটি? আসল যুদ্ধাপরাধ হলো ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র পেতে দেওয়া।'

নিষিদ্ধই থাকছে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম, সংসদে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের সংশোধনীসহ ৫ বিল পাস

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় সংসদের বুধবারের সকালের অধিবেশনে সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) বিল ২০২৬ সহ মোট পাঁচটি বিল পাস হয়েছে। এর ফলে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধই থাকছে।

স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে শুরু হওয়া এই অধিবেশনে বিলগুলো কণ্ঠভোটে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) বিল ২০২৬ পাসের জন্য উত্থাপন করেন।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০২৫ সালের ১২ মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ, সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলোর সব ধরনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সেই সিদ্ধান্ত অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা অধ্যাদেশের ভিত্তিতে কার্যকর ছিল।

পরবর্তীতে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত একটি বিশেষ কমিটি অধ্যাদেশটি পর্যালোচনা করে সংশোধিত আকারে সংসদে আইন হিসেবে পাসের সুপারিশ করে। কমিটির সুপারিশের আলোকে বিলটি সংসদে

উত্থাপন ও পাস করা হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিলটি পাসের প্রস্তাব করলে এর ওপর আপত্তি জানান বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। তিনি বিলটি পর্যালোচনার জন্য সময় চেয়ে বলেন, আমরা মাত্র ২-৩ মিনিট আগে বিলটি হাতে পেয়েছি। আমাদের এটি বিস্তারিত বোঝার জন্য সময় দেওয়া উচিত।

জবাবে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ জানান, বিলটি পাসের জন্য নির্ধারিত চূড়ান্ত পর্যায়ে এখন আর নতুন করে আপত্তি জানানোর বা সংশোধনী দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এরপর তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিলটি পাসের জন্য প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে বলেন।

বিলের যৌক্তিকতা তুলে ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, গণহত্যার জন্য দায়ী সংগঠনগুলোর বিচার নিশ্চিত করতেই আইনটি সংশোধন করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, জামায়াতে ইসলামী এবং এনসিপি রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে এই ইস্যুতে জনমত তৈরি করেছিল। এই আইনের মাধ্যমেই তাদের (আওয়ামী *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

জ্বালানি উৎস বহুমুখীকরণে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল ভারতে শোধনের পরিকল্পনা বাংলাদেশের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল ভারতে শোধন করে তা দেশে আমদানির লক্ষ্যে একটি চুক্তির পথে এগোচ্ছে। কর্মকর্তারা এটিকে জ্বালানি উৎস বহুমুখীকরণের জরুরি কৌশল হিসেবে বর্ণনা করছেন। ইরান যুদ্ধঘটিত অস্থিরতার পর বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার এখনও অস্থির রয়েছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সরবরাহে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটে। এই নৌপথ দিয়ে বিশ্বের মোট তেল ও এলএনজির প্রায় ২০ শতাংশ পরিবাহিত হয়। ফলে এই ঘটনায় বাংলাদেশের মধ্যপ্রাচ্যনির্ভর জ্বালানি আমদানির ঝুঁকি স্পষ্ট হয়ে

ওঠে। রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল (ক্রুড অয়েল) ভারতে শোধনের পাশাপাশি সরকার সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গেও নতুন একটি উদ্যোগ খতিয়ে দেখছে। এর আওতায় দেশটির রিফাইনারিগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ধরনের অপরিশোধিত তেল শোধন, এলপিজি টার্মিনাল স্থাপন এবং এলপিজি ও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে কর্মকর্তারা জানান, ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ঘিরে এই দ্বিমুখী কৌশল মূলত মধ্যপ্রাচ্যনির্ভরতা কমানো এবং দেশের নিজস্ব শোধন সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

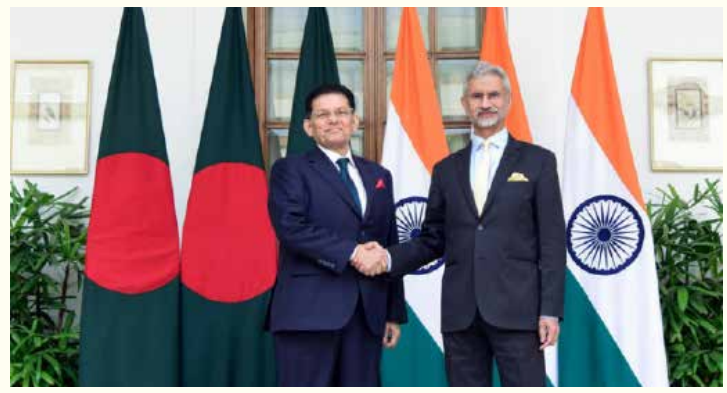

হাসিনা ও কামালকে ফেরত চায় বাংলাদেশ; হাদি হত্যায় অভিযুক্তদের ফেরত পাঠাতে ঐকমত্য

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা এবং তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করেছে ঢাকা। এছাড়া ওসমান হাদির সন্দেহভাজন হত্যাকারীদের বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যাপারে একমত হয় দুই পক্ষ। আজ বুধবার (৮ এপ্রিল) নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

শিরীন শারমিনের শুনানিতে আইনজীবীদের হট্টগোল, এজলাসের বাইরে 'জয় বাংলা' স্লোগান

পরিচয় ডেস্ক: রাজধানীর লালবাগ এলাকায় জুলাই আন্দোলনে আশরাফুল ওরফে ফাহিনকে হত্যাচেষ্টার মামলায় জাতীয় সংসদের সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) বিকেলে রিমান্ড ও জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত এই আদেশ দেন। শুনানি চলাকালে এজলাসের ভেতরে চরম বিশৃঙ্খলা, হট্টগোল ও স্লোগান দেওয়ার ঘটনা ঘটে।

এর আগে, আজ মঙ্গলবার ভোরে রাজধানীর ধানমন্ডির একটি বাসা থেকে শিরীন শারমিন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর

গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বেলা ১টা ৫৫ মিনিটের দিকে তাকে ডিবি কার্যালয় থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আদালতে হাজির করা হয়। বেলা ৩টা ১০ মিনিটে তাকে এজলাসে তোলা হলে শুনানি শুরু হয়।

শুনানিতে ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী রিমান্ডের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বলেন, এই আসামি ফ্যাসিস্ট সরকারের সহযোগী ছিলেন। তিনি বিনা ভোটে নির্বাচিত এমপি এবং ফ্যাসিস্ট সরকারের একজন বড় সুবিধাভোগী। এই মামলায় তিনি এজাহারনামীয় ৩ নম্বর আসামি। এতদিন *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

আবাসন খাতে বিনা প্রশ্নে কালো টাকা বিনিয়োগের সুযোগ চায় রিহ্যাব, এনবিআরের 'না'

পরিচয় ডেস্ক: দেশের আবাসন খাতে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই কম ট্যাক্সে কালো টাকা বিনিয়োগের সুযোগ চেয়েছে রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)। তবে এ প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। বুধবার (৮ এপ্রিল) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে প্রাক-বাজেট আলোচনায় সংগঠনটির পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব দেওয়া হয়। এ সময় রিহ্যাবের সভাপতি মো. ওয়াহিদুজ্জামান ও সহ-সভাপতি লিয়াকত আলী ভূঁইয়া খাতটির বর্তমান *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

হাজার কোটি টাকার তেল পাইপলাইন ও মজুত সক্ষমতা ফেলে রেখেছে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: সাগরে বড় জাহাজ থেকে সরাসরি পাইপলাইনে তেল খালাস ও পরিবহন করতে আট হাজার কোটি টাকার বেশি খরচে কক্সবাজারের মহেশখালীতে নির্মিত বিশাল অবকাঠামো দীর্ঘদিন ফেলে রেখেছে বাংলাদেশ। কাজে আসছে না মজুত সক্ষমতাও। সিঙ্গেল পয়েন্ট ম্যুরিং বা এসপিএম প্রকল্পে অবকাঠামোর নির্মাণকাজ ২০২৪ সালে শেষ হলেও শুধু অপারেটর নিয়োগ করে সেটি এখনো চালু করা যায়নি।

তেলের বাজারে অস্থিরতা এবং বাংলাদেশে মজুত সক্ষমতা নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে এ প্রকল্পটির গুরুত্ব সামনে এসেছে। মহেশখালীতে নির্মিত অবকাঠামোতে বাংলাদেশের বর্তমান চাহিদার প্রায় এক মাসের ক্রুড অয়েল ও এক সপ্তাহের ডিজেলের মজুত রাখার মতো ছয়টি তেলের ট্যাংক খালি পড়ে আছে।

বিদেশ থেকে আমদানি করা জ্বালানি তেল সরাসরি খালাস করতে বঙ্গোপসাগরে ভাসমান বয়া, পরিবহনের জন্য ২২০ কিলোমিটার পাইপলাইন ও দুই লাখ টন তেলের মজুত রাখার স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ করা হয়।

এ অবকাঠামো পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারলে সাগরে তেল খালাস ও পরিবহনে বছরে ৮০০ কোটি টাকার মতো সাশ্রয় হওয়ার কথা। সমস্ত অবকাঠামো প্রস্তুত থাকলেও শুধু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকাদার নিয়োগ করতে না পারায় আট হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে নির্মিত বিশাল অবকাঠামো প্রায় দুই বছর অলস পড়ে আছে।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চলমান তেল সংকটে এই অবকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতো। পাইপলাইনে তেল খালাস করতে পারলে বর্তমান তেল সংকটে একদিকে অর্থ এবং সময়ের অপচয় যেমন হতো না, একই সাথে তেলের মজুত সক্ষমতা কাজে লাগাতে পারলে সংকটকালে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যেত।

বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সিঙ্গেল পয়েন্ট ম্যুরিং বা এসপিএম বয়া এসপিএম প্রকল্পের অবকাঠামোয় কী আছে

তেল আমদানির পর গভীর সমুদ্র থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে সঞ্চালন ও মজুদ করার আধুনিক ব্যবস্থাপনা *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

আরব সাগরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শিকার হওয়া জাহাজ থেকে উদ্ধারকৃত ১৮ নাবিকের ৫ জন বাংলাদেশি

পরিচয় ডেস্ক: আরব সাগরে পানামার পতাকাবাহী একটি বাণিজ্যিক জাহাজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শিকার হওয়ার পর পাঁচজন বাংলাদেশিসহ ১৮ জন ক্রু সদস্যকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনাটি ওই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নৌপথগুলোতে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তার ঝুঁকিকেই আবার সামনে নিয়ে এসেছে।

ওএমভি গোল্ড অটাম্ন নামক জাহাজটি চীনের সাংহাই থেকে ওমানের সোহারে যাচ্ছিল।

গত মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) বিকেলেড়অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার মাত্র একদিন আগেড়হরমুজ প্রণালির কাছাকাছি পৌঁছালে জাহাজটিতে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে।

জাহাজটিতে মোট ২২ জন ক্রু সদস্য ছিলেনড়াদের মধ্যে ৬ জন বাংলাদেশি, ১১ জন চীনা, ৩ জন ইন্দোনেশীয় এবং ভিয়েতনাম ও মিয়ানমারের ১ জন করে নাগরিক ছিলেন।

ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজটিকে তীরে ফিরিয়ে আনার কাজে সহায়তা করার জন্য ক্যাপ্টেন এবং মাজহারুল আবেদিন শাওন নামক অপর এক বাংলাদেশিসহ মোট ৪ জন ক্রু এখনো জাহাজটিতে অবস্থান করছেন।

উদ্ধারকৃতদের মতে, হামলার ফলে জাহাজের বেশ কয়েকটি অংশে আগুন ধরে যায়। একপর্যায়ে জাহাজের ইঞ্জিন বিকল হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে ক্যাপ্টেন জাহাজটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করার নির্দেশ দেন।

একজন বাংলাদেশিসহ ৪ জন ক্রু লাইফবোটে করে পালানোর চেষ্টা করলেও ইঞ্জিন বিকল হয়ে তারা উত্তাল সমুদ্রে আটকা পড়েন। প্রচণ্ড ঢেউ ও প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে তারা *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

জুলাই হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিনের জামিন

পরিচয় ডেস্ক: জুলাই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজধানীর লালবাগ থানাধীন এলাকায় আশরাফুল ওরফে ফাহিমকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে করা মামলায় জাতীয় সংসদের সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত।

রোববার (১২ এপ্রিল) দুপুরে শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইনের আদালত এই আদেশ দেন।

শিরীন শারমিনের আইনজীবী এ বি এম হামিদুল মিসবাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, "আসামির শারীরিক অবস্থা ও নারী হওয়াসহ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা 'মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ' বাতিল, ফিরল ২০০৯ সালের আইন

পরিচয় ডেস্ক: বিরোধী দলের আপত্তির মধ্যেই অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি করা মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত অধ্যাদেশ বাতিল করে ২০০৯ সালের আইন পুনঃপ্রচলনের বিল জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। ২০২৪ সালের ৫ ডিসেম্বর তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকার ওজাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ সংশোধন করেওজাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করেছিল। বৃহস্পতিবার সংসদের বৈঠকে আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান সেই অধ্যাদেশ রহিত করেওজাতীয় মানবাধিকার কমিশন (রহিতকরণ ও পুনঃপ্রচলন) বিল, ২০২৬ উত্থাপন করলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। বিলটি উত্থাপনের পর এর তীব্র বিরোধিতা করেন কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি এই পদক্ষেপকে জাতীয় অগ্রগতির পথে অন্তরায় হিসেবে অভিহিত করেন। হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ওএই বিল পাসের মাধ্যমে ২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনটিকে পুনরায় কার্যকর করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি, অতীতে এই কমিশনকে বিরোধী দল ও ভিন্নমত দমনে ব্যবহার করা হয়েছে। এই কমিশন বিএনপিকে দমনের বৈধতা দিয়েছিল। এমনকি আমরা কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যানকে বলতে শুনেছিড়মানবাধিকার রক্ষার স্বার্থে জামায়াত নেতাকর্মীদের ওপর *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় খোলার আশা

পরিচয় ডেস্ক: রিক্রুটিং এজেন্সি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে প্রায় দুই বছর বন্ধ থাকার পর, নতুন সরকারের অধীনে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য পুনরায় খোলার নতুন আশা তৈরি হয়েছে। মালয়েশিয়ার পুত্রজায়ায় শ্রম অভিবাসন বিষয়ে অনুষ্ঠিত একটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) এক যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মালয়েশিয়ার বিভিন্ন খাতের চাহিদা অনুযায়ী শ্রমবাজার খোলার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে দুই দেশ একমত হয়েছে। একই সঙ্গে একটি সুষ্ঠু, নৈতিক ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে কাঠামোগত চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে কাজ করবে দুই দেশ। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

খেলাপি ঋণের চাপে ২৩ ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ২.৮২ লাখ কোটি টাকায়; নেতিবাচক অবস্থানে ব্যাংকিং খাত

পরিচয় ডেস্ক: দেশের ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক মূলধন পরিস্থিতি নেতিবাচক হয়ে পড়েছে। মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে মূলধন ঘাটতি বেড়ে ২.৮২ লাখ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। খেলাপি ঋণের ব্যাপক বৃদ্ধি এবং সুশাসনের অভাব ও ঋণ বিতরণে দীর্ঘদিনের অনিয়ম এই পরিস্থিতির পেছনে মূল কারণ হিসেবে কাজ করছে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ২৩টি সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। প্রতিবেদনটি দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এর হাতে এসেছে।

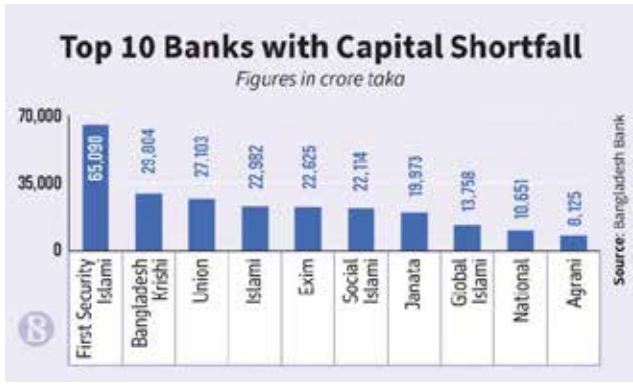

পরিস্থিতির এই চরম অবনতি দেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বছরের পর বছর ধরে চলা লাগামহীন ঋণ বিতরণ, দুর্বল তদারকি ও রাজনৈতিক প্রভাবে ঋণ অনুমোদনের ফলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। মূলধনের এই বিশাল ঘাটতিতে ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার সক্ষমতা কমে যাওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অর্থায়নেও চাপ তৈরি হচ্ছে, যা সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য বাড়তি ঝুঁকির ইঙ্গিত দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সবশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জুন শেষে ২৪টি ব্যাংকের মোট মূলধন ঘাটতি ছিল ১.৫৫ লাখ কোটি টাকা। প্রতিবেদনে আরও উঠে এসেছে, ব্যাংকিং খাতের আর্থিক সক্ষমতা মাপার প্রধান সূচকঝমূলধন ঝুঁকিজনিত সম্পদের অনুপাত (সিআরএআর)ড়াত সেপ্টেম্বরের শেষে কমে ঋণাত্মক ২.৯০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী, ব্যাংকগুলোকে কমপক্ষে ১২.৫ শতাংশ সিআরএআর বজায় রাখতে হয়। এর বিপরীতে ২০২৫ সালের জুন শেষে এই খাতের সামগ্রিক সিআরএআর ছিল ৪.৪৭ শতাংশ।

সিআরএআর হচ্ছে একটি ব্যাংকের মূলধন ও তার ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অনুপাত, যেখানে ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী সম্পদের হিসাব নির্ধারণ করা হয়। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, এই সংকটের পেছনে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের প্রভাবে শিল্পের কাঁচামালের দামে ঊর্ধ্বগতি, শঙ্কা উৎপাদন ব্যাহতের

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক জ্বালানি মূল্য, জাহাজ ভাড়া এবং কাঁচামালের দাম ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের শিল্প উৎপাদন তীব্রওকস্ট-পুশ্থ সংকটে পড়েছে।

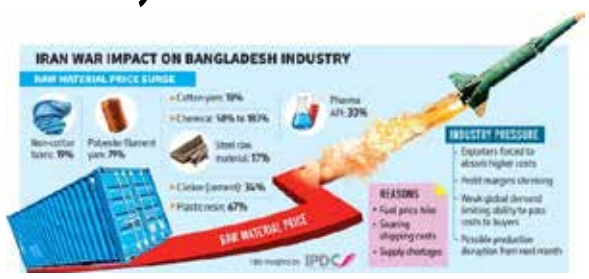

শিল্পখাতের নেতারা সতর্ক করে বলেছেন, সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে উৎপাদন ব্যয় আরও বাড়বে, যার প্রভাব শেষ পর্যন্ত ভোক্তা পর্যায়ে পণ্যের মূল্যস্ফীতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানিকারকরা ইতোমধ্যে আর্থিক চাপে পড়েছেন। আগে থেকেই নিশ্চিত হওয়া রপ্তানি আদেশে তারা বাড়তি কাঁচামাল ব্যয় বহন করতে বাধ্য হচ্ছেন। বৈশ্বিক চাহিদা কমে যাওয়ায় এই অতিরিক্ত খরচ ক্রেতাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগও কমে গেছে, ফলে মুনাফার মার্জিন কমে যাচ্ছে এবং লোকসানের ঝুঁকি বাড়ছে।

খাত সংশ্লিষ্টরা জানান, দেশের বিভিন্ন খাতের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সরবরাহে ঘাটতির আশঙ্কায় দেশের আমদানিকারকরা প্যানিকড হয়ে আরও বেশি ক্রয়াদেশ দিচ্ছেন, যা ফের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বৈশ্বিক বাজারের অস্থিরতার কারণে বায়াররা নতুন অর্ডার দেওয়া বন্ধও করে দিচ্ছে। রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য উৎপাদনকারী একাধিক উদ্যোক্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিভিন্ন কাঁচামাল ও রাসায়নিকের আমদানি ব্যয় ১০ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ১৮৩ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে।

এর মধ্যে নন-কটন ফেব্রিকের দাম প্রায় ১৯ *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

রামপালে স্থাপন হচ্ছে দেশের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র

সক্ষমতা ৪৪২ মেগাওয়াট

পরিচয় ডেস্ক: বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক জ্বালানির বহুমুখীকরণের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাগেরহাটের রামপালে দেশের বৃহত্তম ৪৪২ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)।

টিবিএসের হাতে আসা প্রকল্প প্রস্তাব অনুসারে, এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

২০২৫-২৬ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে ৩.০৩%

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি কমে ৩.০৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩.৫৩ শতাংশ। তবে প্রথম প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি ছিল তুলনামূলক বেশিড় ৪.৯৬ শতাংশ; আগের বছরের একই সময়ে যা ছিল ৩.৯১ শতাংশ। সোমবার (৬ এপ্রিল) প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি মূল্যে দেশের জিডিপির আকার বেড়ে হয়েছে ১৫ হাজার ১৭৬ বিলিয়ন টাকা, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ছিল ১৩ হাজার ৯০১ বিলিয়ন টাকা। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির হার কমলেও অর্থনীতির মোট আকার বেড়েছে। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, কৃষি খাতে ইতিবাচক ধারা বজায় রয়েছে। দ্বিতীয় প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩.৬৮ শতাংশ, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ১.৯০ শতাংশ। প্রথম প্রান্তিকেও এ খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল ২.১১ শতাংশ, যেখানে আগের বছরে তা ছিল ঋণাত্মক (-০.১২ শতাংশ)।

অন্যদিকে শিল্প খাতে বড় ধরনের মন্থরতা দেখা গেছে। দ্বিতীয় প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে ১.২৭ শতাংশে, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৫.৭৮ শতাংশ। তবে প্রথম প্রান্তিকে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৮২ শতাংশ।

সেবা খাত তুলনামূলক *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে ৮.৫%, বেড়েছে ভিয়েতনাম-ইন্দোনেশিয়ার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রপ্তানি বাজার যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৬ সালের প্রথম দুই মাসে অ্যাপারেল আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এ সময়ে দেশটিতে বাংলাদেশের রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮ দশমিক ৫৩ শতাংশ কমেছে। রপ্তানিকারকেরা বলছেন, গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপ করা শুল্কই এই বড় পতনের প্রধান কারণ।

একই সময়ে চীন ও ভারতের রপ্তানি আরও বেশি হারে কমেছে। আর দেশটির মোট পোশাক আমদানি কমেছে ১৩ শতাংশেরও বেশি। তবে একই *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

আটকে থাকা ইরানের অর্থ ছাড় দিতে রাজি যুক্তরাষ্ট্র: দাবি তেহরানের, অস্বীকার ওয়াশিংটনের

কাতারসহ বিভিন্ন বিদেশি ব্যাংকে আটকে থাকা ইরানের বিপুল পরিমাণ অর্থ ফেরত দিতে যুক্তরাষ্ট্র সম্মত হয়েছে বলে দাবি করেছে তেহরানের একটি উচ্চপদস্থ সূত্র। তবে ওয়াশিংটন তাৎক্ষণিকভাবে এই দাবি সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে।

শনিবার রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইরানের ওই জ্যেষ্ঠ সূত্রটি জানায়, জব্দ করা এই তহবিল ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্তটি মূলত ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চলমান আলোচনায় ওয়াশিংটনের সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। সূত্রটির মতে, তেহরান তাদের বিভিন্ন বার্তায় যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এই অর্থ ছাড়ের দাবি জানিয়ে আসছিল এবং সম্প্রতি তারা এই বিষয়ে মার্কিন সম্মতি পেয়েছে।

বিষয়টি স্পর্শকাতর এই কারণে নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই সূত্রটি রয়টার্সকে জানায়, এই অর্থ ছাড়ের বিষয়টি হরমুজ প্রণালিতে নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। ধারণা করা হচ্ছে, চলমান আলোচনায় এটিই অন্যতম প্রধান ইস্যু হতে যাচ্ছে। যদিও ওই জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নির্দিষ্ট কোনো অংকের কথা উল্লেখ করেননি, তবে অন্য একটি ইরানি সূত্র জানিয়েছে, কাতার ও অন্যান্য ব্যাংকে থাকা ইরানের ৬০০ কোটি (৬ বিলিয়ন) ডলার ছাড় দিতে সম্মত হয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

অবশ্য এ বিষয়ে কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

আট বছর ধরে আটকে থাকা অর্থ

মূলত ২০১৮ সালে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং পারমাণবিক চুক্তি থেকে সরে আসার পর দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যাংকগুলোতে ইরানের তেল বিক্রির এই ৬০০ কোটি ডলার আটকে যায়। পরবর্তীতে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দোহার মধ্যস্থতায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি বন্দিবিনিময় চুক্তির আওতায় এই অর্থ দক্ষিণ কোরিয়া থেকে কাতারের ব্যাংকগুলোতে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধের জেরে এপ্রিলে রাশিয়ার তেল রাজস্ব দ্বিগুণ হয়ে ৯ বিলিয়ন ডলারে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা চালানোর পর বিশ্বজুড়ে তেল ও গ্যাসের তীব্র সংকট শুরু হয়েছে। রয়টার্সের এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এই সংকটের কারণে এপ্রিলে রাশিয়ার সবচেয়ে বড় একক তেল কর থেকে আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে। এই মাসে দেশটির এই রাজস্ব বেড়ে ৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল রপ্তানিকারক দেশ রাশিয়া। ইরান যুদ্ধ থেকে দেশটি অপ্রত্যাশিতভাবে বিপুল আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত রয়টার্সের

নিরাপত্তা শঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে মেক্সিকোতে বিশ্বকাপ ফুটবলের ম্যাচ খেলতে চায় ইরান

পরিচয় ডেস্ক: নিরাপত্তার খাতিরে আসন্ন ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরিয়ে মেক্সিকোতে নেওয়ার বিষয়ে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার সাথে আলোচনা করছে ইরানের ফুটবল ফেডারেশন।

ইরানের ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহেদি তাজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে লিখেছেন,ওপ্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যখন স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি ইরানি জাতীয় দলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবেন না, তখন আমরা নিশ্চিতভাবেই যুক্তরাষ্ট্রে যাব না।

তিনি আরও যোগ করেন, ওবিশ্বকাপে ইরানের ম্যাচগুলো *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

এটি চীনের যুদ্ধ নয়, তবে বহু বছর আগেই প্রস্তুত হওয়া শুরু করেছিল বেইজিং

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট জ্বালানি সংকট বিশ্বের শীর্ষ তেল আমদানিকারক দেশ চীনকে কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলেছে। তবে বেইজিং বহু বছর ধরেই এই ধরনের সংকটের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে। চীন ক্রমবর্ধমান হারে বিশাল পরিমাণ তেল মজুত করেছে। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি এবং জলবিদ্যুতের মতো নবায়নযোগ্য *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

তেহরানের ৫০০ বিলিয়ন ডলারের ‘টোলবুথ’ চিরতরে বদলে দিতে পারে মধ্যপ্রাচ্যকে

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী তেলবাহী ট্যাংকারগুলোর গতিপথ বদলে দিয়েছে ইরান। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ২১ মাইল প্রশস্ত এই জলপথের মাঝখান দিয়ে চলাচলের পরিবর্তে জাহাজগুলোকে এখন ইরানি উপকূলরেখার খুব কাছ দিয়ে এবং কেশম ও লারক দ্বীপের মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মহলে

এটি এখন ওতেহরান টোলবুথ নামে পরিচিতি পেয়েছে।

ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই রুট দিয়ে চলাচলের জন্য জাহাজ মালিকদের এখন ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) সাথে সংশ্লিষ্ট মধ্যস্থতাকারী কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে কার্গোর ধরন, গন্তব্য এবং প্রকৃত মালিকানা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দিয়ে এক জটিল ও ব্যয়বহুল আলোচনার মধ্য দিয়ে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

দ্য টেরোরিস্ট ইন চিফ: আমাদের এই কুৎসিত বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার সময় এসেছে

পল ক্রুগম্যান

কোনো চুক্তিতে না পৌঁছালে সবকিছু উড়িয়ে দেওয়া হবে- ইরানকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারণ করা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই হুমকির সমালোচনা করেছেন নোবেলজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যান। আমেরিকান অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সাবস্ট্যাক-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে এই হুমকিকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। পাঠকদের জন্য তার লেখাটি তুলে ধরা হলো-

আইসিই - হ্যাঁ, সেই আইসিই-এর মতে, সন্ত্রাসবাদ বলতে বোঝায় মানুষ বা সম্পত্তির বিরুদ্ধে সহিংসতা বা সহিংসতার হুমকির মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শকে এগিয়ে নেওয়া।

সংস্থাটির ওয়েবসাইটে এও বলা হয়েছে, সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাকে আঘাত কিংবা হত্যা করছে, তার কোনো পরোয়া করে না।

গত রোববার ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে যে পোস্ট করেছেন, সেটি যদি আপনি না পড়ে থাকেন, তাহলে একটু সময় নিয়ে পোস্টটি পড়ে নিন। মিডিয়ায় নরম সুরে বলা বর্ণনার ওপর নির্ভর করবেন না। পড়া শেষে তারপর আমাকে বলুন যে ট্রাম্পের বক্তব্য তার নিজের কর্মকর্তাদের দেওয়া সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আমাকে বলবেন না যে ট্রাম্পের উদ্দেশ্য ন্যায়সঙ্গত, আর ইরানের শাসনব্যবস্থা খারাপ। সন্ত্রাসীরা সবসময়ই এমন কথা বলে। কখনো কখনো তাদের এসব কথা সত্য হলেও সন্ত্রাসবাদকে এর লক্ষ্য দিয়ে নয়, বরং এর পদ্ধতি দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অর্থাৎ, নিরীহ মানুষের ওপর সহিংস আক্রমণের মাধ্যমে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টাই এর মূল বৈশিষ্ট্য। ট্রাম্প ঠিক এটাই করছেন। তিনি কথা না মানলে বেসামরিক অবকাঠামোর ওপর হামলার হুমকি দিচ্ছেন। আর যেহেতু তিনি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো জরুরি পরিষেবাকে লক্ষ্যবস্তু করার কথা বলছেন, তাই এটি শুধু সম্পত্তির ওপর নয়, বরং মানুষের ওপরও সম্ভাব্য আক্রমণের হুমকি।

পরবর্তীতে রোববার ট্রাম্প এক্সিওসকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সঙ্গে গভীর আলোচনা চালাচ্ছে। এমন কিছু আদৌ হচ্ছে কি না- তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার জন্য আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন।

ট্রাম্প এ হুমকিও দিয়েছেন, মঙ্গলবারের মধ্যে কোনো চুক্তি না হলে আমি ওখানে সবকিছু উড়িয়ে দেব।

কেবল সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করা হবে- এমন কিছু বলেও ভণিতা করেননি ট্রাম্প। বরং তিনি সরাসরি এসব হুমকি দিয়েছেন। তার এমন পদক্ষেপের ফলে যে মৃত্যু ও দুর্ভোগ তৈরি হবে, সেটির জন্য অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তিনি যেন তা উপভোগই করছেন।

অন্যদিক থেকে ভাবলে, আমি এটা বলছি না যে ট্রাম্প সহিংসতার হুমকি দিচ্ছেন; বরং তিনি সহিংসতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। ওই জঘন্য পোস্টটি কোনো আলোচনার কৌশলের অংশ নয়। কারণ, আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে ইরান হরমুজ প্রণালি খুলে দেবে- এমন সম্ভাবনাও শূন্য। আসলে ইরান চাইলেও এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রণালিটি খুলে দিতে পারবে না।

এর কারণ হলো- মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলার প্রভাব কমাতে ইরানের সামরিক নিয়ন্ত্রণ বিকেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। ফলে তেহরান যদি চায়ও, তবুও তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে পুরো সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিতে পারবে না। আর অবশ্যই তারা এমনটা করতে চায়ও না। কারণ, তারা মনে করে ইরান জয়ী হচ্ছে। ট্রাম্প এবং তার আশপাশের লোকেরাও অবশ্য তা মনে করেন, যদিও তারা কখনো এটি স্বীকার করবেন না।

সন্ত্রাসবাদ হলো দুর্বলদের কৌশল। যখন চরমপন্থীরা সামরিক শক্তি বা অন্য বৈধ উপায়ে তাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়, তখন তারা এই পথ বেছে নেয়।

আর এখানেই ট্রাম্প ও তার কর্মকর্তারা এসে দাঁড়িয়েছেন। তারা একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী পেয়েছিলেন (যেটিকে তারা দ্রুত দুর্বল করে দিচ্ছেন)। কিন্তু এত শক্তি থাকার পরেও এই বাহিনীর পক্ষে হরমুজ প্রণালি স্বাভাবিকভাবে চালু করা সম্ভব নয়। তাই ট্রাম্পপন্থীরা এখন নিরীহ বেসামরিক মানুষের ওপর কষ্ট ও মৃত্যু চাপিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যদিও এটি যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জনে কোনো কাজে *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন-ইরান যুদ্ধবিরতিতে পাকিস্তান: এক ঢিলে বহু পাখি শিকার

আসিফ বিন আলী

মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক সংকটে পাকিস্তান এমন একটি ভূমিকা নিয়েছে, যা কয়েক বছর আগেও অনেকের কাছে কল্পনাতীত মনে হতো। ৮ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি হলো, তার পেছনে ইসলামাবাদের যোগাযোগ, বার্তা আদান-প্রদান এবং চাপ প্রয়োগের ভূমিকা এখন মোটামুটি পরিষ্কার।

পাকিস্তান এই যুদ্ধবিরতি একা আনেনি, কিন্তু এমন একটি সময়ে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলতে পেরেছে, যখন ওয়াশিংটন, তেহরান, রিয়াদ, এমনকি বেইজিংও পরস্পরের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার মতো অবস্থায় ছিল না। এই জায়গাই পাকিস্তানের বড় সাফল্য।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর ইরানকে ঘিরে উত্তেজনা দ্রুত বড় আকার নিতে থাকে। সংঘাত যত এগোয়, ততই স্পষ্ট হয় যে এটি শুধু ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব নয়, বরং গোটা অঞ্চলের স্থিতিশীলতার প্রশ্ন।

এ প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান ধীরে ধীরে নিজেকে একটি যোগাযোগের সেতু হিসেবে দাঁড় করায়। পরে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে বলেন, তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গে কথা বলেছেন। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচিও পাকিস্তানের প্রচেষ্টার কথা স্বীকার করেন। কূটনীতিতে এ ধরনের প্রকাশ্য স্বীকৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এতে বোঝা যায়, ইসলামাবাদকে দুই পক্ষই অন্তত ব্যবহারযোগ্য একটি মাধ্যম হিসেবে দেখেছে।

অনেকেই ভাবতে পারেন, পাকিস্তান কি কেবল বার্তা পৌঁছে দিয়েছে? বাস্তবতা তার চেয়ে বেশি জটিল। রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, একপর্যায়ে আলোচনার পুরো প্রক্রিয়াই প্রায় ভেঙে পড়েছিল। ইরানের একটি হামলায় সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর রিয়াদ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তখন পাকিস্তানি বেসামরিক ও সামরিক নেতৃত্ব একসঙ্গে নড়েচড়ে বসে।

তারা একদিকে ইরানকে কড়া বার্তা দেয়, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এমন আশ্বাস আদায়ের চেষ্টা করে, যাতে ইসরায়েলি হামলা অব্যাহত রেখে আলোচনার পথ পুরোপুরি বন্ধ না করে দেয়। অর্থাৎ পাকিস্তান একই সঙ্গে চাপও দিয়েছে, আবার সমঝোতার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম আস্থাও তৈরির চেষ্টা করেছে। এটাই ছিল তাদের আসল ভূমিকা।

প্রশ্ন হলো, এই সংকটে পাকিস্তান কেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল? এর উত্তর শক্তির আকারে নয়, অবস্থানের আকারে খুঁজতে হবে। পাকিস্তান হয়তো বিশ্বশক্তি নয়, কিন্তু এমন কিছু সম্পর্ক তার আছে, যা এই মুহূর্তে কাজে লেগেছে। ইরানের সঙ্গে তার দীর্ঘ সীমান্ত আছে। সৌদি আরবের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগের পথ খোলা আছে। আবার চীনের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা সুপরিচিত।

এই চারদিকমুখী সম্পর্ক পাকিস্তানকে এমন এক জায়গায় দাঁড় করিয়েছে, যেখান থেকে সে প্রায় সব পক্ষের সঙ্গেই কথা বলতে পারে। অনেক রাষ্ট্রেরই মতামত থাকে, কিন্তু সবার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ থাকে না। পাকিস্তানের ছিল। এ কারণেই ইসলামাবাদ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

এই মধ্যস্থতার মাধ্যমে পাকিস্তান প্রথম যে লাভটি তুলেছে, তা হলো নিজের নিরাপত্তা ও অর্থনীতিকে কিছুটা রক্ষা করা। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে পাকিস্তানের ওপর তার সরাসরি প্রভাব পড়তই। দেশটি জ্বালানি আমদানিনির্ভর, বৈদেশিক মুদ্রার চাপ আছে, মূল্যস্ফীতির ঝুঁকি আছে, ঋণের বোঝা আছে।

এমন অবস্থায় তেলের বাজার অস্থির হলে বা হরমুজ প্রণালি ঘিরে অনিশ্চয়তা বাড়লে পাকিস্তানের জন্য তা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারত। ২ এপ্রিল জ্বালানির দাম হঠাৎ বাড়ানোর ঘটনাই দেখিয়ে দেয়, এই যুদ্ধ পাকিস্তানের জন্য দূরের কোনো খবর ছিল না। যুদ্ধবিরতির ফলে অন্তত সাময়িকভাবে ইসলামাবাদ কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে। তাই এই কূটনৈতিক সক্রিয়তা শুধু মর্যাদার জন্য ছিল না, ছিল প্রয়োজন থেকেও।

দ্বিতীয় বড় লাভ হলো ভাবমূর্তি। বহু বছর ধরে আন্তর্জাতিক পরিসরে পাকিস্তানকে সাধারণত নিরাপত্তাসংকট, জঙ্গিবাদ, ঋণনির্ভর অর্থনীতি, সামরিক প্রভাব এবং দুর্বল গণতন্ত্রের আলোচনায় *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

SUMMER SALE 2026

USA ⇋ DHAKA

Starting From

$1175+

Round Trip

Limited Seats Available

BOOK NOW 718-721-2012

www.digitaltraveltour.com

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

25-78 31st Street, New York, NY-11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ইতিহাসের প্যারাডক্স

মহিউদ্দিন আহমদ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় নির্বাহী আদেশে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হয়। এখন জাতীয় সংসদে সন্ত্রাসবিরোধী সংশোধনী আইন পাসের পর আইনিভাবে দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ হলো।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় নির্বাহী আদেশে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হয়। এখন জাতীয় সংসদে সন্ত্রাসবিরোধী সংশোধনী আইন পাসের পর আইনিভাবে দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ হলো।ছবি: রয়টার্স

আমাদের দেশের মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এটার কারণ ভৌগোলিক নাকি নৃতাত্ত্বিক, জানি না। রক্তের ডিএনএর মধ্যে এটা আছে হয়তো। পেটে ভাত না থাকলেও আমরা দিনরাত একটা খোয়াবের মধ্যে বাস করি। আর সেটা হচ্ছে রাজনীতি। রাজনীতি মানেই দল। আর দল মানেই দলাদলি, সেটা দেখতেই পাচ্ছি।

সবাই আছে একটা দৌড়ের ওপরড়কে কাকে ডিঙিয়ে, মেরে, উপড়ে ফেলে দেশের দখল নেবে। এই দখলদারি জায়েজ করার জন্য দুনিয়ার তাবৎ মুখরোচক শব্দ দিয়ে লেখা হয় লক্ষ্য, আদর্শ, ঘোষণাপত্র। তৈরি হয় দফাওয়ারি কর্মসূচি। তাতে মানুষের দফারফা হওয়ার জোগাড়। তাতে কী? এটি রাজনীতি। আর রাজনীতি তো এ দেশে মহান গণতান্ত্রিক অধিকার। সে অধিকার ছিনিয়ে নেবে, এমন বুকের পাটা আছে কার? তারপরও এক দল আরেক দলের রাজনীতি বন্ধ করে দেয়। এতে নাকি জনস্বার্থ রক্ষা পায়, গণতন্ত্র মজবুত হয়, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব টিকে যায়।

এ দেশে দল নিষিদ্ধের খেলা চলছে অনেক দিন ধরে। আমরা প্রথমবার স্বাধীন হয়ে পেলাম সাধের পাকিস্তান। শুরুতেই নিষিদ্ধ হলো কমিউনিস্ট পার্টি। কারণ, তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তারা শ্রেণিহিংসার রাজনীতি করে। তার ওপর তারা নাকি ইসলামবিরোধী। ইসলামবিরোধী কিছু একটা মুসলমানের দেশ পাকিস্তানে থাকবে, এটা তো মেনে নেওয়া যায় না!

১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথমে যুক্তফ্রন্টের এবং পরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একটা কোয়ালিশন সরকার থাকাকালে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছিল। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের আমলে দলটি আবারও নিষিদ্ধ হয়। সেই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে একাত্তর সাল পর্যন্ত।

নিষেধের খড়্গ তারপর গিয়ে পড়ে জামায়াতে ইসলামীর ঘাড়ে। ১৯৫৩ সালে লাহোরে আহমদিয়াবিরোধী (কাদিয়ানি) দাঙ্গা উসকে দেওয়ার অভিযোগে দলটি প্রথমবার নিষিদ্ধ হয়। বছরখানেকের মধ্যেই সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ১৯৬১ সালে সরকারের জারি করা মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের বিরোধিতা করতে গিয়ে দলটি আবার নিষিদ্ধ হয়। আবার রাজনীতিতে ফিরে আসে ১৯৬৫ সালে।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের জমানায় আর কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়নি। তবে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছিল চার বছরের মতো। ১৯৭১ সালে এসে ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার আওয়ামী লীগ এবং ওয়ালি খানের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নিষিদ্ধ করে। পাকিস্তানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আর কখনো স্বনামে ফিরে আসেনি। ওই দলের লোকেরা পাকিস্তান ন্যাশনাল পার্টি নামে নতুন দল তৈরি করে। স্বাধীন বাংলাদেশে শুরুর দিকে আইন করে কোনো দল নিষিদ্ধ করা হয়নি। বাহাত্তরের সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর বিধিনিষেধ থাকায় ইসলামপন্থী দলগুলো আপনা-আপনি গর্তে ঢুকে যায়। এগুলোর মধ্যে ছিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি এবং পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় এরা ছিল ইয়াহিয়া সরকারের সহযোগী। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। এ দলগুলো এমনিতেই ব্রাত্য হয়ে গিয়েছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর। নাগরিকেরা ভোট দিয়ে দলগুলোকে অস্তাচলে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

দলের সভাপতি শেখ হাসিনা কার্যত দলের মালিক। তাঁর কোনো আচরণে মনে হয়নি তিনি আদৌ রাজনীতিতে ফিরে আসতে ইচ্ছুক। সে ইচ্ছা থাকলে তাঁর কথাবার্তা ও আচরণ অন্য রকম হতো। এখন তাঁর হয়ে কথা বলেন তাঁর ছেলে। আওয়ামী লীগ কি শেষমেশ একটা *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

কেন সুশীল সমাজ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে নেতিবাচক ধারণা আছে?

শাহানা হুদা রঞ্জনা

সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে রাজনীতি করতে এসে হোঁচট খেয়েছেন। অবশ্য সরাসরি রাজনীতি না বলে বলা যায় রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ বা সংস্কৃতিকে পরিশুদ্ধ করার জন্য যতবার ওনারা উদ্যোগ নিয়েছেন, ততবারই মোটামুটি ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু কেন?

এখানেও সুশীল সমাজ বলতে সাধারণত বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার কর্মী, এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, সাংবাদিক, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এই গোষ্ঠীগুলোকে বোঝানো হয়। বাংলাদেশে সুশীল সমাজ বা নাগরিক সমাজ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা বা অনীহা কাজ করে। এর পেছনে কি শুধু রাজনৈতিক কারণই দায়ী, নাকি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কিছু বিষয়ও আছে?

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুশীল সমাজ একটি আলোচিত এবং বিতর্কিত ধারণা। গণতান্ত্রিক উত্তরণ, মানবাধিকার রক্ষা, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান, সাংবিধানিক শাসন এসব প্রশ্নে সুশীল সমাজ প্রায়ই আলোচনায় এসেছে, তা-ও বারবার প্রশ্ন উঠেছে কেন তারা দেশে বা সমাজে কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হন?

এর কিছু কারণ আছে। যেমন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উচ্চবিত্ত বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির। তাদের জীবনধারা, ভাষা এবং চালচলন সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা। ফলে সাধারণ মানুষ মনে করে, তারা ড্রয়িং রুমে বসে বা সেমিনারে যে সমস্যার কথা বলছেন, তার সাথে মাটির কোনো সম্পর্ক নেই। এদের অধিকাংশই বিদেশ-ঘেঁষা মানুষ।

ফান্ডিং বা অন্য যেকোনো কারণেই হোক এরা বিদেশি ডোনার বা কূটনীতিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা অবসেসড বলা যায়। এদের কাছে বাংলার চাইতে ইংরেজির কদর বেশি, কাজের চাইতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মূল্য বেশি।

তাই বলে কি মাটি আর মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক নাই? সম্পর্ক আছে, কিন্তু সেটা পেরিফিরির সম্পর্ক, প্রয়োজনের সম্পর্ক। বাংলাদেশের যে ইস্যু পশ্চিমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের সুশীল নেতৃবৃন্দও ঠিক সেই ইস্যুটা নিয়ে ভাবেন, কাজ করেন। কারণ দাতারা যে খাতে টাকা দেয়, যে কাজ দেখতে চায়, সুশীলদের একটা বড় অংশ সেদিকেই ছাতা ধরেন, বক্তব্য প্রদান করেন, অনুষ্ঠান করেন।

নিজেদের পকেটের পয়সা ব্যয় করে সমাজ উন্নয়নে কাজ করেছেন বা করছেন বড় মাপের এরকম সুশীল পাওয়া কঠিন। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, লাইব্রেরি, নারীর কাজের সুযোগ তৈরি করে দেয়ার মতো কোনো উদ্যোগ নিতে সাধারণত দেখা যায় না।

কেন সাধারণ সুশীল প্রতিনিধিদের ঠিক কাছের মানুষ মনে করেন না বা মনে করেন না যে এরা রাজনীতিতে ভালো করবেন? কয়েকজন সাধারণ কর্মজীবী মানুষের সাথে কথা বললাম এই প্রসঙ্গে। তারা স্পষ্টভাবেই বললেন, বিপদকালে আমরা একজন রাজনৈতিক নেতার কাছে যত দ্রুত পৌঁছাতে পারি বা সাহায্য পেতে পারি, একজন সুশীল, বুদ্ধিজীবীর কাছে তত সহজে যেতে পারি না, পারব না। আর সাহায্য কতটা পাব তা-ও সন্দেহ আছে।

আরো বললেন, রাজনৈতিক নেতারা চুরি করে, মানুষের জিনিস মেরে খায়, কিন্তু বিপদে স্থানীয় মানুষের পাশে থাকে। যুক্তিটা অদ্ভুত কিন্তু সত্য। সুশীল বা বুদ্ধিজীবী বলে আমরা যাদের মনে করি তারা আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে ধর্তব্যের মধ্যেই নেন না। এদের এলিটিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে। মানুষ তাদের বন্ধু বা প্রতিনিধি মনে করার চেয়ে উপদেশদাতা বলে বেশি মনে করে।

তাত্ত্বিকভাবে সুশীল সমাজের নিরপেক্ষ হওয়ার কথা থাকলেও, প্রকৃত অর্থে কি তারা তা-ই? তাদের কি নিজস্ব কোনো এজেন্ডা নাই? সাধারণ মানুষদের মধ্যে একটা অংশ মনে করেন সুশীল প্রতিনিধিরা যখন কথা বলেন, তখন নিজেদের এজেন্ডা বা কোনো নির্দিষ্ট দলের সুবিধার্থে বলেন। ক্ষমতার পালাবদল হলে তাদের অবস্থানও বদলে যায়। বারবার বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। জনমানুষের আবেগের চেয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্ব বিশেষ করে পাশ্চাত্য কী চাইছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকার কারণে দেশের ভেতরে সুশীল সমাজ *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

Moin & Michael

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

শঙ্কা ও ভয় বৈশাখ করবে জয়

বর্ষবরণ উৎসব মঙ্গল শোভাযাত্রা ১৪৩৩

উপদেষ্টা: বেলাল বেগ, রথীন্দ্রনাথ রায়, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, সউদ চৌধুরী, খোরশেদুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, সুব্রত বিশ্বাস, জীবন চৌধুরী, মাহবুবর রহমান
আহ্বায়ক: সৈয়দ মোহাম্মদউল্লাহ
যুগ্ম আহ্বায়ক: শামসুল আলম বকুল, সাগর লোহনী, কাজল মাহমুদ
সদস্য সচিব: মুজাহিদ আনসারী
যুগ্ম সদস্য সচিব: সনজীবন কুমার, গোপাল স্যানাল, শাহরিয়ার সালাম
প্রধান ব্যবস্থাপক: রাশেদ আহমেদ
ব্যবস্থাপক: আলপনা গুহ, সৈয়দ মিজানুর রহমান, রাজীব আহসান, আব্দুল হামিদ, দীলিপ মোদক

সদস্য:
অর্ঘ্য সারথী শিকদার, আশীষ রায়, আসলাম আহমেদ খান, আল আমিন বাবু, আলী আহসান কিবরিয়া অনু, আহসান আলী ভূইয়া, আবু সাইদ চৌধুরী কুটি, আব্দুল ওয়াহেদ, আহসান হাবিব ভূইয়া, ইব্রাহিম খলিল বারো ভূইয়া রিজু, উৎপল চৌধুরী, এএফএম আফতাবুজ্জামান, এম.এ মতিন মিঠু, ওবায়দুল্লাহ মামুন, ওয়াহেদুজ্জামান লিটন, কাবেরী দাশ, কামাল হোসেন মিঠু, ক্লারা রোজারিও, কানু দত্ত, কল্লোল দাশ, গোলাম হোসেন কুটি, গোপন সাহা, জলি কর, জাকির আহমেদ রনি, জায়েদুল মুহিত খান, জ্যোর্তিময় দত্ত নিসু, ডা. রুমা, ডালিয়া চৌধুরী, তপন মোদক, নুরুল আমিন বাবু, ডা. প্রতাপ দাশ, প্যাট্রিক রোজারিও, ফরিদা ইয়াসমিন, ফারুক হোসাইন, বদিউজ্জামান খান দুলাল, বিজয় সাহা, ভিক্টর ইলাহী লিয়াকত, মো. আবুল কাশেম, মো. আব্দুল হামিদ, মনিকা রায়, মিজানুর রহমান মিজান, মিথান দেব, মিনা ইসলাম, মীর নিজামুল হক, মোশাররফ হোসেন, মিলন কুমার রায়, মুন্সী আহাদুজ্জামান, লাভলু আনসার, সবিতা দাশ সূত্রধর, সুতিপা মন্ডল, সুরাইয়া আকতার লাকি, সুরিত বড়ুয়া, রেজা রহমান, শফিউদ্দিন তালুকদার, শরাফ সরকার, শাহ জে. চৌধুরী, শক্তি ডি. কস্তা, শ্যামল চন্দ্র কর, শীশীর শিল, সুকান্ত হরে, সুশীল সিনহা, হুমায়ুন কবীর ঢালী, হুসনে আরা বেগম, হাফিজুল হক।

উপ-কমিটি সমূহ

অর্থ উপ-পর্ষদ:
আহ্বায়ক: জাকির হোসেন বাচ্চু
সদস্য সচিব: নিখিল কুমার মন্ডল
সদস্য: শাহ্ জে. চৌধুরী, আবুল হোসেন, বিপুল কে. সাহা

অনুষ্ঠান উপ-পর্ষদ:
আহ্বায়ক: সাবিনা হাই উর্বি
সদস্য সচিব: স্বাধীন মজুমদার
সদস্য: সুশীল সিনহা, মিলন কুমার রায়

আপ্যায়ন উপ-পর্ষদ:
আহ্বায়ক: সুলেখা পাল
সদস্য সচিব: প্রতিমা সরকার
সদস্য: গনেশ কীর্তনীয়া, মুনমুন সাহা, ফাহমিদা চৌধুরী লুনা, প্রশান্ত সরকার, পুষ্পেন গোয়ালা

প্রচার-প্রকাশনা উপ-পর্ষদ:
আহ্বায়ক: সুমন আহমেদ
সদস্য সচিব: উত্তম সাহা
সদস্য: আবুল হোসেন, পলাশ ঘোষ

শোভাযাত্রা উপ-পর্ষদ:
আহ্বায়ক: হিরো চৌধুরী
সদস্য সচিব: তুহিন মাহফুজ
সদস্য: প্রশান্ত সরকার, ফাহমিদা চৌধুরী লুনা, বিপুল কে.সাহা

অংশগ্রহনকারী সংগঠনসমূহ

অনুপ ড্যান্স একাডেমী, আনন্দধ্বনী নিউইয়র্ক, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাব, উদীচী যুক্তরাষ্ট্র শাখা, উদীচী জামাইকা শাখা, একুশে চেতনা পরিষদ, গাইবান্ধা সোসাইটি অব আমেরিকা, গ্রীণ টাচ, ডায়াস্পোরা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই নর্থ আমেরিকা, তারার আলো ইউএসএ, প্রকৃতি, প্রগ্রেসিভ ফোরাম, পন্ডিত কৃষাণ মহারাজ তাল তরঙ্গ ইনিস্টিটিউট নিউইয়ক, বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন ইনক্, বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (বাফা), বাংলাদেশ ক্লাব যুক্তরাষ্ট্র, বাঙালীয়ানা ইউএসএ, বাঙালীয়ানা ফাউন্ডেশন ইউএসএ, বাংলাদেশ পুলিশ এসোশিয়েশন (এনওয়াইপিডি), বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ভেটেরান্স ১৯৭১ ইউএসএ, হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন, ভয়েস অব ওমেন ইমপাওয়ারমেন্ট ইউএসএ, মহিলা পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র, মিথান ড্যান্স একাডেমি, রবীন্দ্র একাডেমী ইউএসএ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, লালন পরিষদ ইউএসএ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, শিল্পকলা একাডেমী, সঙ্গীত পরিষদ, সাহিত্য একাডেমী নিউইয়র্ক।

পান্তা ইলিশ
সাথে মিষ্টিমুখ

১৪ এপ্রিল ২০২৬ মঙ্গলবার
ডাইভারসিটি প্লাজা
জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক

সম্মিলিত
বর্ষবরণ মঙ্গল শোভাযাত্রা
উদযাপন পরিষদ, নিউইয়র্ক

শুভ নববর্ষ ১৪৩৩

প্রচার ও প্রকাশে:
সুমন আলম
আহ্বায়ক
উত্তম সাহা
সদস্য সচিব
প্রচার-প্রকাশনা উপ-পরিষদ

নানা পুষ্টিগুণে ভরপুর ক্যাপসিকাম

পরিচয় ডেস্ক : ক্যাপসিকামকে স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী সবজি বলে মনে করা হয়। যদিও ক্যাপসিকাম সারা বছরই পাওয়া যায়, তবে শীতকালে সবুজ শাক-সবজি বেশ তাজা পাওয়া যায়। আমরা বেশির ভাগ সময়ই সবুজ ক্যাপসিকাম দেখে থাকি, তবে ক্যাপসিকাম হলুদ এবং লাল রঙেরও হয়। এগুলো বেশির ভাগই পাস্তা, পিৎজা, স্যান্ডউইচ ইত্যাদিতে ব্যবহার কর হয়ে থাকে।

এই ক্যাপসিকামে অনেক পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়, যেমন ভিটামিন-সি, কে, এ, ফাইবার, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। জেন নিন, এই পুষ্টিগুণ ছাড়াও শরীরে কী কী উপকার করে।

চোখের জন্য উপকারী : ক্যাপসিকামে লুটেইন ও জেক্সানথিনের মতো ক্যারোটিনয়েড পাওয়া যায়, যা চোখ সুস্থ রাখতে সহায়ক।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ : ক্যাপসিকামে ফ্ল্যাভোনয়েড নামক একটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে।

যা শরীরকে জারণজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। এ ছাড়া লাল ক্যাপসিকামে ক্যাপস্যান্থিন নামক একটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়া যায়, যা ত্বককে ক্ষতিকারক ইউভি রশ্মি থেকে রক্ষা করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক : ক্যাপসিকামে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ এবং সি পাওয়া যায়, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। যার ফলে আপনি অনেক ধরনের রোগ এড়াতে পারবেন।

রক্তস্বল্পতা দূর করে :শরীরে রক্তের অভাব রক্তাল্পতার কারণ হতে পারে। আপনার খাদ্যতালিকায় ক্যাপসিকাম অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন। এতে উপস্থিত আয়রন রক্তাল্পতার ঝুঁকি দূর করে।

সুস্থ রাখতে সাহায্য করে : ক্যাপসিকাম অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট লাইকোপিন, ভিটামিন সি এবং এ-এর একটি ভালো উৎস। এসব পুষ্টি উপাদান হৃদরোগের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে।

ওজন কমাতে সহায়ক : ওজন কমানোর জন্য ক্যাপসিকাম সবচেয়ে ভালো বলে মনে করা হয়। যাদের ওজন বৃদ্ধির সমস্যা আছে তারা খাদ্যতালিকায় ক্যাপসিকাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে।

ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় : ক্যাপসিকাম ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগ প্রতিরোধেও সহায়ক। এতে রয়েছে এপিজেনিন, লুপিওল ও ক্যাপসিয়েট, ক্যারোটিনয়েড।

লিভারের সুস্থতায় লেবু-আদা পানি কতটা কাজের

পরিচয় ডেস্ক : শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো একটি হলো লিভার। এটি ডিটক্সিফিকেশন, প্রোটিন সংশ্লেষণ ও হজমশক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি ৫০০টিরও বেশি প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করে। আধুনিক জীবনযাত্রার কারণে, অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি, দূষণ এবং চাপের প্রভাবে প্রায়ই বিষাক্ত ও ক্ষতিকারক পদার্থ লিভারে জমা হয়। এর জন্য অনেকেই খাদ্যতালিকায় লিভার পরিষ্কার করার পানীয় রাখেন।

তাদের বিশ্বাস, এর ফলে লিভারের কার্যকারিতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনই সামগ্রিক স্বাস্থ্যও উন্নত হয়।

লিভার ডিটক্স করার একটি সাধারণ পানীয় হলো লেবু-আদার পানি। ইন্টারনেট থেকে পড়ে অনেকেই নিয়মিত এই পানীয় গ্রহণ করেন। যদিও বিশেষজ্ঞদের দাবি, লেবুর-আদার পানি যে লিভার পরিষ্কার করতে প্রত্যক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, তেমন কোনো প্রমাণ গবেষণায় মেলেনি।

তবে লিভার পরিষ্কার ও ডিটক্স পানীয় খেলে স্বাস্থ্য ভালো থাকতে পারে। অবশ্য এর প্রভাবও খুব বেশি হয় না। এই পানীয়গুলো শুধু সুস্থ জীবনযাত্রার পরিপূরক হিসেবে ভালো এবং এতে উপস্থিত পুষ্টি লিভারের সামান্য যত্ন নেয়।

লেবু আদা জল

ভিটামিন সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ লেবু লিভারের ডিটক্সিফিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম তৈরি করতে সাহায্য করে।

উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করবে যেসব খাবার

পরিচয় ডেস্ক : বর্তমান সময়ে কম বয়সীদের মধ্যেও উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা দেখা যায়। আর এই উচ্চ রক্তচাপ বা হাই ব্লাড প্রেশারের সমস্যা থাকলে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেই। অর্থাৎ হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের অবনতি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই হাই ব্লাড প্রেশারের মাত্রা কমিয়ে হার্টের যত্ন নেওয়া বিশেষভাবে জরুরি।

কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলো নিয়মিত খেলে রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তার ফলে ভালো থাকবে হার্ট। এ ছাড়া কমবে স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি। তাই খাবার তালিকায় কোন কোন খাবার রাখবেন, দেখে নিন একনজরে।

যাদের হাই ব্লাড প্রেশারের সমস্যা রয়েছে তাদের খাওয়াদাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন। তাহলে নিয়ন্ত্রণে আসবে ব্লাড প্রেশারের মাত্রা। ব্লাড প্রেশার অতিরিক্ত থাকলে হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য খারাপ হবে। হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক হতে পারে।

ম্যাগনেসিয়ামযুক্ত খাবার

ম্যাগনেসিয়াম-সমৃদ্ধ খাবার খেলে নিয়ন্ত্রণে থাকবে ব্লাড প্রেশারের মাত্রা। এই তালিকায় অবশ্যই রাখুন পালংশাক। ম্যাগনেসিয়ামযুক্ত ফল হিসেবে প্রতিদিনের খাবার তালিকায় রাখতে পারেন অ্যাভোকাডো, কলা। এ ছাড়া খেতে পারেন কিনুয়া।

পটাশিয়ামযুক্ত খাবার

কলার মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম ছাড়াও রয়েছে ভরপুর পটাশিয়াম। এই ফল প্রতিদিন একটি করে খেলে ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। পটাশিয়ামযুক্ত খাবার হিসেবে কলা ছাড়াও সবুজ রঙের বিভিন্ন শাক-সবজি রাখুন প্রতিদিনের খাবার তালিকায়।

কোন রঙের আঙুরে উপকারিতা বেশি

পরিচয় ডেস্ক : রসালো ফল আঙুরে রয়েছে বেশি পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, যা শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই আঙুর বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকেড়সবুজ, কালো, লাল ইত্যাদি। বিভিন্ন রঙের আঙুরের উপকারিতাও ভিন্ন।

তবে অনেকেই ভেবে থাকেন, কোন আঙুর বেশি উপকারী। আর তা নিয়েই এ প্রতিবেদন। চলুন, জেনে নেওয়া যাক:

সবুজ আঙুর

সবুজ আঙুরে থাকা ক্যাটেকিনস অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এতে বিদ্ধমান ভিটামিন কে, ভিটামিন সি ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়। সবুজ আঙুরে এমন উপাদান থাকে, যা হজমশক্তি বাড়ায়।

এর ভিটামিন কে হাড়ের গঠন মজবুত করতে পারে। ভিটামিন সি জীবাণু সংক্রমণ থেকে বাঁচায়।

কালো আঙুর

কালো আঙুরে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন কে, সি, বি১, বি৬ এবং পটাশিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজের মতো খনিজ উপাদান থাকে। বুদ্ধির বিকাশে এই আঙুর কিন্তু খুবই উপকারী।

অ্যালঝেইমার্সের রোগীদের কালো আঙুর খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। কালো আঙুরে থাকা রেসভেরাট্রল ইনসুলিন রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে পারে। ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য কালো আঙুরই বেশি উপকারী।

কালো আঙুর রক্তে নাইট্রিক অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি করে, যা রক্তনালির প্রতিবন্ধকতা দূর করে। ফলে হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কমে অনেকাংশে।

চোখের জন্যও ভালো কালো আঙুর। লাল বা সবুজ আঙুরের তুলনায় এতে বেশি পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে। ত্বক ভালো রাখতেও খুব উপকারী কালো আঙুর।

চোখের জন্যও ভালো কালো আঙুর। লাল বা সবুজ আঙুরের তুলনায় এতে বেশি পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে। ত্বক ভালো রাখতেও খুব উপকারী কালো আঙুর।

লাল আঙুর

জুস, কিশমিশ বা জেলি তৈরি করার জন্য লাল আঙুরই বেশি ব্যবহার করা হয়। লাল আঙুরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ভিটামিন কে ও ম্যাঙ্গানিজ থাকে। এই আঙুর শরীরে প্রদাহজনিত সমস্যা

ক্যান্সার প্রতিরোধে কী খাবেন, কী খাবেন না

পরিচয় ডেস্ক : ক্যান্সার একটি গুরুতর রোগ, যেখানে শরীরের কোষগুলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়তে থাকে। শরীরে কোষগুলো তৈরি হয় এবং এক সময়ের পরে মারা যায়। তারপর নতুন কোষ তৈরি হয়। তবে ক্যান্সার হলে কোষগুলো আর মারা যায় না, বরং অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়তে থাকে।

কোষ বৃদ্ধির ফলে এটি শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ক্যান্সার থেকে বাঁচতে মানুষকে তাদের জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু খাবার খেলে ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায়, আবার অনেক কিছু ক্যান্সার থেকে বাঁচাতে পারে। তাই মানুষকে তাদের খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর রাখতে হবে।

এটি নিয়ে অবহেলা করা বিপজ্জনক হতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, 'আমাদের শরীরে ফ্রি র‍্যাডিক্যালস বেড়ে গেলে এটি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস তৈরি করে এবং এর ফলে ক্যান্সার হতে পারে।' ফ্রি র‍্যাডিক্যালসকে ক্যান্সারের একটি ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফ্রি র‍্যাডিক্যালসকে নিষ্ক্রিয় করতে শরীরের অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের প্রয়োজন হয়।

এই অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলো মানুষকে খাদ্য ও মানসিক চাপ কমানোর মাধ্যমে পাওয়া যায়। যদি কারো শরীরে পর্যাপ্ত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, তাহলে ক্যান্সারের ঝুঁকি কিছুটা কম হতে পারে। অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলো ক্যান্সার, হার্ট ডিজিজসহ অনেক গুরুতর রোগ থেকে বাঁচাতে কার্যকর হতে পারে। সবাইকে ডায়েটে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় যেসব খাবার

ডায়েটিশিয়ানদের মতে, প্রক্রিয়াজাত মাংস বেশি খেলে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়তে পারে। কারণ এতে নাইট্রেটস ও নাইট্রাইটসের মতো রাসায়নিক থাকে, যা শরীরে ক্যান্সারজনক উপাদানে পরিণত হতে পারে।

বেশি তেলে ভাজা খাবার ও জাংক ফুড বেশি খেলে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়তে পারে। এতে অনেক উপাদান থাকে, যা মারণ রোগের কারণ হতে পারে। অ্যালকোহল পান করলেও বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

চিনি ও উচ্চ-ফ্যাট ডায়েটও ওজন বাড়াতে পারে, যা বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। বেশি লবণযুক্ত খাবার ও প্যাকেজড ফুডও শরীরে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এ ছাড়া ক্যাফেইনের বেশি সেবনও ক্ষতিকর হতে পারে।

ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় যেসব খাবার

বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদান সমৃদ্ধ খাবার কোষগুলোকে ক্ষতিকর উপাদান থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। ফল খেলে ক্যান্সার থেকে বাঁচা যেতে পারে। কারণ এতে ফাইটোকেমিক্যালস থাকে, যা ক্যান্সার কোষগুলোর বৃদ্ধি রোধ করতে পারে।

টমেটো, ব্রোকলি, গাজর, কেল, রসুন, আদা ও পালং শাকে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা শরীরকে ফ্রি র‍্যাডিক্যালস থেকে রক্ষা করে। ব্লুবেরি, স্ট্রবেরি, রাস্পবেরি, ডালিম, কমলা, লেবু, পেঁপে ও আঙুরে অ্যান্টিক্যান্সার গুণ পাওয়া যায়।

রক্তচাপ কমানো ছাড়াও যে উপকারে আসবে ঢেঁড়সের পানি

পরিচয় ডেস্ক : বয়স ৩০ বছর পার হলেই নানা ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়তে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই বয়স থেকেই সচেতনভাবে নিজের যত্ন নেওয়া শুরু করা উচিত। এরই অংশ হিসেবে সকালে খেতে পারেন ঢেঁড়স ভেজানো পানি। একটি শক্তিশালী টনিকের মতোই কাজ করে এই পানি। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন। এটি সাধারণত তরকারিতে, ভাজি হিসেবে খাওয়া হয়।

এ ছাড়া ঢেঁড়সের পানিতেও রয়েছে প্রচুর পুষ্টি উপাদান। ঢেঁড়সের পানিতে মধু মিশিয়ে খেলে এর স্বাদ শুধু বাড়ে না, একই সঙ্গে পুষ্টিগুণও বাড়ে। খালি পেটে এই পানীয় পান করলে শরীরের পক্ষে উপকারী। কী কী উপকারে আসতে পারে এই পানীয়, চলুন জেনে নিই।

ঢেঁড়স ভেজানো পানির গুণাগুণ

১. ঢেঁড়স ভেজানো পানিতে আছে দ্রবণীয় ফাইবার। যা হজমে সাহায্য করে। পেট ফাপা ও কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে পারে। প্রাকৃতিক প্রোবায়োটিক হিসেবে কাজ করে এই ফাইবার।শরীরের প্রয়োজনীয় ব্যাকটেরিয়া রয়েছে এই সবজিতে।

গবেষণায় দেখা গেছে, এটি প্রদাহ, ডায়রিয়া, কিডনির সমস্যা, পেটের সমস্যা দূর করতে পারে। মধুর সঙ্গে মেশালে তার অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল গুণ পেট ফাঁপা ও অ্যাসিডিটি দূর করতে পারে।

২. খালি পেটে ঢেঁড়স ভেজানো পানিতে মধু মেশালে রক্তচাপ থাকে নিয়ন্ত্রণে। শরীর চিনি বা মিষ্টিজাতীয় পদার্থ শোষণে বাধা দেয়। ফলে হঠাৎ করে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ে না।

৩. ফ্ল্যাভোনয়েড ও পলিফেনোলের মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে এই সবজিতে। যা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এটি প্রদাহ কমাতে এবং কোলেস্টেরল কমাতে পারে। এই ফাইবার অতিরিক্ত কোলেস্টেরল শরীর থেকে বের করে দিতে পারে।

৪. ওজন কমাতে পারে ঢেঁড়সের পানি। এতে মধু মেশালে কার্যকারিতা বাড়তে পারে। এতে ফাইবার থাকায় পেট ভরা থাকে অনেকক্ষণ। খিদে পাওয়ার প্রবণতাও কমায়। মধু মেশালে খারাপ ক্যালরি খাওয়ার আশঙ্কাও হ্রাস হয়।

থাই বীফ সালাদ!

পরিচয় ডেস্ক : ঘরে বানিয়ে দেখতে পারেন মজাদার এই থাই বীফ সালাদ। অল্প কিছু উপকরণে তৈরি করা যায় এই থাই বীফ সালাদ।
উপকরণ: লেমন গ্রাস বাটা, লেবুর রস, শশা, পেঁয়াজ, লেটুস পাতা, পুদিনা পাতা, পেঁয়াজ কলি, কাঁচা মরিচ কুচি
প্রণালী : হাড় ছাড়া মাংসকে গোলমরিচ গুঁড়ো, অল্প লবণ, লেমন গ্রাস বাটা আর লেবুর রস দিয়ে মেরিনেট করে রাখতে হবে পুরো ২৪ ঘণ্টা।
যখন সালাদ পরিবেশন করবেন, তার আগে ফ্রিজে থেকে মাংস বের করে প্যানে খানিকটা তেল নিয়ে মাংসটা ভাজা ভাজা করে নিতে হবে।
অন্য একটা পাত্রে শশা টুকরা করে কাটা, পেঁয়াজ কুচি, পেঁয়াজ কলি কুচি , লেটুস পাতা মিহি কুচি ,পুদিনা পাতা মিহি কুচি, লেবুর রস, লেমন গ্রাস বাটা ,লবণ দিয়ে মিশিয়ে নিয়ে রাখতে হবে।
ঝাল করতে চাইলে কাঁচা মরিচ কুচি দিতে পারেন।
মাংসগুলো ভালোভাবে ঝলসানো হয়ে গেলে পাতলা করে কেটে ওই সালাদ এর সাথে ভাল করে মিশিয়ে নিন।
এই থাই বীফ সালাদ পরিবেশন করতে পারেন মেইন ডিশ হিসাবেই।

মটর চিংড়ি ভুনা

পরিচয় ডেস্ক : চিংড়ি খেতে আমরা সবাই-ই কমবেশি পছন্দ করি। এই চিংড়ি দিয়েই চটজলদি তৈরি করা যায় এমন একটি রেসিপি মটর চিংড়ি ভুনা। খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন সুস্বাদু এই ডিশটি।
উপকরণ : মাঝারি চিংড়ি- ১০টি, মটরশুঁটি- ১ কাপ, আদা বাটা- ১/২ চা চামচ, পেঁয়াজ কুঁচি- ১/২ কাপ, রসুন কুঁচি- ৩ কোয়া, ক্যাপসিকাম ও টমেটো কুঁচি- ১/২ কাপ, হলুদ গুড়া- ১/২ চা চামচ, জিরা গুড়া- ১/২ চা চামচ, কাঁচা মরিচ কুঁচি- ৪-৫টি, লবণ- পরিমাণমতো, তেল- ১/২ কাপ, ধনেপাতা কুঁচি- পরিবেশনের জন্য, মরিচ গুড়া- ১/২ চা চামচ
প্রস্তুত প্রণালি: (১)প্রথমে একটি পাত্রে মটরশুঁটি লবণ, হলুদ গুড়া এবং মরিচ গুড়া দিয়ে মাখিয়ে কিছুক্ষন রেখে দিবো। (২) তারপর একটি প্যানে তেল গরম করে তাতে মটরশুঁটিগুলো অল্প আঁচে ভেজে নিবো। ভাঁজা হয়ে এলে তুলে রাখবো। (৩) এবার গরম তেলে পেঁয়াজ কুঁচি ও রসুন কুঁচি দিয়ে লাল করে ভেঁজে নিবো। (৪) ভাঁজা হয়ে গেলে তাতে ক্যাপসিকাম কুঁচি, টমেটো কুঁচি ও কাঁচা মরিচ কুঁচি দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করবো। (৫) টমেটো ও ক্যাপসিকাম গলে গেলে তাতে আদা বাটা, হলুদ গুড়া, জিরা গুড়া ও লবণ দিয়ে ঢেকে দিবো এবং অল্প আঁচে কষিয়ে নিতে হবে। (৬) কষানো হলে তাতে চিংড়ি দিয়ে একটু পানি দিতে হবে এবং ৫-৬ মিনিট রান্না করতে হবে। (৭) পানি একটু কমে এলে তাতে ভেঁজে রাখা মটর দিয়ে আরও ৪-৫ মিনিট রান্না করতে হবে। (৮) মাখা মাখা হলে ধনেপাতা দিয়ে পরিবেশন করুন এইতো হয়ে গেলো মজাদার মটর চিংড়ি ভুনা। খুব সহজে রান্না করে গরম ভাত কিংবা পোলাওয়ের সাথে পরিবেশন করতে পারেন সুস্বাদু মটর চিংড়ি ভুনা।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

নারকেল দুধে চিংড়ি ভুনা

পরিচয় ডেস্ক : চিংড়ি ভুনা তো আমরা অনেকেই খেয়েছি। কিন্তু দক্ষিন ভারতীয় স্টাইলে নারকেল দুধে চিংড়ি ভুনা যদি হয় তবে তো কথাই নেই। চলুন জেনে নিই কিভাবে রান্নাটি করবেন।

যা লাগবে: চিংড়ি খোসা সহ ২৫০ গ্রাম, নারকেল দুধ হাফ কাপ, পেয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ , আদা রসুন বাটা ১ চা চামচ , হাফ চা চামচ হলুদ গুড়া , ১ চা চামচ সরিষা আস্ত, হাফ চা চামচ মেথি আস্ত , কাঁচা মরিচ কয়েকটা , তেল ২ টেবিল চামচ, লবন স্বাদমত , বেরেস্তা ইচ্ছা

প্রণালী : প্রথমে তেল দিয়ে তাতে সরিষা আর মেথি দিয়ে দিন। ফুটে উঠলে এতে হলুদ গুড়া,পেয়াজ রসুন আদা বাটা দিন। অল্প পানি দিয়ে কষিয়ে নিয়ে নারকেল দুধ দিন। সাথে লবন, চিংড়ি আর কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে দিন। এভাবে রান্না করুন ২০ মিনিট। ঝোল শুকিয়ে হালকা ঘন হলেই নামিয়ে নিন। উপরে বেরেস্তা ছিটিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

সাতকড়া দিয়ে মুরগির রেজালা

পরিচয় ডেস্ক এই সাতকড়া দিয়ে মুরগির রেজালা তৈরি করলে সুন্দর একটা লেবুর গন্ধ পাবেন মাংস থেকে। পোলাও, নান, পরোটা অথবা ভাতের সাথে খেয়ে দেখুন অনেক মজা।

উপকরণ : মুরগির মাংস ১ কেজি পরিমাণের ১ টি (মাঝারি সাইজ করে কাটা), সাতকড়া ২ চাক একদম মিহি করে কাটা, পেয়াজ কুচি ২ কাপ, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদ মরিচ ধনিয়া গুড়া মিলে ১ চা চামচ, টক দই ২ টেবিল চামচ, কাজু বাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ, পোস্ত বাটা ১ চা চামচ, গরম মশলা গুড়া ২ চা চামচ, জিরা বাটা ১ চা চামচ, টমেটো কেচাপ ১ টেবিল চামচ, তেজপাতা লবঙ্গ দারচিনি কয়েক টুকরা, নারিকেল দুধ ১ কাপ, লবন স্বাদমত, তেল হাফ কাপ, কাঁচা মরিচ কয়েকটা, বেরেস্তা পরিবেশন এর জন্য

প্রণালী:(১) প্রথমে হাড়িতে তেল দিয়ে তেল গরম হলে এতে তেজপাতা লবঙ্গ দারচিনি দিন। (২) এবার দিন পেঁয়াজ কুচি, পেঁয়াজটা বেশ লাল করে ভাজা হলে একে একে পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা, হলুদ মরিচ ধনিয়া গুড়া, টক দই, কাজু বাদাম বাটা, পোস্ত বাটা, গরম মশলা গুড়া, জিরা বাটা দিয়ে অল্প পানি দিয়ে মশলা কষিয়ে নিন। তাড়াহুড়া করবেন না। মশলা সময় নিয়ে কষাতে হবে। (৩) এবার মুরগির মাংস দিয়ে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিন আরো ২০ মিনিট। (৪) এখন সাতকড়া একদম মিহি করা কষানো মাংসতে দিন, এবার মাংসতে টমেটো কেচাপ, নারকেল দুধ আর উপরে আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে নাড়াচাড়া করে কম আঁচে রান্না করুন আরো ১৫ মিনিট। ১৫ মিনিট রান্না করার পর মাংসটা নরম হয়ে সুন্দর কষানো হবে তেল উপরে উঠে আসলেই বুঝবেন হয়ে গেছে। পরিবেশন এর সময় উপরে বেরেস্তা ছিটিয়ে দিন। এই রান্নাতে আলু দেয়া হয়েছে আপনারা চাইলে আলু ছাড়া রান্না করতে পারেন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
UNDER RENOVATION
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

KHAN'S
TUTORIAL
20 YEARS OF EXCELLENCE
MARCH SAT PREP
Enroll Now & Get Up To
$400 OFF
ALL SIGNATURE SAT PACKAGES!
Sale ends Sunday January 25th, 2026
Grade 10 & 11 Students
NYU
MACAULAY
HONORS COLLEGE
FORDHAM
VILLANOVA
UNIVERSITY
Northeastern
University
Northwestern
University
RIT
Penn
THE CITY
UNIVERSITY
OF
NEW YORK
BINGHAMTON
UNIVERSITY
Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

utshob.com

পহেলা বৈশাখের দিন

ড্রামা সার্কল

নিউইয়র্ক এর

বর্ষবরণ

১৪৩৩

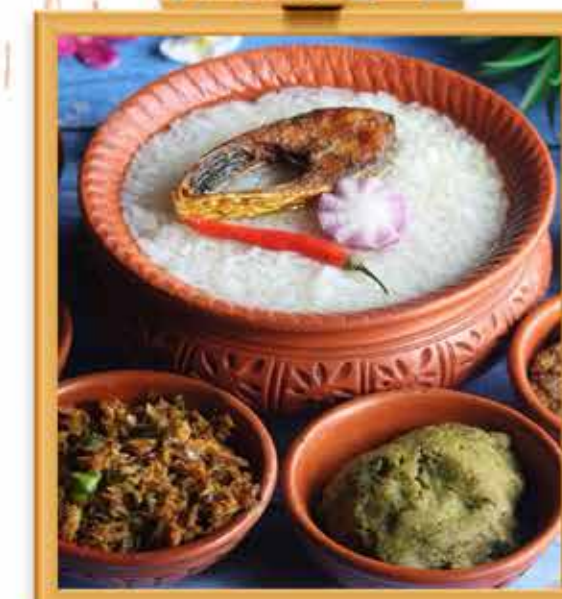

১৪ এপ্রিল, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৭টা

স্থানঃ কুইন্স প্যালেস, উডসাইড, নিউইয়র্ক

37-11, 57 St, Woodside, NY 11377

পান্তা ইলিশ ভোজ, নানান আয়োজনে বৈশাখী অনুষ্ঠান

বৈশাখের রকমারি মনোমুগ্ধকর সাজে সকলের আমন্ত্রণ

আয়োজন সহযোগিতায়:

ARA REALTY SERVICES INC || FRAMEWORK FINANCE LLC

BARI GROUP FMS ঠিকানা Rahnik || QUEENS PALACE

নবযুগ DESIGNER RUNI || FASHIONISTA পরিচয়

ইলিশ মাছ সৌজন্যেঃ শাহাব উদ্দিন সাগর ও নিম্মি

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

Queens Social Adult Day Care Center Inc.
QSADCC
Presents
আনন্দধ্বনি- TBN 24
বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ
১৪৩৩
নকুল কুমার বিশ্বাস
আমান্ত্রিত শিল্পী
শিল্পী অনুপ বড়ুয়া
প্রধান সঙ্গীত পরিচালক
শিল্পী ডাঃ সেজান মাহমুদ
লেখক, গীতিকার, কলামিস্ট
১২ এপ্রিল ২০২৬, রবিবার
বিকাল ৫ টা-রাত ৯টা
Queensborough Performing Arts Center - QPAC
222-05 56th Avenue
Bayside, NY 11364.
Free Unlimited Car Parking Lot Available
Bus: Q27-Hillside Ave
Q27-Q43 Flushing
FREE ENTRY
Live Telecast:
TBN 24
আনন্দধ্বনি
আনন্দধ্বনি
Aanondodhwoni Inc. New York
347 772 6385 | 917 443 0810 | 929 365 1901 | 917 974 2499
732 853 5585 | 929 278 0554 | 347 962 2879 | 345 770 7426
Print Media Partner:
বাঙালী
পরিচয়
Powered by:
RE/MAX
RE/MAX LuXe

রামপালে স্থাপন হচ্ছে দেশের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র

১০ পৃষ্ঠার পর

২ হাজার ৫০২ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিল থেকে জোগান দেওয়া হবে ২ হাজার ১২৭ কোটি টাকা। ৩৭৫.৯৪ কোটি টাকা আসবে বিপিডিবির নিজস্ব তহবিল থেকে। ২০৩০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কেন্দ্রটিতে উৎপাদিত প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের প্রস্তাবিত ট্যারিফ ৬.১৮ টাকা।

ইতিমধ্যে এ-সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ২০১২ সালে বাগেরহাট জেলার রামপালে মোট ১ হাজার ৮৩৪ একর জমি অধিগ্রহণ করে বিপিডিবি। জমিটি দুটি ব্লকে বিভক্তড্ব্লক-এ ও ব্লক-বি। এর মধ্যে ব্লক-এ অংশে বাংলাদেশ-ভারত কয়লাভিত্তিক মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ব্লক-বি অংশটি বর্তমানে বিপিডিবির অধীনে রয়েছে, যেখানে ভূমি উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে যৌথ উদ্যোগে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা থাকলেও পরবর্তীতে বিদ্যুতের বিশেষ বিধান আইন ২০১০ (সংশোধিত ২০২১) বাতিল হলে সেই প্রক্রিয়া স্থগিত হয়।

পরে ২০২৫ সালে মে মাসে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন কোম্পানি দ্বারা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। তাতে ৬৮৫ একর জমিতে ৪৪২ মেগাওয়াট সক্ষমতার একটি গ্রিড-সংযুক্ত সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, প্রকল্প এলাকায় ভূমি উন্নয়নের অতিরিক্ত প্রয়োজন নেই, ফলে নির্মাণ ব্যয় কম হবে এবং উৎপাদিত বিদ্যুতের ইউনিট খরচ কমবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য পাওয়া সম্ভব হবে, যা সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় কমাতে সহায়ক হবে।

এদিকে গত ডিসেম্বরে ফেনীর সোনাগাজীতে ২২০ মেগাওয়াটের একটি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ১ হাজার ৮৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অভ বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

বিপিডিবির বিশ্লেষণে দেখা গেছে, রামপাল প্রকল্পের তুলনায় সোনাগাজী প্রকল্পটি বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেশি দক্ষ হলেও এর নির্মাণ ব্যয় ও ইউনিটপ্রতি বিদ্যুতের দাম উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। সোনাগাজী প্রকল্পের ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর নির্ধারণ করা হয়েছে ২১ শতাংশ, যা রামপাল প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৭ শতাংশ।

রামপাল প্রকল্পে প্রতি মেগাওয়াটে নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ৫.৬৬ কোটি টাকা। সোনাগাজী প্রকল্পে এই খরচ ৬.২৭ কোটি টাকা। অবকাঠামো নির্মাণ খাতে সোনাগাজীতে ব্যয় রামপাল প্রকল্পের দ্বিগুণেরও বেশি। এছাড়া ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সঞ্চালন লাইন নির্মাণেও সোনাগাজী প্রকল্পের ব্যয় অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে।

ব্যয়বহুল নির্মাণ খরচের সরাসরি প্রভাব পড়েছে বিদ্যুতের বিক্রয়মূল্যের ওপর। রামপাল প্রকল্প থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ৬.১৮ টাকায় কেনার প্রস্তাব থাকলেও সোনাগাজী প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই ট্যারিফ ধরা হয়েছে ৮.৮৭ টাকা। অর্থাৎ সোনাগাজীর বিদ্যুতের দাম রামপালের তুলনায় প্রায় ৪৩ শতাংশ বেশি। সোনাগাজী প্রকল্প থেকে বার্ষিক ৩৮১.৫৪ কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। রামপালে এ লক্ষ্যমাত্রা ৩৫২.৪১ কোটি টাকা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ, শিল্পায়ন, রপ্তানিমুখী ডিজিটাল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশ, আইসিটি খাতে অগ্রগতি ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের ফলে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে।

ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টারপ্ল্যান ২০২৩ অনুযায়ী, ২০৩০, ২০৪১ ও ২০৫০ সালে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা যথাক্রমে ২৯ হাজার ২৫৭ মেগাওয়াট, ৫৮ হাজার ৫৯৭ মেগাওয়াট ও ৯৬ হাজার ৭৬৭ মেগাওয়াটে উন্নীত হবে। অথচ এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে ১৬ হাজার ৭৯৪ মেগাওয়াট (২৩ জুলাই ২০২৫)।

দেশের শতভাগ মানুষ বিদ্যুতের আওতায় এলেও উৎপাদন সক্ষমতা ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তির প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা-২০২৫ প্রণয়ন করেছে, যেখানে ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ ও ২০৪০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ মোট উৎপাদনের তুলনায় এখনও খুবই সীমিত। ফলে এই খাতে দ্রুত বিনিয়োগ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি।

বিদ্যুৎ বিভাগের পরিকল্পনা উইং-এর অতিরিক্ত সচিব নূর আহমেদ বলেন,ওরামপাল এলাকায় প্রস্তাবিত ৪৪২ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পটি একটি অত্যন্ত ইতিবাচক ও সময়োপযোগী উদ্যোগ। এটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেব

প্রকল্পটির প্রস্তাব ইতিমধ্যে ডিপিপি আকারে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে এবং এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে জানান তিনি।

নূর আহমেন বলেন,ওসোনাগাজীতে ২২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। সেই তুলনায় ৪৪২ মেগাওয়াট ক্ষমতার এই প্রকল্পটি প্রায় দ্বিগুণ বড়, যা দেশের সৌরবিদ্যুৎ খাতে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নির্দেশ করে। এই প্রকল্পের ইউনিটপ্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ অন্যান্য প্রকল্পের তুলনায় কম, যা এটিকে অর্থনৈতিকভাবে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেব

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের

১০ পৃষ্ঠার পর

সময়ে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশ ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বেড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপারেল পণ্য আমদানির তথ্য সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান দ্য অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেল (ওটেক্সা)-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ অ্যাপারেল এক্সচেঞ্জ (বিএই), যা দেশের তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল শিল্পের উন্নয়ন ও রূপান্তর নিয়ে কাজ করা একটি বেসরকারি সংস্থা।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম দুই মাসে যুক্তরাষ্ট্র মোট ১১ দশমিক ৭৩ বিলিয়ন ডলারের পোশাক পণ্য আমদানি করেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ দশমিক ৪৭ শতাংশ কম।

এই সময়ে চীন থেকে দেশটিতে পোশাক আমদানি কমেছে প্রায় ৫৮ শতাংশ, আর ভারত থেকে কমেছে ২৪ শতাংশ। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ ভিয়েতনাম। শীর্ষ ১০ রপ্তানিকারকের তালিকায় এরপর রয়েছে যথাক্রমে বাংলাদেশ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, কম্বোডিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান ও হন্ডুরাস।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, ৺ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপ করা রেসিপ্রোকাল ট্যারিফের কারণে সেখানে ক্রেতাদের ভোগ কমে গেছে। এর ফলে আমাদেরও রপ্তানি কমেছে।চ

তিনি বলেন, ৺বাড়তি খরচের বড় অংশ শেষ পর্যন্ত ভোক্তার ওপরই পড়ে। ফলে ভোগ কমে গেছে, যে কারণে তাদের আমদানিও কমেছে।চ

২০২৫ সালের এপ্রিলে ট্রাম্প প্রশাসন প্রথম রেসিপ্রোকাল ট্যারিফের ঘোষণা দেওয়ার পর আগস্ট পর্যন্ত সব দেশের ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ হয়। এরপর ৭ আগস্ট বিভিন্ন দেশের ওপর ভিন্ন ভিন্ন হারে শুল্ক আরোপ করা হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের ওপর বসানো হয় ২০ শতাংশ শুল্ক। তবে চীন ও ভারতের ওপর এর চেয়েও অনেক বেশি শুল্ক আরোপ হয়। ফলে দেশ দুটি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি ব্যাপকভাবে কমতে থাকে। তবে বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলছেন, চীন ও ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি ব্যাপকভাবে কমার যে সুযোগ তৈরি হয়েছিল, বাংলাদেশ তা কাজে লাগাতে পারেনি।

বাংলাদেশ অ্যাপারেল এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহিউদ্দিন রুবেল দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, ৺যুক্তরাষ্ট্রের যে হারে আমদানি কমেছে, তার তুলনায় আমাদের রপ্তানি ওই বাজারে ততটা কমেনি। ফলে এটি প্রত্যাশিত। কিন্তু চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি যে হারে কমেছে, সেই সুযোগ আমরা নিতে পারিনি। সেই সুযোগ নিয়েছে ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়ার মতো দেশগুলো।চ

এর পেছনে লজিস্টিকসহ বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকাকে অন্যতম কারণ হিসেবে দেখছেন বিজিএমইএর সাবেক এই পরিচালক।

নিরাপত্তা শঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে মেক্সিকোতে বিশ্বকাপ

১২ পৃষ্ঠার পর

মেক্সিকোতে আয়োজন করার জন্য আমরা বর্তমানে ফিফার সাথে আলোচনা করছিব

গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে বিমান হামলা চালানোর পর ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরানি খেলোয়াড়দের পক্ষে টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন,ওইরান বিশ্বকাপে স্বাগতহ। তবে তিনি আরও বলেছেন,ওতাদের নিজস্ব জীবন ও নিরাপত্তার খাতিরে সেখানে (যুক্তরাষ্ট্রে) থাকাটা যুতসই হবে নাব

নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ইরানের গ্রুপ পর্বের দুটি ম্যাচ লস অ্যাঞ্জেলেসে এবং একটি ম্যাচ সিয়াটলে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court (Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

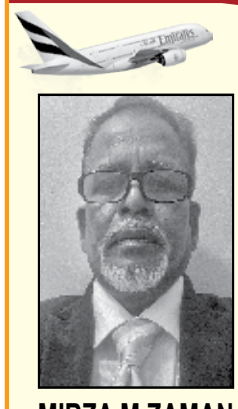

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

SMG FUNDING

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই

ডিরেক্ট লেন্ডার

কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না

এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন

ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম

হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা

যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

কেন সুশীল সমাজ নিয়ে সাধারণ

১৬ পৃষ্ঠার পর

বারবার সমালোচিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

২০২৪-এ যে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসেছে, প্রধান উপদেষ্টাসহ অধিকাংশ উপদেষ্টাই ছিলেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধি বা এনজিও ব্যক্তিত্ব। তাঁরা কি পেরেছেন সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে, ব্যক্তিগত ও কাঠামোগত সততা ধরে রাখতে? তাঁদের মাত্র ১৭ মাসের শাসনের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ জমা পড়েছে। কোনো কোনো অভিযোগের তদন্তও শুরু হয়েছে বা হবে।

অথচ এর আগেও বাংলাদেশে সাংবিধানিক ও অসাংবিধানিক মিলিয়ে মোট তিনবার তত্ত্বাবধায়ক বা নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে। ১৯৯১ সালে এরশাদের পতনের পর, ১৯৯৬ সালে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এবং ২০০৭ সালের ওয়ান-ইলেভেনের সময় এই সরকারগুলো দায়িত্ব পালন করে। কই, সেইসব সরকার নিয়ে তো এত সমালোচনা হয়নি, যা ২০২৪ এর অন্তর্বর্তী সরকারকে নিয়ে হয়েছে। যদিও এই সরকার মোটামুটিভাবে পুরোটাই ছিল সুশীল সমাজের সরকার।

অনেক সময় দেখা যায়, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা সংকটের সময় সরাসরি মাঠে না নেমে কেবল বিবৃতি বা টকশোতে সীমাবদ্ধ থাকেন। সুশীল সমাজের কাজ অবজারভেশন, ভাল কাজ আদায়ের জন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ, সরকারের ভুল সিদ্ধান্ত হাইলাইট করা, সরাসরি সরকার পরিচালনা করা নয়।

সাধারণ মানুষের ধারণা, সুশীল সমাজ শুধু ভুল ধরতে জানে কিন্তু কোনো টেকসই সমাধান দেয় না। তাদের সমালোচনা অনেক সময় গঠনমূলকও হয় না, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসূত হয়। তাই সরাসরি সরকার পরিচালনা করতে এসে এরা নিজেদের এখতিয়ারের বাইরে যা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রায় সবগুলোই সমালোচিত হয়েছে।

এদের অনেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থায়নে কাজ করেন। এতে মানুষের মনে ধারণা জন্মে যে, তারা দেশের চাইতে নিজেদের ফান্ডিং বা পদ-পদবির দিকে বেশি মনোযোগী। খুব রূঢ়ভাবে বলা যায়, এদের অধিকাংশই সুবিধাবাদী এবং রং বদলানো গিরগিটি। এদের কথা জটিল, ভাষা সহজ বাংলা নয়, এরা তাত্ত্বিক, যা বলেন তা সাধারণের বোধগম্য নয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর আছে মাঠপর্যায়ের সংগঠন, কর্মী, অর্থবল। সুশীল সমাজের অধিকাংশ প্ল্যাটফর্ম শহরকেন্দ্রিক বা বলা যায় শহরকেন্দ্রিক ড্রইংরুমে। জেলা শহর, গ্রামেগঞ্জে এদের কোন নেটওয়ার্ক নাই বা দুর্বল। কারণ অপ্রিয় হলেও একথা সত্য সুশীলদের বেশি মাখামাখি বিদেশিদের সাথে, তৃণমূলের সাথে নয়। এছাড়া বুদ্ধিজীবী ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যেই আছে মতপার্থক্য, নেতৃত্ব-সংকট ও সমন্বয়হীনতা এবং দুর্নীতি।

২০২৪ এ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছিল, তাদেরই সমালোচনা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় দুই সুশীল সমাজ সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। ২০২৫ ও ২০২৬ সালের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী তাদের প্রধান সমালোচনাগুলো হচ্ছে, সংস্কার প্রক্রিয়া এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে না পারা, আমলাতন্ত্রের কাছে নতিস্বীকার। বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও আমলাদের প্রভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি।

টিআইবি অভিযোগ করেছে যে, সরকার গুরুত্বপূর্ণ অনেক অধ্যাদেশ (দুর্নীতি দমন কমিশন বা পুলিশ কমিশন সংক্রান্ত) অংশীজনদের সাথে আলোচনা না করেই একতরফাভাবে জারি করেছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকার সেই পর্যায়ে কঠোর হতে পারেনি। বিশেষ করে এনবিআর এবং এসিসিকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এছাড়া সরকার টেকসই জ্বালানি নীতি বা নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের কোনো শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করতে পারেনি।

অন্যদিকে সিপিডি মূলত সামষ্টিক অর্থনীতি, মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা নিয়ে সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। সিন্ডিকেট ভাঙতে না পারা এবং দুর্বল বাজার শাসনের কারণে নিত্যপণ্যের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে সিপিডি বলেছে যে, এটি জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা সরকারের ব্যাংকঋণের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, যা বেসরকারি বিনিয়োগে বাধা সৃষ্টি করছে বলে তারা মনে করে।

সিপিডির সমালোচনায় বারবার বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সাথে তুলনা উঠে এসেছে। অন্তর্বর্তী সরকার বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রাখায় সিপিডি এবং টিআইবি দুই সংস্থাই এর তীব্র বিরোধিতা করেছে। সিপিডি প্রধান বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কালে বিনিয়োগে এক ধরনের স্থবিরতা কাজ করছে, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুশীল সমাজের সরকার যে আদতে সরকার পরিচালনায় দুর্বল বা ব্যর্থ হয়েছে, এর আরো অনেক প্রমাণ আছে। রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা বা রোডম্যাপ দিতে না পারায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বেড়েছে। দেশে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং মব জাস্টিস বা গণপিটুনির মতো ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সরকার ছিল উদাসীন। অসংখ্য মানুষকে পিটিয়ে, পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। রাজনৈতিক সরকারের সময়ে এমনটা ঘটলে সুশীল সমাজই সবচেয়ে আগে সমালোচনা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আর নারী ও শিশু ধর্ষণ ও হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ বেড়েছে শতভাগ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সুশীল সমাজ বা নাগরিক প্ল্যাটফর্মগুলো সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, এমনকি ভারতেও। বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লেখকরা বলেন সুশীল সমাজ হলো সেই ক্ষেত্র যেখানে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠে বা প্রাধান্য সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা বলে নাগরিক সংগঠন গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। কারণ যুক্তিনির্ভর আলোচনা গণতন্ত্রের প্রাণ। এইসব ধারণা অনুযায়ী ধরে নেয়া যায় সুশীল সমাজ রাষ্ট্র ও নাগরিকের মাঝে একটি মধ্যবর্তী ক্ষেত্র, যেখানে সংগঠন, মতপ্রকাশ ও সামাজিক নৈতিকতা রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশে সুশীল সমাজ কখনো রাজনৈতিক আন্দোলনে বড় ভূমিকা রাখেনি, কিন্তু তারা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছে। এখানে নাগরিক প্ল্যাটফর্মগুলো শক্তিশালী গণআন্দোলনের রূপকার নয় বা দীর্ঘমেয়াদি সংগঠন গড়তে পারে না।

তবে সুশীল সমাজ পারে নীতিগত বিতর্ক তৈরি করতে, মানবাধিকার ও নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কথা বলতে, আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে মানুষের সচেতনতা বাড়াতে। কিন্তু ক্ষমতার কাঠামো বদলাতে ও রাজনৈতিক সংস্কার আনতে হলে দরকার তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন, বিদেশি ফর্মুলা ও ভাড়া করা বিদেশি বুদ্ধিজীবী নয়।

আটকে থাকা ইরানের অর্থ ছাড় দিতে

১২ পৃষ্ঠার পর

স্থানান্তরিত করা হয়। সেই সময় চুক্তি অনুযায়ী, ইরানে আটক পাঁচজন মার্কিন নাগরিককে মুক্তির বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র তাদের হাতে থাকা পাঁচজন ইরানিকে ছেড়ে দেয় এবং এই বিশাল অংকের অর্থ ব্যবহারের সুযোগ দিতে রাজি হয়। তবে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর পরিস্থিতি বদলে যায়। হামাস ইরানের ঘনিষ্ঠ মিত্র হওয়ায় বাইডেন প্রশাসন ওই তহবিলের ওপর পুনরায় বিধিনিষেধ আরোপ করে। তখন মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে ইরান এই অর্থ ব্যবহারের সুযোগ পাবে না এবং ওয়াশিংটন চাইলে যেকোনো সময় এই অ্যাকাউন্ট সম্পূর্ণ জব্দ করার অধিকার রাখে।

তৎকালীন মার্কিন নির্দেশনায় বলা হয়েছিল, এই অর্থ শুধুমাত্র মানবিক উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের নজরদারিতে ইরান এই টাকা দিয়ে খাদ্য, ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং কৃষিপণ্য আমদানি করতে পারবে এবং শুধুমাত্র অনুমোদিত বিক্রেতাদের মাধ্যমেই অর্থ পরিশোধ করা যাবে। এখন নতুন করে এই অর্থ ছাড়ের দাবি ওয়াশিংটন অস্বীকার করায় বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে ফের ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের দ্বিতীয়

১০ পৃষ্ঠার পর

স্থিতিশীল রয়েছে। দ্বিতীয় প্রান্তিকে এ খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪.৪৫ শতাংশ, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৩.৪৮ শতাংশ। প্রথম প্রান্তিকেও প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় একইরকম ৪.৫১ শতাংশ।

কৃষি ও সেবা খাত প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করলেও শিল্প খাতের ধীরগতির কারণে সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিতে চাপ তৈরি হয়েছে। শিল্পে গতি ফেরাতে বিনিয়োগ, জ্বালানি সরবরাহ ও বৈশ্বিক চাহিদা পুনরুদ্ধার গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্য টেরোরিস্ট ইন চিফ: আমাদের এই

১৪ পৃষ্ঠার পর

দেবে না। আমি জানি না সময়সীমা শেষ হলে এবং প্রণালিটি বন্ধই থাকলে ট্রাম্প কী করবেন। সম্ভবত তিনি নিজেও জানেন না। কিন্তু তিনি ব্যাপক পরিসরে যুদ্ধাপরাধ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। বিশ্বের যেসব দেশের এই ক্ষেত্রে প্রভাব রাখার মতো সক্ষমতা রয়েছে এবং যারা ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠতার বৃত্তের বাইরে আছেন, তাদের সবার দায়িত্ব তাকে থামানোর জন্য যা যা সম্ভব তার সবকিছুই করা।

সবচেয়ে জরুরি হলো, সামরিক কর্মকর্তাদের জানা উচিত যে অবৈধ আদেশ অমান্য করার দায়িত্ব ও অধিকার তাদের আছে। এত দ্রুত আমরা এই অবস্থায় পৌঁছেছিড়এটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু এটাই বাস্তবতা।

আপনার হয়তো মনে আছে, অ্যাডমিরাল অ্যালভিন হলসি ডিসেম্বর মাসে পদত্যাগ করেছিলেন। কারণ, তিনি অবৈধ হামলায় অংশ নিতে অস্বীকার করেছিলেন। ট্রাম্প এখন যা করার কথা বলছেন, তা এর চেয়েও বহু গুণে ভয়াবহ। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অস্বীকৃতিই হয়তো একমাত্র উপায়, যা এই মন্দ কাজকে থামাতে পারে।

এখনই সময় বোঝা যাবে, আমাদের এক সময়ের মর্যাদাপূর্ণ সামরিক বাহিনী ভেতর থেকে কতটুকু নষ্ট হয়ে গেছে।

সামরিক বাহিনীর বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক রাজনীতিবিদ, এমনকি প্রত্যেক জনপরিচিত ব্যক্তিরও স্পষ্ট করে এটাই বলা উচিত যে ট্রাম্প তাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন না। রিপাবলিকানদের মধ্যে যারা জানেনড় তাদের বেশিরভাগই জানেন, ট্রাম্প নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন। তবুও রিপাবলিকানরা কেবল এই ভয়ে চুপচাপ থাকবেন, যাতে ট্রাম্প তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্য কাউকে সমর্থন না করেন। আশা করা যায়, রিপাবলিকানদের মধ্যে এখনো কিছু প্রকৃত দেশপ্রেমিক আছেন।

আবার এটি এমন সময়ও নয় যে ডেমোক্র্যাটরা কৌশলবিদদের কথা শুনে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে চুপ থাকবেন এবং শুধু নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে কথা বলবেন। বাস্তবে এটি খারাপ রাজনৈতিক কৌশলও। কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদের প্রতি মানুষের বিরূপ মনোভাবের একটি কারণ হলো- তাদের দুর্বল ও অকার্যকর মনে করা। ট্রাম্পের এই অপরাধমূলক উন্মত্ততাকে উপেক্ষা করলে সেই ধারণা আরও জোরদার হবে। তাছাড়া এই যুদ্ধে জনসমর্থনও দিন দিন কমছে।

যাই হোক, রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের চেয়ে নাগরিক দায়িত্বই এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত।

বিষয়টি ভয়াবহ হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রে একজন সন্ত্রাসী প্রেসিডেন্ট আছে। পুরো বিশ্ব তা জানে। তবে এখনো আমাদের সুযোগ আছে বিশ্বকে এটাই দেখানোর যে তিনি (ডোনাল্ড ট্রাম্প) ব্যতিক্রম, আমরা সন্ত্রাসী জাতি নই। আর তা আমরা করতে পারি সেই মূল্যবোধের পক্ষে দাঁড়িয়ে, যা সবসময় আমাদের পরিচয় নির্ধারণ করেছে।

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
• আমরা কোনো ফি নেই না।
• আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
• কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের প্রভাবে শিল্পের

১০ পৃষ্ঠার পর

শতাংশ, পলিয়েস্টার ফিলামেন্ট সুতা ৭৯ শতাংশ, কটন সুতা ১৮ শতাংশ, রাসায়নিক ৫০ থেকে ১৮৩ শতাংশ, ইস্পাত কাঁচামাল ১৭ শতাংশ, ক্লিংকার ৩৪ শতাংশ, প্লাস্টিক রজন ৬৭ শতাংশ এবং ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল বা অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই)-এর দাম প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়েছে।

অন্যদিকে দেশে এখনো জ্বালানি তেলের দাম সরকার না বাড়ালেও পরিবহন খরচ বাড়তে শুরু করেছে। উদ্যোক্তারা বলছেন, এই খরচ ইতিমধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়েছে, যা উৎপাদন ব্যয়ের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করছে।

লিটল স্টার স্পিনিং মিলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান খোরশেদ আলম বলেন, যুদ্ধের আগে প্রতি কেজি লাইওসেল ফাইবারের দাম ছিল ১.৬০ ডলার, যা এখন বেড়ে ১.৯০ ডলারে পৌঁছেছেড়অর্থাৎ, এর দাম বেড়েছে প্রায় ১৯ শতাংশ। পলিয়েস্টার ফাইবারের দামও প্রায় ২৮ শতাংশ বেড়েছে।

রাসায়নিকের দামে সবচেয়ে বেশি ঊর্ধ্বগতি দেখা গেছে। এনজেড অ্যাপারেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সালেউধ জামান খান বলেন, রাসায়নিকের দাম প্রকারভেদে ৫০ থেকে ১৮৩ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে, আর কেবল ডাইং কেমিক্যালের দাম এক মাসে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ বেড়েছে।

তিনি আরও জানান, সালফিউরিক অ্যাসিডের দাম কয়েক দিনের মধ্যে কেজিপ্রতি ৫৫-৬০ টাকা থেকে বেড়ে ২৩০ টাকায় পৌঁছেছে। সালফিউরিক এসিড বর্জ্য শোধনের জন্য ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্টগুলোতে (ইটিপি) ব্যবহার করা যায়।

কিন্তু এই ধরনের মূল্যবৃদ্ধির কারণে উদ্যোক্তারা ইটিপি ঠিকমত ব্যবহার করতে পারবেন না। এতে বর্জ্য নদী, খালবিলে গিয়ে পরিবেশ দূষণ বাড়াবেচু বলেও তিনি সতর্ক করেন।

বাংলাদেশ প্লাস্টিক পণ্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি শামিম আহমেদ বলেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে প্লাস্টিক রেজিনের দাম ছিল প্রতি মেট্রিকটন কমবেশি ৯০০ ডলার, যা এখন বিশ্ববাজারে বিক্রি হচ্ছে প্রায় ১৬০০ ডলার দরে। অথচ এই কাঁচামালের জন্য বাংলাদেশ প্রায় পুরোপুরি আমদানিনির্ভর, যেটি পেট্রোকেমিক্যাল থেকে উৎপাদন হয়ে থাকে।

সিমেন্ট ও ইস্পাত খাতেও একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ সিমেন্ট প্রস্তুতকারক সমিতির নির্বাহী পরিচালক চঞ্চল কুমার রায় জানান, ক্লিংকারের দাম প্রতি টন ৪৩ ডলার থেকে বেড়ে ৫৮ ডলারে উঠেছে।

অন্যদিকে ইস্পাত আমদানিকারকরা জানিয়েছেন, ইস্পাতের কাঁচামালের দাম ৬০০ ডলার থেকে বেড়ে ৭০০ ডলারে পৌঁছেছে। উচ্চমূল্যের কারণে কিছু আমদানিকারক ঋণপত্র (এলসি) খোলা বিলম্বিত করছেন।

ওষুধ শিল্পও চাপে রয়েছে। ফার্মাসিউটিক্যাল কাঁচামাল আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বিবিকন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডিএইচ শামিম বলেন, বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে প্রায় সব কাঁচামালের দাম গড়ে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে, যা উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়ে ওষুধ শিল্পকে চাপে ফেলছে।

তিনি আরও জানান, গ্যাস সংকট এবং দ্রাবক বা সলভেন্টসহ অন্যান্য মৌলিক উপকরণের দাম বাড়ায় এপিআই (অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস) উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে, যা সামগ্রিক উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

দেশে জ্বালানির দাম অপরিবর্তিত থাকলেও উৎপাদকরা বলছেন, বিভিন্ন খাতে পরিবহন ব্যয় ইতোমধ্যে বাড়তে শুরু করেছে।

খোরশেদ আলম জানান, সাভার থেকে নরসিংদীর মাধবপুর পর্যন্ত ট্রাক ভাড়া ৬,৫০০ টাকা থেকে বেড়ে ৮,৫০০ টাকায় উঠেছে।

সরবরাহ শৃঙ্খলে তীব্র অস্থিরতা

শিল্পখাত সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় তীব্র অস্থিরতা ও অর্ডার প্রক্রিয়ায় জটিলতা কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করছে। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, প্লাস্টিকের কাঁচামালের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যেসব কাঁচামাল পাইপলাইনে ছিল, তা দিয়ে আমরা উৎপাদন কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।চ

বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আগামী মাস থেকে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারেচু বলেন তিনি।

সালেউদ জামান খান বলেন, কিছু কেমিক্যালের সাপ্লাই পাওয়া যাচ্ছে না। ইন্ডিয়া থেকে আমদানি করে আমাদের যে এজেন্ট সরবরাহ করতো, তারা এখন আমদানি করতে পারছে না।চ

তিনি আরও বলেন, আমাদের কিছু স্টক থাকায় আরো কিছুদিন হয়তো চালিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু, ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য শিগগিরই উৎপাদন ব্যাহত হবে।

ইতোমধ্যে নেওয়া ক্রয়াদেশে লোকসানের আশঙ্কা

কাঁচামালের দাম বাড়তে থাকায় আগেই নেওয়া অর্ডারগুলো নিয়ে রপ্তানিকারক ও উৎপাদকরা বড় ধরনের লোকসানের আশঙ্কা করছেন।

হান্নান গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ বি এম শামসুদ্দিন বলেন, আমরা ইতোমধ্যে রপ্তানি আদেশ ফাইনালাইজড (চূড়ান্ত) করেছি, ফলে বাড়তি খরচ বায়ারদের ওপর চাপানো সম্ভব নয়। আমাদেরকে এই ব্যয় বহন করতে হবে, কিন্তু প্রফিট (মুনাফা) কম থাকার কারণে সেটা লোকসানে পরিণত হতে পারে।চ

তিনি আরও বলেন, ফেব্রিকের দাম আরও বাড়তে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করছি, কারণ সাপ্লায়াররা এখন খুব স্বল্প মেয়াদেরড়প্রায় সাত দিনেরও কমড়প্রোফর্মা ইনভয়েস দিচ্ছেন।চ

শামিম আহমেদ বলেন, নতুন করে কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধির কারণে অনেক প্লাস্টিক পন্য উৎপাদনকারী লোকসানের মুখে পড়বে, কারণ তারা ইতোমধ্যে ক্রয়াদেশ নিয়েছে। বাড়তি দাম বায়ারের কাছ থেকে নেওয়া সম্ভব হবে না।চ

নতুন করে যেসব ক্রয়াদেশ নেওয়া হবে, হয়তো ওইসব ক্ষেত্রে বাড়তি দাম নিয়ে দরাদরি করা সম্ভব হবেচু বলেন তিনি।

তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা সতর্ক করেছেন, বৈশ্বিক বাজারে পোশাকের চাহিদা কমে যাওয়ায় উৎপাদন ব্যয়ের পুরোটা আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের ওপর চাপানো সম্ভব না। ফলে অস্থির বাজার পরিস্থিতির মধ্যেই পোশাক রপ্তানিকারকদের ওপর নতুন করে চাপ তৈরি হচ্ছে।

ইরান যুদ্ধের জেরে এপ্রিলে রাশিয়ার

১২ পৃষ্ঠার পর

এই হিসাবটি সেই সুবিধারই প্রথম শক্ত প্রমাণ। তেল ব্যবসায়ীদের মতে, এই যুদ্ধ সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ জ্বালানি সংকটের জন্ম দিয়েছে। গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে বিমান হামলা চালায়। এর জবাবে হরমুজ প্রণালি একপ্রকার বন্ধ করে দেয় তেহরান। বিশ্বজুড়ে তেল ও এলএনজির মোট সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই পথ দিয়েই পার হয়। প্রণালি বন্ধ থাকায় বিশ্ববাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে প্রতি ব্যারেল ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যায়।

রাশিয়ার বিশাল তেল ও গ্যাস শিল্পে আয়ের প্রধান উৎস হলো এদের উৎপাদন। এই খাতে দীর্ঘমেয়াদী কর সংস্কার বঙট্যাক্স ম্যানুভার চলছে। এর অংশ হিসেবে ২০২৪ সালের শুরু থেকেই অপরিশোধিত তেলের ওপর রপ্তানি শুল্ক শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎপাদন তথ্য ও তেলের দামের ওপর ভিত্তি করে এই হিসাবটি করেছে রয়টার্স। এতে দেখা যায়, এপ্রিলে রাশিয়ার তেল উৎপাদন থেকে পাওয়া খনিজ উত্তোলন কর মার্চ মাসের ৩২৭ বিলিয়ন রুবল থেকে বেড়ে প্রায় ৭০০ বিলিয়ন রুবলে (৯ বিলিয়ন ডলার) দাঁড়াবে। এই আয় গত বছরের এপ্রিলের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ বেশি।

২০২৬ সালের পুরো বছরের জন্য এই খনিজ উত্তোলন কর থেকে ৭.৯ ট্রিলিয়ন রুবল আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরেছে রাশিয়া।

রাশিয়ার জ্বালানির প্রবল চাহিদা

রাশিয়ার অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্যে একটি নতুন চিত্র উঠে এসেছে। কর নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত রাশিয়ার উরালস ক্রুডের গড় দাম গত মার্চে বেড়ে প্রতি ব্যারেলে ৭৭ ডলারে পৌঁছেছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর এটিই এই তেলের সর্বোচ্চ দাম।

এর আগে ফেব্রুয়ারিতে এই দাম ছিল ৪৪.৫৯ ডলার। অর্থাৎ মাত্র এক মাসের ব্যবধানে দাম বেড়েছে প্রায় ৭৩ শতাংশ। চলতি বছরের রাষ্ট্রীয় বাজেটে এই তেলের দাম ধরা হয়েছিল ৫৯ ডলার; বর্তমান দাম তার চেয়েও অনেক বেশি। মঙ্গলবার ক্রেমলিন জানায়, বিশ্বের চরম জ্বালানি সংকটের কারণে তেল ও গ্যাসের বাজার এখন রীতিমতো কাঁপছে। ঠিক এই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে রাশিয়ার জ্বালানির জন্য বিপুল সংখ্যক অনুরোধ আসছে। তবে রাশিয়ার এই অপ্রত্যাশিত আয়ের একটি সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। দেশটির নিজস্ব অর্থনীতিবিদরা বারবার সতর্ক করেছেন যে, ২০২৬ সাল রাশিয়ার জন্য বেশ কঠিন একটি বছর হতে পারে।

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)

khairul@basharlaw.com
(888) 771- 4529

info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504

OPEN 6 Days (M-S)

Manhattan Meeting Location Available
(By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
উচ্চ আয়ের সুযোগ
কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

খেলাপি ঋণের চাপে ২৩ ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ২.৮২ লাখ কোটি টাকায়; নেতিবাচক অবস্থানে ব্যাংকিং খাত

১০ পৃষ্ঠার পর

সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে লাগামহীন ঋণ বিতরণ, বিশেষ করে অ্যাগ্রেসিভ লেন্ডিং এবং পরিচালকদের প্রভাবিত ঋণ প্রদান । তিনি আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে লুকিয়ে রাখা খেলাপি ঋণ এখন প্রকাশ্যে আসায় পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে গেছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৪৪ লাখ কোটি টাকা, যা ব্যাংকিং খাতের আর্থিক ভিত্তিকে আরও দুর্বল করছে।

বিভিন্ন ব্যাংকের ঘাটতি পরিস্থিতি

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে, মূলধন সংকটে থাকা ব্যাংকগুলোর মধ্যে চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মোট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৩৭ হাজার ৬৯৮ কোটি টাকা।

এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি জনতা ব্যাংকের, যার পরিমাণ ১৯ হাজার ৯৭৩ কোটি টাকা। এরপরে অগ্রণী ব্যাংকের ৮ হাজার ১২৫ কোটি টাকা, রূপালী ব্যাংকের ৫ হাজার ৬৫৫ কোটি টাকা ও বেসিক ব্যাংকের ৩ হাজার ৯৪৫ কোটি টাকা। এদিকে গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয়টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মোট মূলধন ঘাটতি রেকর্ড করা হয়েছে ৩৬ হাজার ৬০৭ কোটি টাকা।

বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি ন্যাশনাল ব্যাংকের। এ ব্যাংকের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৬৫১ কোটি টাকা। এছাড়া এবি ব্যাংকের ঘাটতি ৭ হাজার ২০৫ কোটি টাকা, পদ্মা ব্যাংকের ৫ হাজার ৮৩৭ কোটি টাকা, প্রিমিয়ার ব্যাংকের ৪ হাজার ৭৩৩ কোটি টাকা ও আইএফআইসি ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ৪ হাজার ৪৫৫ কোটি টাকা।

ব্যাংকিং খাতের মোট মূলধন ঘাটতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি ইসলামী ধারার ব্যাংকগুলোতে। গত সেপ্টেম্বর শেষে এ খাতের ব্যাংকগুলোর ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.৭৫ লাখ কোটি টাকা।

শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূলধন ঘাটতি ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের। সেপ্টেম্বর শেষে এই ব্যাংকের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৬৫ হাজার ৯০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঘাটতি ইউনিয়ন ব্যাংকের, ২৭ হাজার ১০৩ কোটি টাকা।

অন্যান্য ব্যাংকগুলোর মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের মূলধন ঘাটতি ২২ হাজার ৯৮২ কোটি টাকা, এক্সিম ব্যাংকের ২২ হাজার ৬২৫ কোটি টাকা, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের ২২ হাজার ১১৪ কোটি টাকা, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের ১৩ হাজার ৭৫৮ কোটি টাকা, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের ২ হাজার ১২ কোটি টাকা ও আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের ঘাটতি ১৩৮ কোটি টাকা।

দুই বিশেষায়িত ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৩২ হাজার কোটি টাকা।

বিশেষায়িত ব্যাংকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূলধন ঘাটতি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের। সেপ্টেম্বর শেষে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২৯ হাজার ৮০৪ কোটি টাকা। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা।

ব্যাংকিং খাতে কাঠামোগত সংকট

ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদরা বলছেন, মূলধন ঘাটতি এ খাতের কাঠামোগত সমস্যারই প্রতিফলন।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, ব্যাংকিং খাতের এই পরিস্থিতিকে মৌলিক ও কাঠামোগত সংকট হিসেবে দেখছেন। তিনি বলেন, মূলধন হলো ব্যাংকের মেরুদণ্ড। এটি দুর্বল হলে ব্যাংক স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না।

তিই আরও বলেন, ব্যাংকের মূলধন দুর্বল হলে বড় অঙ্কের ঋণ বা একক গ্রাহককে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিদেশি ব্যাংক থেকে অর্থায়ন পাওয়ার ক্ষেত্রেও মূলধনের শক্তি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিদেশি অংশীদাররা ব্যাংকের আর্থিক সক্ষমতা যাচাই করেই বিনিয়োগ করে।

এই ব্যাংকার বলেন, অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকের স্পন্সর বা পরিচালকদের মধ্যে মূলধনের গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব রয়েছে, তারা মনে করেন কেবল আমানত বা তারল্য থাকলেই চলবে, অথচ দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীলতার জন্য শক্তিশালী মূলধন অপরিহার্য।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, যেসব ব্যাংকে সুশাসন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা রয়েছে, তারা এখনো তুলনামূলক ভালো অবস্থানে আছে এবং তাদের মূলধন অনুপাত প্রায় ১৩১৪ শতাংশের মধ্যে রয়েছে।

এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তিনি ক্যাপিটাল ইনজেকশন-এর ওপর জোর দেন। অর্থাৎ ব্যাংকগুলোকে নতুন করে মূলধন সংগ্রহ করতে হবে, হয় মুনাফা থেকে সংরক্ষণ করে, নয়তো নতুন শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে। তবে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং বলে মন্তব্য করেন তিনি, কারণ ব্যবসায়িক মুনাফা কম এবং বাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থা দুর্বল।

অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন এই পরিস্থিতিকে একটি সিস্টেমিক রিস্ক হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

তার মতে, মূলধন সংকটের কারণে ব্যাংকগুলো ঝুঁকি নিতে অনাগ্রহী হয়ে পড়েছে, যার ফলে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। অনেক ব্যাংক এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তারল্য সহায়তার ওপর নির্ভর করে টিকে আছে।

এই অর্থনীতিবিদ আরও বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের ক্রেডিট রিস্ক বেড়ে যাওয়ায় বিদেশি ব্যাংকগুলো সরাসরি ব্যবসায় আগ্রহ হারাচ্ছে, ফলে দেশের অর্থায়ন ব্যয় বাড়ছে।

এই সংকট মোকাবিলায় তিনি জরুরি প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্রুত আইনি নিষ্পত্তি, কার্যকর ব্যাংক রেজোল্যুশন ব্যবস্থা চালু এবং ঝুঁকিভিত্তিক সুপারভিশন জোরদারের পরামর্শ দেন।

পাশাপাশি খেলাপিদের তালিকা প্রকাশ এবং কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাজারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন জাহিদ হোসেন।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ব্যাংকিং খাতের এই গভীর মূলধন সংকট শুধু আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি পুরো অর্থনীতির জন্য একটি বড় ঝুঁকির বার্তা বহন করছে। দ্রুত কাঠামোগত সংস্কার, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং কার্যকর নীতিমালা প্রয়োগ ছাড়া এই সংকট থেকে উত্তরণ কঠিন হয়ে পড়বে।

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President
- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering
Professional, compassionate care -
we are ready to help you to Enroll
PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the
LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

তেহরানের ৫০০ বিলিয়ন ডলারের

১২ পৃষ্ঠার পর

যেতে হচ্ছে। ইরান বর্তমানে এই জলপথ দিয়ে চলাচলের জন্য প্রতি ব্যারেল তেলের ওপর অন্তত ১ ডলার করে টোল আদায় করছে। সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে ইরানের সম্পর্কের গভীরতা অনুযায়ী এই মাশুলের হার আরও বাড়তে পারে। এই ফি পরিশোধ করতে হচ্ছে চীনা ইউয়ান অথবা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে। হিসাব অনুযায়ী, একটি একক তেলবাহী ট্যাংকারের জন্য গড় টোল দিতে হচ্ছে প্রায় ২০ লাখ ডলার। সবকিছু অনুমোদিত হওয়ার পর আইআরজিসি-র স্পিডবোটগুলো জাহাজটিকে টোলবুথ এলাকা পার করে দেওয়ার জন্য এসকর্ট বা পাহারা দিচ্ছে।

বর্তমানে এই অনানুষ্ঠানিক ও অবৈধ ব্যবস্থাটি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধে ইরানের সবচেয়ে বড় জয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো এই টোল ব্যবস্থা বন্ধ করা। ট্রাম্প স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, যুদ্ধবিরতির শর্তই হলো হরমুজ প্রণালীর সম্পূর্ণ, অবিলম্বে এবং নিরাপদ উন্মুক্তকরণ। তবে ইরান পাল্টা বিবৃতিতে বলেছে, যেকোনো পারাপার তাদের সামরিক বাহিনীর সাথে যৌথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এদিকে ট্রাম্প নিজেও একপর্যায়ে রসিকতা করে বলেছেন, "আমরাই তো বিজয়ী, তবে আমরা কেন টোল নেব না?"

উপসাগরীয় দেশগুলো উদ্বিগ্ন যে, ট্রাম্প হয়তো বড় ধরনের বোমাবর্ষণ শেষে হরমুজ প্রণালীকে তেহরানের নিয়ন্ত্রণে রেখেই মধ্যপ্রাচ্য থেকে চলে যাবেন। আবুধাবি, কাতার এবং বাহরাইনের মতো দেশগুলোর বিকল্প পাইপলাইন না থাকায় এবং এলএনজি সরবরাহের জন্য জাহাজের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তারা এই মাশুল দিতে বাধ্য হতে পারে। ভারতও হয়তো টোলের বোঝা মেনে নিয়েই নিজস্ব ট্যাংকার পাঠাবে।

রয়টার্সের কলামিস্ট হুগো ডিক্সনের অনুমান অনুযায়ী, নতুন পাইপলাইন তৈরি হতে যে সময় লাগবে, তার মধ্যে আগামী পাঁচ বছরে তেহরান এই টোল থেকে প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার আয় করতে পারে। এই বিপুল অর্থ শিয়া প্রধান দেশটিকে আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করবে এবং আইআরজিসি তাদের ধ্বংস হওয়া সামরিক বাহিনীকে নতুন করে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে।

আটলান্টিক কাউন্সিলের গ্লোবাল এনার্জি সেন্টারের সিনিয়র ফেলো এলেন আর. ওয়াল্ড বলেন, ইরান যদি এই টোলবুথ চালানো অব্যাহত রাখে, তবে এই যুদ্ধ শেষ হতে পারে না। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এটি মেনে নেবে না; তাদের শেষ পর্যন্ত একটি সেনাবাহিনী গঠন করে লড়াই করতে হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরানের 'শ্যাডো ফ্লিট' বা ছায়া নৌবহরের ট্যাংকারগুলো যুদ্ধের আগের তুলনায় দ্বিগুণ তেল পরিবহন করছে এবং মুনাফাও করছে দ্বিগুণ।

কিংস কলেজ লন্ডনের সিনিয়র লেকচারার ড. আন্দ্রেয়াস ক্রিগ মনে করেন, এই টোলের অর্থ আইআরজিসি-কে একটি শক্তিশালী সামরিক একনায়কতন্ত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করবে, যারা রাশিয়া ও চীনের সাথে আরও নিবিড় আর্থিক ও সামরিক নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারবে।

জাতিসংঘের সমুদ্র আইন অনুযায়ী, কোনো দেশ কৌশলগত জলপথে জাহাজ চলাচলে বাধা দিতে পারে না। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ইতিহাসের শিক্ষা অনুযায়ী হরমুজের মতো কৌশলগত প্রণালী বন্ধের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত বড় ধরনের সামরিক সংঘাত বা পেশিশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই মীমাংসা হবে। স্থিতিশীল কোনো টোল ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা কম।

জ্বালানি উৎস বহুমুখীকরণে রাশিয়ার

৮ পৃষ্ঠার পর

ওঠার বৃহত্তর নীতিগত পরিবর্তনের অংশ। তারা আশা করছেন, বিদেশি শোধন সক্ষমতা কাজে লাগানো এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব বাড়ানো গেলে বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী হবে।

ভারতে রাশিয়ার তেল শোধনের পরিকল্পনা

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের হাতে আসা আনুষ্ঠানিক নথি অনুযায়ী, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ গত বুধবার বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদের কাছে একটি ফাইল পাঠিয়েছে। এতে ভারতের সঙ্গে সরকার-টু-সরকার (জি-টু-জি) ভিত্তিতে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল শোধনের বিষয়ে কূটনৈতিক উদ্যোগ নিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তা চাওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায়, ভারত বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল আমদানি করবে, নিজেদের রিফাইনারিতে তা শোধন করবে এবং পরিশোধিত পণ্য আবার বাংলাদেশে রপ্তানি করবে। এ ক্ষেত্রে ক্রুড অয়েল আমদানি ব্যয়, পরিশোধনের চার্জ এবং পরিবহন খরচ বাংলাদেশ বহন করবে।

কর্মকর্তারা জানান, বৈশ্বিক বাজারে দামের অস্থিরতা সামাল দিতে এবং নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগ জরুরি। ভারত ইতোমধ্যেই রাশিয়ার তেল আমদানি করে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে তা পরিশোধন করে, আবার রপ্তানিও করে থাকে। ফলে এ ধরনের ব্যবস্থায় দেশটি কার্যকর অংশীদার হতে পারে।

ইস্টার্ন রিফাইনারির সীমাবদ্ধতা

চট্টগ্রামে অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড-এর প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতাও এই উদ্যোগের পেছনে বড় কারণ। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই রিফাইনারির বার্ষিক সক্ষমতা ১৫ লাখ টন এবং এটি মূলত মধ্যপ্রাচ্যের অপরিশোধিত তেল শোধনের উপযোগী। ভারী রাশিয়ান ক্রুড প্রক্রিয়াকরণে এটি তুলনামূলকভাবে খুব একটা উপযুক্তও নয়।

ফলে ডিজেল, অকটেন ও জেট ফুয়েলের মতো পরিশোধিত পণ্যের জন্য বাংলাদেশকে আমদানির ওপর বেশি নির্ভর করতে হয়, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) জ্বালানি আমদানিতে ব্যয় করেছে ৬৬ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা।

কর্মকর্তাদের মতে, ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশের রিফাইনিং সক্ষমতা ব্যবহার করলে এই ব্যয় কমানো এবং সরবরাহ স্থিতিশীল করা সম্ভব হবে।

কৌশলগত তাগিদ

ইরান ও রাশিয়া ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং চলমান ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে এই উদ্যোগ আরও জরুরি হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাশিয়ার তেল রপ্তানিতে সাময়িক ছাড় দেওয়ায় বাংলাদেশ পরোক্ষভাবে এ সুযোগ কাজে লাগানোর সম্ভাবনা দেখছে।

যদিও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ম তামিম সতর্ক করে বলেন, বৈশ্বিক তেলের বাজার অত্যন্ত অস্থির হওয়ায় এই ধরনের উদ্যোগ স্বল্পমেয়াদি হওয়া উচিত। দীর্ঘমেয়াদি হলে সেটা হবে ঝুঁকিপূর্ণ।

তিনি বলেন, "তেলের বাজার খুবই অস্থির। ভবিষ্যৎ অনুমান করা কঠিন, এমনকি দাম হঠাৎ করে ইরান যুদ্ধের আগের স্তরের নিচেও নেমে যেতে পারে। তবে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা শিথিল থাকায় রাশিয়ান ক্রুড থেকে পরিশোধিত জ্বালানি পেলেড়তা আমাদের জন্য সহায়ক হবে।"

পরিকল্পনাটি এগিয়ে নিতে জ্বালানি বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনের অনুরোধ জানিয়েছে, যাতে সরকার-টু-সরকার (জি-টু-জি) কাঠামোর আওতায় পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি সম্ভব হয়।

অতি-নির্ভরতার ঝুঁকি

তবে এই প্রস্তাব নিয়ে উদ্বেগও রয়েছে। জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, একটি মাত্র সরবরাহকারী দেশের ওপর নির্ভরতা বাড়লে ভূরাজনৈতিক সংকট বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

তারা উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক সময়ে চীন ও মালয়েশিয়ার সরবরাহকারীরা ফোর্স মাজ্যুর ঘোষণা করায় সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছিল।

এ বিষয়ে ম তামিম বলেন, "যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ফোর্স মাজ্যুর প্রয়োগ খুবই স্বাভাবিক এবং অধিকাংশ দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতেই এটি যুক্ত থাকে।"

ভারতের সঙ্গে ডিজেল আমদানি সহযোগিতা

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ভারতের সঙ্গে জ্বালানি সহযোগিতায় যুক্ত রয়েছে। নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড থেকে ডিজেল আমদানির জন্য শিলিগুড়ি থেকে দিনাজপুরের পার্বতীপুর পর্যন্ত একটি আন্তঃসীমান্ত পাইপলাইন রয়েছে, যা ২০২৩ সালে স্বাক্ষরিত ১৫ বছরের চুক্তির আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।

২০২৬ সালের জন্য বাংলাদেশ ১ লাখ ২০ হাজার টন ডিজেল আমদানির বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল, যা চুক্তির ১ লাখ ৮০ হাজার টনের তুলনায় কম। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে বাকি ৬০ হাজার টন সরবরাহের অনুরোধ জানানো হয়েছে, তবে এ বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

আমিরাতের রিফাইনারি ব্যবহারের উদ্যোগ

শেখ আহমেদ বিন ফয়সাল আল কাসিমি গ্রুপ একটি প্রস্তাব দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রিফাইনারিতে অপরিশোধিত তেল শোধন, বাংলাদেশে এলপিজি টার্মিনাল স্থাপন এবং এলপিজি, গ্যাসঅয়েল, জেট এ-১সহ বিভিন্ন জ্বালানি সরবরাহ।

গত ২ এপ্রিল গ্রুপটির চেয়ারম্যান শেখ আহমেদ বিন ফয়সাল আল কাসিমি এবং জ্বালানিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদের মধ্যে বৈঠকের পর প্রস্তাবটি গুরুত্ব পায়।

এ প্রস্তাব যাচাইয়ে জ্বালানি বিভাগ চার সদস্যের একটি কারিগরি কমিটি গঠন করেছে, যার নেতৃত্বে রয়েছেন উন্নয়ন শাখার যুগ্মসচিব হায়াত মো. ফিরোজ।

কমিটিকে কমিটিকে রিফাইনারি ব্যবহার, সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, মূল্য নির্ধারণ এবং ঝুঁকিসহ প্রযুক্তিগত, আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিভিন্ন দিক মূল্যায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে জাতীয় জ্বালানি নীতি ও দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার সঙ্গে প্রস্তাবটির সামঞ্জস্যও মূল্যায়ন করা হবে।

এ ছাড়া প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের ক্ষমতাও কমিটিকে দেওয়া হয়েছে।

নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সুস্পষ্ট সুপারিশসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইরান যুদ্ধের পর ন্যাটো থেকে সরে

৬ পৃষ্ঠার পর

সত্ত্বেও ন্যাটোর মিত্ররা প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ ছাড়া এই যুদ্ধে সামরিক বাহিনী পাঠাতে রাজি হয়নি।

লেভিটের এ মন্তব্যের কিছুক্ষণ পরই ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটের সঙ্গে বৈঠক করেন।

লেভিট বলেন, "ন্যাটো সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের একটি সরাসরি মন্তব্য আমার কাছে রয়েছে, যা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, এবং তারা ব্যর্থ হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "গত ছয় সপ্তাহে ন্যাটো আমেরিকান জনগণের প্রতি পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। অথচ তাদের প্রতিরক্ষার খরচ বহন করে আসছে আমেরিকান জনগণই।"

তিনি জানান, বিকেলে রুটের সঙ্গে ট্রাম্প "খোলামেলা ও সরাসরি" আলোচনা করতে যাচ্ছেন।

বৈঠকের পর সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রুটে এই বৈঠককে "খোলামেলা ও উন্মুক্ত" বলে বর্ণনা করেন। তিনি ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। তবে

তিনি বলেন, ন্যাটো মিত্ররা লজিস্টিক সহায়তা ও ঘাঁটি ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে সহায়তা করেছে।

সিএনএনের উপস্থাপক জেক ট্যাপার রুটেকে প্রশ্ন করেন, প্রেসিডেন্ট কি ন্যাটো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন, নাকি অন্তত আগের প্রেসিডেন্টদের মতো ন্যাটোকে সমর্থন করবেন না?

জবাবে রুটে বলেন, "নিশ্চিতভাবেই কিছু হতাশা রয়েছে। তবে একই সময়ে তিনি আমার যুক্তিগুলোও মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন।"

এরপর তিনি ট্রাম্পের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।

ন্যাটোর সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্ক মিশ্র ছিল। কখনো তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকি দিয়েছেন, আবার কখনও জোটের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকার অব্যাহত থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

২০২৫ সালে আবার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ট্রাম্প ন্যাটোর ইউরোপীয় অংশীদারদের প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়াতে নতুন করে চাপ প্রয়োগ শুরু করেন। গত জুনে ২০২৫ সালের ন্যাটো সম্মেলনে তিনি এ ক্ষেত্রে অনেকটাই সফল হন। ন্যাটোর সদস্যরা ২০৩৫ সালের মধ্যে তাদের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৫ শতাংশ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানোর জন্য বাধ্যবাধকতাহীন অঙ্গীকার করে।

তবে স্পেন এ ক্ষেত্রে ছাড় চায়, যার ফলে গত এক বছরে ট্রাম্প বারবার দেশটির সমালোচনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের মধ্যে উত্তেজনা গত বছর আরও বেড়ে যায়, যখন ট্রাম্প স্বশাসিত ডেনিশ অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড দখলে সামরিক শক্তি ব্যবহারের হুমকি দেন।

তিনি দাবি করেন, জাতীয় নিরাপত্তার জন্য এর মালিকানা অপরিহার্য।

যুক্তরাষ্ট্র ওই হুমকি থেকে কিছুটা সরে এসেছে। তবে গ্রিনল্যান্ডের বাসিন্দা ও ইউরোপীয় নেতাদের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ট্রাম্প এখনও দাবি করে আসছেন যে গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন।

২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল একতরফাভাবে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর ট্রাম্প ইউরোপীয় দেশগুলোর ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন, কারণ তারা এই অভিযানে অংশ নিতে আগ্রহ দেখায়নি।

অনেক আইনবিদ এই যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হিসেবে আগ্রাসনের শামিল বলে মনে করেন। বুধবার ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানায়, যুদ্ধের বিষয়ে অবস্থানের কারণে শাস্তি হিসেবে স্পেন ও জার্মানির মতো দেশগুলো থেকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ঘাঁটি বন্ধ করা বা সেনা সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে লেভিট বলেন, ট্রাম্প ন্যাটো ছাড়ার বিষয়টি বিবেচনা করছেন কি নাড়এটি প্রেসিডেন্ট আলোচনা করেছেন এবং রুটের সঙ্গে বৈঠকের পর এ বিষয়ে কথা বলতে পারেন। ট্রাম্প ও রুটের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হয়। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে রুটে একাধিকবার হোয়াইট হাউস সফর করেছেন, যার মধ্যে গত বছরের মার্চ, জুলাই, আগস্ট ও অক্টোবর উল্লেখযোগ্য।

অতীতে রুটে সতর্ক করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ছাড়া ন্যাটো কার্যকর হবে না।

শিরীন শারমিনের শুনানিতে

৮ পৃষ্ঠার পর

আত্মগোপনে থাকা এই আসামির ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। এই ঘটনার সাথে আর কারা জড়িত এবং আলামত উদ্ধারের জন্য তাকে নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। তাই তার দুই দিনের রিমান্ড প্রার্থনা করছি। অন্যদিকে, রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে শুনানি করেন ব্যারিস্টার হামিদুল মেসবাহ ও শামীম আল সাইফুল সোহাগসহ বেশ কয়েকজন আইনজীবী। তারা বলেন, এই মামলায় ১৩০ জন আসামির মধ্যে শিরীন শারমিন চৌধুরীর নাম ৩ নম্বরে থাকলেও তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই। ঘটনার ১০ মাস পর এই মামলা করা হয়েছে। ঘটনার সময় তিনি দায়িত্বরত স্পিকার ছিলেন এবং একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি একজন নারী, আইনজীবী এবং বর্তমানে অসুস্থ। আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত থাকা ছাড়া তার আর কোনো দোষ নেই।

আইনজীবীরা আরও দাবি করেন, বিগত সরকারের আমলে তিনি কোনো অন্যায় বা লুটতরাজ করেছেন এমন কোনো অভিযোগ নেই। তিনি একজন ক্লিন ইমেজের ব্যক্তি। ক্লিন ইমেজের এই ব্যক্তিকে রিমান্ডে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত রিমান্ড ও জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে শিরীন শারমিনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। আদেশ ঘোষণার পরপরই আসামিপক্ষের আইনজীবীরা এজলাসের ভেতরে হট্টগোল শুরু করেন। পুরো পরিস্থিতিতে বিচারক কিছুক্ষণ নিরব ও নির্লিপ্তভাবে বসে ছিলেন। একপর্যায়ে আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়ে বিচারক এজলাসে দায়িত্ব পালনরত সাংবাদিকদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তাদের বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

পরে মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনলে পুলিশের কঠোর পাহারায় সাবেক স্পিকারকে হাজতখানায় নেওয়া হয়। এ সময় আওয়ামী লীগপন্থী আইনজীবীরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, 'শিরীন শারমিন আপার ভয় নেই, রাজপথ ছাড়ি নাই।' পুরো শুনানিকালে শিরীন শারমিন চৌধুরীকে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে আইনজীবীদের বক্তব্য শুনতে দেখা গেছে। এ সময় তিনি পরিচিত আইনজীবীদের সালামের উত্তরও দেন।

নিষিদ্ধই থাকছে আওয়ামী লীগের

৮ পৃষ্ঠার পর

লীগের) নিবন্ধন স্থগিত করা হয়েছে। বিরোধী দলের আপত্তির প্রেক্ষিতে তিনি আরও বলেন যে, যদি কোনো পক্ষের আপত্তি থাকে, তবে তা সংশোধনী প্রক্রিয়ার প্রথম বা দ্বিতীয় ধাপেই জানানো উচিত ছিল, তখন আলোচনার সুযোগ ছিল। এরপর স্পিকার এ বিষয়ে নিজের রুলিং দেন এবং পুনরায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিলটি পাসের প্রস্তাব করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে বিলটি পাস হয়।

এছাড়া অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সরকারি অডিট বিল ২০২৬ পাসের প্রস্তাব করলে সংসদ তা গ্রহণ করে। এরপর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধন) বিল ২০২৬ পেশ করলে সেটিও সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের পক্ষে প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম দুটি বিল পেশ করেন। বিল দুটি হলো শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর (সংশোধন) বিল ২০২৬ এবং পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) বিল ২০২৬। সংসদ সদস্যরা এই দুটি বিলও পাস করেন।

এটি চীনের যুদ্ধ নয়, তবে বহু বছর

১২ পৃষ্ঠার পর

জ্বালানির দিকে দেশটি এতটাই জোর দিয়েছে যে সেখানে পরিশোধিত তেল, ডিজেল ও পেট্রলের চাহিদা দিন দিন কমছে। এছাড়া কারখানার বিশাল উৎপাদন বজায় রাখতে দেশটি প্রযুক্তির সাহায্যে বিদেশের কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীলতাও কমিয়ে এনেছে।

চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘদিন ধরেই শিল্পখাতকে তাদের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের ভিত্তি হিসেবে দেখে আসছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের পর থেকে তারা এই নীতিকে আরও শক্তিশালী ও বিস্তৃত করেছে। স্থানীয় শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে চীন তাদের নীতিগুলোকে দ্বিগুণ শক্তিশালী করেছে, যার ফলে সম্পদ এবং বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার (সাপ্লাই চেইন) ওপর তাদের আধিপত্যকে আরও মজবুত হয়েছে।

হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়া গ্লোবাল ইনস্টিটিউটের পরিচালক হেইওয়াই তাং বলেন,আপনারা এখন অনেক বেশি ওপর থেকে নির্ধারিত শিল্প নীতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দেখছেন। চীন এমন কিছু কৌশলগত খাতকে শক্তিশালী করতে চায় যাতে পশ্চিমা শক্তিগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে।

জ্বালানি ছিল এই পরিকল্পনার প্রধান চাবিকাঠি।

এক দশক আগেও বিশ্বের জ্বালানি তেলচালিত গাড়ির বৃহত্তম বাজার ছিল চীন। আজ এটি ইলেকট্রিক বা বৈদ্যুতিক যানবাহনের শীর্ষ বাজারে পরিণত হয়েছে। চীন আগে বিদেশ থেকে আনা পেট্রোকেমিক্যালের সবচেয়ে বড় ক্রেতা ছিল। এই তেলজাতীয় কাঁচামালগুলো প্লাস্টিক, ধাতু, রাবার এবং কারখানার বিভিন্ন পণ্য তৈরির প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখন দেশটি মিথানল এবং কৃত্রিম অ্যামোনিয়ার মতো রাসায়নিক তৈরি করতে মূলত নিজেদের উৎপাদিত কয়লা ব্যবহার করছে। সরকারের সঠিক পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগই এই অগ্রগতির মূলে কাজ করেছে।

এশিয়ার তেল সরবরাহের প্রধান পথ হরমুজ প্রণালি বর্তমানে কার্যত বন্ধ থাকলেও, বিশ্বের অধিকাংশ দেশের তুলনায় চীন এখন পর্যন্ত অনেক বেশি স্থিতিশীলতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। চীন এখন তার অনেক গাড়ি ও ট্রেন বিদ্যুতের সাহায্যে চালাচ্ছে, যা তেলের ওপর দেশটির নির্ভরশীলতা ব্যাপক হারে কমিয়ে দিয়েছে। এছাড়া পেট্রোকেমিক্যাল বা বিভিন্ন রাসায়নিক পণ্য উৎপাদনে চীন তেলের পরিবর্তে কয়লার ব্যবহারের প্রযুক্তি রপ্ত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তি এখন বেইজিংকে তেলের বিকল্প হিসেবে কারখানার কাঁচামাল জোগাতে সাহায্য করছে।

তেল ও অন্যান্য জ্বালানির তীব্র সংকটের মুখে পড়া ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইন গত মাসে চীনের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথভাবে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চীন প্রস্তুত রয়েছে।

গত বছর চীনের কুইংহাই প্রদেশে ফোটোভোল্টাইক সোলার প্যানেল, যা সরাসরি সূর্যালোককে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে। ছবি: দ্য নিউইয়র্ক টাইমস

বিদেশি জ্বালানি ও কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে বেইজিং দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছে। এই শতকের শুরুর দিকে মালাক্কা প্রণালি দিয়ে তেল পরিবহনের ঝুঁকি নিয়ে বেইজিংয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে এক ধরণের দুশ্চিন্তা ছিল। সেই উদ্বেগ থেকেই ২০০৪ সালে চীন একটি জরুরি পেট্রোলিয়াম মজুত গড়ে তোলে এবং সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এই মজুত বাড়ানোর কাজ আরও দ্রুততর করা হয়েছে। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে চীন যখন বিশ্বের শিল্পোৎপাদনের কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছিল, তখন রাসায়নিক সরবরাহের জন্য তাদের ডু-পন্ট, শেল এবং বিএএসএফ-এর মতো বিদেশি কোম্পানিগুলোর ওপর নির্ভর করতে হতো। কিন্তু গত কয়েক বছরে বৈশ্বিক রাসায়নিক সরবরাহের বাজারে আধিপত্য বিস্তার করেছে চীনা কোম্পানিগুলো। বর্তমানে বিশ্বের মোট পলিয়েস্টার ও নাইলনের তিন-চতুর্থাংশই চীনে তৈরি হয়।

চীন এখনও বিশ্বের বৃহত্তম তেল ও গ্যাস আমদানিকারক দেশ এবং দেশটির প্রয়োজনীয় তেলের তিন-চতুর্থাংশই বিদেশ থেকে আসে। বেইজিং তাদের প্রকৃত মজুত সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ না করলেও সরকারি হিসেবে ২০২৫ সালে আগের বছরের তুলনায় অপরিশোধিত তেল আমদানি ৪.৪ শতাংশ এবং ব্যবহার ৩.৬ শতাংশ বেড়েছে। তবে বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিপুল বিনিয়োগের সুফল এখন পেতে শুরু করেছে চীন। দেশটিতে টানা দুই বছর ধরে পরিশোধিত তেল, পেট্রল এবং ডিজেলের চাহিদা কমছে। এর ফলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন যে, চীনে তেল ও গ্যাসের ব্যবহার এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

একই সময়ে চীন তাদের সরবরাহ ব্যবস্থা আরও মজবুত করতে পেট্রোকেমিক্যাল বা রাসায়নিক শিল্পে তেলের ব্যবহার বাড়াচ্ছে। জার্মান রাসায়নিক কোম্পানি বিএএসএফ-এর চীনে নিযুক্ত সাবেক প্রতিনিধি জোয়ের্গ উটকে জানান, সরকারের বিশাল বিনিয়োগ, সহজ শর্তে ঋণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার ফলে দেশটির শিল্পখাতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের শাসনকালে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম প্রেসিডেন্ট মেয়াদে এই স্বনির্ভর হওয়ার প্রচেষ্টা আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। বর্তমানে একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অংশীদার উটকে বলেন,ট্রাম্প যা কিছুই করেন না কেন, তা বেইজিংকে আরও বেশি স্বনির্ভর হতে উৎসাহিত করে। ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক ইস্যুতে চীনের মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছিলেন, যার ফলে দুই দেশের মধ্যে বড় ধরনের বাণিজ্য যুদ্ধ এবং প্রযুক্তিগত লড়াই শুরু হয়। ট্রাম্পের এই মারমুখী অবস্থান বেইজিংয়ের জন্য একটি বিশেষ সতর্কবার্তা ছিল।

চীনের এই রণকৌশল পরিবর্তনের সংকেত আসতে শুরু করে ২০১৯ সালেই। তৎকালীন প্রিমিয়ার লি খ্যছিয়াং সমুদ্রপথে আসা তেলের ওপর নির্ভরতা কমাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং রাসায়নিক পণ্য তৈরিতে কয়লা ব্যবহারের আহ্বান জানান। এটি ছিল পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে কয়লা ব্যবহারের হার কমিয়ে আনার দীর্ঘদিনের লক্ষ্য থেকে এক বড় বিচ্যুতি।

২০২০ সালের শেষ দিকে করোনা অতিমারি যখন বিশ্ব বাণিজ্য ও জাহাজ চলাচলে বড় বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তেজনা নতুন উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছিল, তখন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এই অস্থিরতা কাটিয়ে ওঠার একটি সুনির্দিষ্ট পথনকশা প্রণয়ন করেন।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবশালী তাত্ত্বিক সাময়িকী‘কিউশি’-তে প্রকাশিত বার্তায় চীনা শিল্পখাতকে কোমর বেঁধে নামার আহ্বান জানানো হয়। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় বিদেশের চেয়ে দ্রুত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে, যাতে বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা (সাপ্লাই চেইন) ব্যাহত হলেও চীন নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। জ্বালানি ও বায়ুমান বিষয়ক গবেষণা সংস্থা ‘সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার’-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা লরি মিলিভির্তা দীর্ঘ সময় ধরে চীনে কয়লাভিত্তিক রাসায়নিক শিল্পের প্রসার পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি বলেন,ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ ছিল এক বিশাল ধাক্কা, যা চীনের ভূ-রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ পুরোপুরি বদলে দেয় এবং তাদের পুরনো ভয়গুলোকে আবারও উসকে দেয়। মিলিভির্তা আরও যোগ করেন,শি জিনপিং নিজেই সরবরাহ ব্যবস্থার সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়ে সরব হয়েছিলেন। সরকারের এই সবুজ সংকেত মূলত তেলের বদলে কয়লার সাহায্যে রাসায়নিক কাঁচামাল তৈরির কারখানাগুলোর জন্য এক অভাবনীয় জোয়ার নিয়ে আসে। শীর্ষ নেতৃত্বের এই অনড় অবস্থানের কারণেই দেশটির শিল্পখাতে তেল বাদ দিয়ে কয়লা ব্যবহারের সক্ষমতা দ্রুত বাড়তে থাকে।

২০২০ সালে চীন রাসায়নিক পণ্য তৈরিতে ১৫ কোটি ৫০ লাখ টন কয়লা ব্যবহার করত। ২০২৪ সাল নাগাদ এই ব্যবহারের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ কোটি ৬০ লাখ টনে। ২০২৫ সালে এই সংখ্যা আরও ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা যুক্তরাষ্ট্রের মোট কয়লা ব্যবহারের (২৩ কোটি টন) রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে। চীনা কর্মকর্তাদের মতে, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হওয়ার আগ পর্যন্ত কয়লার এই ব্যবহার একটি সাময়িক মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। এ ছাড়াও তারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে পেট্রোকেমিক্যাল তৈরির প্রযুক্তিতেও বড় বিনিয়োগ করেছে। তবে বর্তমানে বিশ্ববাজারে তেল ও গ্যাসের তীব্র সংকট ও উচ্চমূল্যের সময়ে তেলের বিকল্প হিসেবে কয়লার ব্যবহার চীনের জন্য বড় সুফল নিয়ে আসছে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-350-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

‘উন্মাদের প্রলাপ’: ট্রাম্পের অশালীন

৬ পৃষ্ঠার পর

তি জানিয়েছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ট্রাম্প ন্যাটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে আনার হুমকিও দিয়েছেন।

ইরানের প্রেসিডেন্টের দপ্তরের যোগাযোগবিষয়ক উপদেষ্টা মেহেদী তাবাতাবাই রোববার বলেন, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ একটিনতুন আইনি কাঠামো বা ব্যবস্থার মাধ্যমে ট্রানজিট ফি হিসেবে পরিশোধ করা হলে তবেই ইরান হরমুজ প্রণালি খুলে দেবে।

তিনি আরও বলেন, হরমুজ প্রণালি বন্ধের কারণে চরম হতাশা ও ক্ষোভ থেকে ট্রাম্প অশালীন ও অর্থহীন হুমকি দিচ্ছেন।

একসময় ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র হলেও বর্তমানে সমালোচক মারজোরি টেলর গ্রিন বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনে যারা নিজেদের খ্রিস্টান দাবি করেন, তাদের উচিতঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং প্রেসিডেন্টেরউন্মত্ততা থামাতে উদ্যোগ নেওয়া।

এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে তিনি লেখেনআমি আপনাদের সবাইকে এবং তাকেও চিনি। তিনি এখন উন্মাদ হয়ে গেছেন, আর আপনারা সবাই এর জন্য দায়ী। আমি ইরানকে সমর্থন করছি না, কিন্তু বাস্তবতা স্বীকার করা উচিত।

মারজোরি টেলর গ্রিন বলেনযুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল কোনো উসকানি ছাড়াই ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করায় প্রণালিটি বন্ধ হয়েছে। ইরান যে কোনো সময় পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে-বহু বছর ধরে বলা এই অভিযোগের ভিত্তিতেই এই যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

তিনি বলেনপারমাণবিক অস্ত্র কার আছে জানেন? ইসরায়েলের। তারা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম। যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের হয়ে যুদ্ধ করতে, নিরীহ মানুষ ও শিশুদের হত্যা করতে এবং এর ব্যয় বহন করতে হবে না। বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সেতুতে হামলার হুমকি ইরানের সাধারণ মানুষের ক্ষতি করছেড্রাম্প যাদের মুক্ত করার দাবি করেছিলেন।

দীর্ঘদিন ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানালেও গত বছর তিনি তার অবস্থান থেকে সরে আসেন। গত জুনে ইরানে ট্রাম্পের হামলার সমালোচনা করে তিনি বলেন, এটিআমেরিকা ফার্স্ট নীতির পরিপন্থী এবং ব্যয়বহুল বিদেশি যুদ্ধে না জড়ানোর প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

তিনি লেখেন২০২৪ সালে বিপুল ভোটে জয়ের সময় আমরা আমেরিকান জনগণকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা পূরণ করা হচ্ছে না। এটি আমেরিকাকে আবার মহান করছে না, বরং এটি অশুভ।

এদিকে সিনেটের সংখ্যালঘু নেতা চাক শুমার ট্রাম্পের বক্তব্যকেএকজন নিয়ন্ত্রণহীন উন্মাদের প্রলাপ বলে মন্তব্য করেছেন।

তিনি এক্স-এ লেখেন,শুভ ইস্টার, আমেরিকা। যখন আপনারা গির্জায় যাচ্ছেন এবং পরিবার-বন্ধুদের সঙ্গে উদযাপন করছেন, তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একজন নিয়ন্ত্রণহীন উন্মাদের মতো আচরণ করছেন।

তিনি আরও বলেনতিনি সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধের হুমকি দিচ্ছেন এবং মিত্রদের দূরে ঠেলে দিচ্ছেন। তিনি এমনই, কিন্তু আমরা এমন নই। আমাদের দেশ এর চেয়ে অনেক ভালো কিছু প্রাপ্য।

মার্কিন সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স ট্রাম্পের বক্তব্যকেবিপজ্জনক ও মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন বলে মন্তব্য করেন।

তিনি এক্স-এ লেখেনইরানে যুদ্ধ শুরুর এক মাস পর, ইস্টার সানডেতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের এটাই বক্তব্য। এটি একজন বিপজ্জনক ও মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ব্যক্তির প্রলাপ। কংগ্রেসকে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে। এই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে।

সিনেটর ক্রিস মারফি-ও ট্রাম্পকে পুরোপুরিনিয়ন্ত্রণহীন বলে উল্লেখ করেন।

তিনি এক্স-এ লেখেন,আমি যদি ট্রাম্পের মন্ত্রিসভায় থাকতাম, তাহলে ইস্টারের দিন সংবিধান বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ২৫তম সংশোধনী নিয়ে আলোচনা করতাম। তিনি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণহীন। তিনি ইতোমধ্যে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছেন, আরও অনেককে হত্যা করবেন।

২৫তম সংশোধনী প্রয়োগ করা হলে প্রেসিডেন্টকে দায়িত্ব পালনে অযোগ্য ঘোষণা করা হয় এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যদিও এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বলে মনে করা হচ্ছে।

ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি রো খান্না বলেন, ট্রাম্প একদিকেঅশালীন ভাষা ব্যবহার করছেন এবং যুদ্ধাপরাধের হুমকি দিচ্ছেন, অন্যদিকে তিনি ইরানে অবস্থানরত মার্কিন সেনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। যদিও ট্রাম্প দাবি করেছেন যে তিনি ইরানের সামরিক সক্ষমতা ধ্বংস করে দিয়েছেন, তবে বাস্তবে মার্কিন সেনারা এখনও হামলার মুখে রয়েছে।

এনবিসিরমিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে তিনি বলেনআমাদের এখনই এই যুদ্ধ শেষ করতে হবে। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি দরকার। ইরান, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রকে বোমা হামলা বন্ধ করে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে যেতে হবে।

সশস্ত্র বাহিনী বিষয়ক কমিটির সদস্য ডেমোক্র্যাট সিনেটর টিম কাইন ট্রাম্পকেসংযতভাবে কথা বলার আহ্বান জানান।

একই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ট্রাম্পের ভাষালজ্জাজনক ও অপরিণত এবং এটি মার্কিন সেনাদের জন্য ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

এদিকে, ট্রাম্পের এই হুমকির আগে ইরানের ভেতরে দুই মার্কিন পাইলটকে উদ্ধারে ৪৮ ঘণ্টার অভিযান চালানো হয়।

ট্রাম্প রোববার এক পোস্টে জানান, উদ্ধার হওয়া দ্বিতীয় পাইলট গুরুতর আহত এবং তিনি একজনঅত্যন্ত সম্মানিত কর্নেল।

তিনি আরও বলেনএই উদ্ধার অভিযানটি ছিল ইস্টারের একটি অলৌকিক ঘটনা।

ওয়াশিংটন ডিসির একটি গলফ ক্লাবে যাওয়ার আগেমিট দ্য প্রেস-কে পাঠানো বার্তায় তিনি দাবি করেনআগে কখনো এত শত্রুভাবাপন্ন এলাকায় এমন উদ্ধার অভিযান হয়নি।

তবে ট্রাম্প এটিকে সাফল্য হিসেবে তুলে ধরলেও, এই দুই দিনের ঘটনাপ্রবাহ দেখিয়ে দেয় যে যুদ্ধ শুরুর পাঁচ সপ্তাহ পরও ইরান পরাজিত হয়নি এবং এখনও পাল্টা প্রতিরোধ ও যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষতির মুখে ফেলতে সক্ষম। ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি ও সাবেক মেরিন কর্মকর্তা জেক অকিনক্লস বলেনইরান বুঝতে পেরেছে, হরমুজের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ, পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেয়েও কৌশলগতভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও বলেনকৌশলগতভাবে এই যুদ্ধ ব্যর্থ হয়েছে।

ট্রাম্পের ইস্টার সানডের হুমকির আগে গত বৃহস্পতিবার ইরানের বৃহত্তম একটি সেতুতে মার্কিন হামলায় অন্তত আটজন নিহত ও ৯৫ জন আহত হন। তেহরান ও কারাজের মধ্যবর্তী বি১ সেতুটি দুই দফা হামলার শিকার হয় এবং ট্রাম্প এই হামলার ভিডিও শেয়ার করেন।

এই যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের সাড়ে ৩ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে লেবাননে ইসরায়েলের বোমাবর্ষণ ও সামরিক অভিযানে ১২০০-র বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। পাশাপাশি ইরান ও লেবাননের ৪০ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

আবাসন খাতে বিনা প্রশ্নে কালো

৮ পৃষ্ঠার পর

অবস্থা তুলে ধরেন। সংগঠনের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থের উৎস সম্পর্কে কোনো কর্তৃপক্ষ যাতে প্রশ্ন তুলতে না পারেঁআয়কর অধ্যাদেশে এ সংশ্লিষ্ট আগের বিধানটি পুনর্বহালের দাবি জানানো হয়েছে।

রিহ্যাবের সহ-সভাপতি লিয়াকত আলী ভূঁইয়া বলেন, “প্রবাসীরা অনেক সময় টাকা পাঠানোর পর ঘোষণা দেন না, তখন সেই অর্থ অঘোষিত বা কালো টাকা হিসেবে গণ্য হয়। এ টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনতে না দিলে তা বিদেশে চলে যায়।চ

এ বিষয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান বলেন, “আমরা ৫৫ বছর ধরে এই সংস্কৃতিতে ছিলাম, আর থাকতে চাই না।চ

তিনি বলেন, “এখন বিদেশ থেকে টাকা পাঠানো খুব সহজ, এবং আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে পাঠালে সরকার প্রণোদনাও দিচ্ছে। তাই প্রবাসীরা নিয়মিত হারে কর দিয়ে অর্থ বৈধ করবেনড়এর বাইরে কিছু করা যাবে না।চ

প্রসঙ্গত, ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকার একটি বিধান চালু করে, যেখানে আবাসন খাতে কালো টাকা বিনিয়োগ করলে কোনো কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন তুলতে পারত না। পাশাপাশি যেখানে সাধারণ ক্রেতাদের সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ হারে কর দিতে হতো, সেখানে কালো টাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কর ছিল মাত্র ১০ শতাংশ। এ বিধান নিয়ে দেশজুড়ে ব্যাপক সমালোচনা হয় এবং পরে সরকার ধীরে ধীরে এ নীতি থেকে সরে আসে। বর্তমানে আবাসন খাতে বিনিয়োগে ১০ শতাংশ করের কোনো সুবিধা নেই। বরং নিয়মিত করহার এবং তার ওপর জরিমানা প্রযোজ্য হয়। একই সঙ্গে বিনিয়োগের উৎস সম্পর্কে দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো প্রশ্ন তুলতে পারে।

এছাড়া রিহ্যাব ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়-বিক্রয়ে নিবন্ধন খরচ কমানো, সেকেন্ডারি মার্কেট গড়ে তোলার জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়াসহ আরও কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করেছে।

‘প্রকৃত চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়ন’ না

৬ পৃষ্ঠার পর

আছে। আমেরিকা ফিরে এসেছে।

এর আগে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ট্রাম্প তার নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তের কথা জানান। এই সমঝোতায় মধ্যস্থতা করার জন্য তিনি পাকিস্তানকে কৃতিত্ব দিয়েছেন।

আগামী শনিবার পাকিস্তানের ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানেকে আলোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাওবাজ আহমেদ।

ট্রাম্পের বার্তার কিছু পরেই ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি একটি প্রাথমিক চুক্তিতে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। আরাগচি লিখেছেন, “যদি ইরানের ওপর হামলা বন্ধ করা হয়, তবে আমাদের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীও তাদের প্রতিরক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রাখবে।

তিনি আরও জানান,আগামী দুই সপ্তাহের জন্য ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে এবং কারিগরি সীমাবদ্ধতাগুলো বিবেচনায় নিয়ে হরমুজ প্রণালি দিয়ে নিরাপদ যাতায়াত সম্ভব হবে।

হাসিনা ও কামালকে ফেরত চায়

৮ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরির সঙ্গে বৈঠক করেন। পাশাপাশি তিনি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গেও পৃথক আলোচনা করেন বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর এবং ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় উভয় পক্ষ বিভিন্ন খাতে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করে। ড. খলিলুর রহমান বলেনপ্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নবনির্বাচিত সরকার,বাংলাদেশ ফার্স্ট নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক আস্থা, সম্মান ও পারস্পরিক লাভের ওপর নির্ভর করে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করবে।

তিনি ওসমান হাদির সন্দেহভাজন হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন,প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে উভয় পক্ষ একমত হয়েছে।

ভারতীয় পক্ষ জানায়, বিশেষ করে চিকিৎসা ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা সেবা আগামী সপ্তাহগুলোতে সহজ করা হবে।

ড. খলিলুর রহমান ভারতের সাম্প্রতিক ডিজেল সরবরাহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশে ডিজেল ও সার রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানোর অনুরোধ জানান। মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি বলেন,ভারত সরকার বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করবে।

উভয় পক্ষ গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় ইস্যুতে আলোচনা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে সহযোগিতা আরও জোরদারের বিষয়ে একমত হয়।

ইরান যুদ্ধ থামাতে পারে কেবল চীন-

৬ পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে সমন্বয় করেই নেওয়া উচিত।তিনি আরও বলেন, ব্রিকস জোটে ভারতের সভাপতিত্বই দেশটিকে এই সংকটে মধ্যস্থতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী করে তুলেছে। একই সঙ্গে তিনি ইঙ্গিত দেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে এককভাবে আলোচনা করা সহজ নয়ড়তাই অংশীদারদের সঙ্গে যৌথভাবে এগোনোই বাস্তবসম্মত কৌশল।

ইরানের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের সম্পর্কও মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে তুলে ধরেন স্যাক্স।

পাশাপাশি পশ্চিমা দেশগুলোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, তারা মূলত যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন এবং পরিচালিত। এই প্রেক্ষাপটে তিনি ভারতের প্রতি আহ্বান জানান, যেন তারা এসব “নির্ভরশীল রাষ্ট্রেরচ মতো একই অবস্থান পুনরাবৃত্তি না করে।

আরব সাগরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার

৯ পৃষ্ঠার পর

যখন অসহায় অবস্থায় ছিলেন, তখন্তএমভি ইউনিস্থ নামক একটি যাত্রীবাহী জাহাজ তাদের উদ্ধার করে।

ফোনে এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বাংলাদেশি নাবিক এহসান সাবরি রিহাদ বলেনআমরা প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কয়েক ঘণ্টা পর একটি জাহাজ দেখতে পাই এবং দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ফ্লেয়ার ব্যবহার করি। পরে দাঁড় বেয়ে আমরা সেই জাহাজে পৌঁছাতে সক্ষম হই।

পরবর্তীতে পাকিস্তান নৌবাহিনী একটি উদ্ধার অভিযান শুরু করে। তারা ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ থেকে আরও ১৪ জন ক্রুকে উদ্ধার করে এবং আগে উদ্ধার হওয়া ৪ জনকেও নিজেদের হেফাজতে নেয়। এর ফলে মোট উদ্ধারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮ জনে।

উদ্ধারকৃত নাবিকদের গত বুধবার (৮ এপ্রিল) করাচি বন্দরে নিয়ে আসা হয়, যেখানে তারা প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) রাতে তাদের একটি হোটেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

বর্তমানে করাচিতে অবস্থানরত পাঁচজন বাংলাদেশি নাবিক হলেনড়তৌহিদুল রহমান, সৈকত পাল, রিয়াদ হোসেন, আবদুল্লাহ আল মারুফ এবং রিহাদ।

রিহাদ জানান, ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে পাসপোর্ট এবং কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জ সার্টিফিকেটসহ প্রয়োজনীয় সব নথিপত্র পুড়ে গেছে, যা তাদের দেশে ফেরার বিষয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।

তিনি বলেনআমরা যত দ্রুত সম্ভব দেশে ফিরতে চাই। আমাদের নথিপত্র আগুনে পুড়ে গেছে। আমরা আশা করি দূতাবাস এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

বাংলাদেশ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং নাবিকদের দেশে ফেরার প্রক্রিয়া সহজ করার কাজ করছেন।

এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষ এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। পারস্য উপসাগর এবং হরমুজ প্রণালির মতো গুরুত্বপূর্ণ নৌপথগুলোতে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার এই ঘটনাটি ঘটল।

অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা

৯ পৃষ্ঠার পর

গুলি চালানো বৈধ। তিনি আরও যোগ করেন২০২৫ সালের অধ্যাদেশটি বাতিল করে ২০০৯ সালের আইনে ফিরে যাওয়া এই সংসদের জন্য একটি ব্যাকওয়ার্ড মুভ বা পশ্চাৎমুখী পদক্ষেপ। এটি জাতি পিছিয়ে পড়ার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ (টেক্সটবুক এক্সাম্পল) হয়ে থাকবে।

হাসনাত আবদুল্লাহর সমালোচনার জবাবে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেন,মাননীয় সংসদ সদস্য খুব সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছেন। উনার বক্তৃতাগুলো পল্টন ময়দান, প্রেসক্লাব বা রাজপথের জন্য অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক ও জুসি (রসালো)। উনি সব পড়েছেন, শুধু বিলটা পড়েননি।

আইনমন্ত্রী বিলে উল্লিখিত কারণ ব্যাখ্যা করে বলেনবিলের প্রথম লাইনেই স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের (স্টেকহোল্ডার) সঙ্গে আরও বিস্তারিত আলোচনা, যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই প্রক্রিয়া চলাকালীন মানবাধিকার কমিশনের আইনি কাঠামোতে যাতে কোনো শূন্যতা তৈরি না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই আপাতত ২০০৯ সালের আইনটি ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, যদি ২০২৫ সালের অধ্যাদেশটি বাতিল করা হয় এবং ২০০৯ সালের আইনটি পুনর্বহাল না করা হয়, তবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বার্তা যাবে যে বাংলাদেশে কোনো মানবাধিকার কমিশনই নেই।

বিতর্ক শেষে স্পিকারের হস্তক্ষেপে বিলটি কণ্ঠভোটে দেওয়া হয় এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়।

আলোচনায় বসার কোনো ‘তাড়া

৫ পৃষ্ঠার পর

ইসলামাবাদে নিয়োজিত তাসনিম নিউজের সংবাদদাতার জানান, মার্কিন প্রতিনিধিদলের অযৌক্তিক দাবি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে দুই পক্ষ কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি।

দুই পক্ষের দীর্ঘ আলোচনা শেষ হলেও কোনো চুক্তিতে সই করেনি তেহরান।

ইসলামাবাদে টানা ২১ ঘণ্টার নিবিড় আলোচনা ও পরামর্শ চলাকালীন ইরানি প্রতিনিধিদল তাদের জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সোচ্চার ছিল। পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাগের গালিবাফ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়্যেদ আব্বাস আরাগচি ও আলী বাগেরিসহ বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যরা রাজনৈতিক, সামরিক ও শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরানের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যায্য দাবিগুলো রুখে দেন।

বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য

৯ পৃষ্ঠার পর

এছাড়া, নির্ভরযোগ্য ও যোগ্য রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে কর্মী পাঠানো এবং বর্তমানে আটকে পড়া কর্মীদের নিয়োগ দ্রুত সহজতর করার বিষয়েও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১০০টি রিক্রুটিং এজেন্সির একটি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া এবং ২০২৪ সালের মে মাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার কর্মীকে পাঠাতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষাপটে এই নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

তবে এই খাতের সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, আগের সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া চললে আবারও পুরনো সিন্ডিকেট সক্রিয় হতে পারে। কারণ ওই চুক্তিতে যোগ্য এজেন্সি বেছে নেওয়ার ক্ষমতা মালয়েশিয়াকে দেওয়া হয়েছিল।

গতকালের বৈঠকে মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন দেশটির মানবসম্পদ মন্ত্রী রামানান রামাকৃষ্ণান। বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। তার সঙ্গে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন।

বৈঠকের পর বাংলাদেশি প্রতিনিধিদল মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় আনোয়ার ইব্রাহিম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সুবিধাজনক সময়ে মালয়েশিয়া সফরের আমন্ত্রণ জানান।

মানব পাচার সংক্রান্ত আইনি মামলা নিয়ে আলোচনা

বাংলাদেশে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর শ্রমবাজার নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রথম সফর হিসেবে বুধবার মালয়েশিয়া পৌঁছান আরিফুল হক চৌধুরী ও মাহদী আমিন।

মন্ত্রী পর্যায়ের ওই বৈঠকের পর এক যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়, মালয়েশিয়া সকল দেশের কর্মীদের জন্য একটি প্রযুক্তি-নির্ভর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিত্তিক নিয়োগ পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমানো, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস করা এবং নিয়োগের যাবতীয় খরচ যাতে নিয়োগকর্তারাই বহন করেন তা নিশ্চিত করা।

এটি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এমপ্লয়ার পে প্রিন্সিপাল [নিয়োগকর্তার খরচ প্রদান] নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ, যার ফলে কর্মীদের জন্য এটি কার্যত শূন্য অভিবাসন ব্যয় নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশ এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সহযোগিতার বিষয়ে তাদের পূর্ণ সমর্থন ও প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে।

বৈঠকে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে মানব পাচারসংক্রান্ত চলমান আইনি মামলাগুলো নিয়েও উভয় পক্ষ বিস্তারিত আলোচনা করেছে। মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে তাদের আন্তর্জাতিক সুনাম ক্ষুণ্ন করতে পারে এমন ভিত্তিহীন বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপগুলো মোকাবিলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ পক্ষ আইনের শাসন সমুন্নত রাখা, স্বচ্ছ বিচারিক প্রক্রিয়া, জবাবদিহি এবং দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

সিন্ডিকেট ফেরার আতঙ্ক

মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষ আগে কর্মী পাঠানোর জন্য সীমিত সংখ্যক এজেন্সিকে অনুমতি দিত, যা সাধারণ মানুষের কাছে সিন্ডিকেট নামে পরিচিত। ২০২১ সালের শেষ দিকে সই হওয়া সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) অনুযায়ী মাত্র ১০০টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে কর্মী পাঠানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খোলার সাম্প্রতিক উদ্যোগের মধ্যে এই সিন্ডিকেট ব্যবস্থা আবারও ফিরে আসতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) সদস্য আলতাব খান। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তিনি এই ১০০ এজেন্সির সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে মামলাও করেছিলেন।

আলতাব খান বলেন, বর্তমান চুক্তি এবং দুই দেশের যৌথ বিবৃতির ভাষা বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে, নিয়োগ প্রক্রিয়া আবারও সীমিত কিছু এজেন্সির মাধ্যমে হতে পারে। এটি হলে অতীতের সেই বিতর্কিত সিন্ডিকেট ব্যবস্থারই পুনরাবৃত্তি হবে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, আগের চুক্তির অপব্যবহার করে মুষ্টিমেয় কিছু এজেন্সিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল, যা মূলত চুক্তির শর্তের পরিপন্থী ছিল। চুক্তিতে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশ সরকার সকল বৈধ লাইসেন্সধারী এজেন্সির তালিকা দেবে এবং নিয়োগকর্তারা সেই তালিকা থেকে নিজেদের পছন্দমতো এজেন্সি নির্বাচন করবেন। কিন্তু বাস্তবে নির্দিষ্ট কিছু এজেন্সিকে আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল।

মানব পাচার মামলা নিয়ে মালয়েশিয়ার উদ্বেগের বিষয়ে আলতাব খান বলেন, এই ইস্যুতে দেশের ভেতরেই মামলা হয়েছে। যেসব অনিয়ম ঘটেছে তা আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এতে মালয়েশিয়ার বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। কোনো অপরাধ হয়ে থাকলে তার বিচার বাংলাদেশেই হবে।

বায়রার সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ফখরুল ইসলাম টিবিএসকে বলেন, চলমান মামলা প্রত্যাহার, শূন্য অভিবাসন ব্যয়ের নাটক এবং এ ধরনের কর্মকাণ্ড ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারও সিন্ডিকেট ব্যবস্থার দিকেই যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, ২০২২ সালে মালয়েশিয়ার তৎকালীন মানবসম্পদ মন্ত্রী সেরি সারাভানান ঢাকায় এসে বিনা খরচে কর্মী নিয়োগের কথা বলেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখেছি? আসলে উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে ব্ল্যাকমেইল করে সিন্ডিকেট গড়ে তোলা। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। এর আগে ২০১৬ সালেও বলা হয়েছিল কর্মীরা বিনা খরচে যাবে, কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন।

বায়রার সাবেক মহাসচিব শামীম আহমেদ চৌধুরী নোমান বলেন, আগে নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতার ভিত্তিতে কয়েক শ আবেদনকারীর মধ্য থেকে সীমিত একটি তালিকা তৈরি করে এজেন্সি নির্বাচন করা হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হলো, সেই একই মাপকাঠি বজায় থাকবে কি না, নাকি নতুন করে নির্বাচন করা হবে, অথবা বাজার সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, সেটি এখনো স্পষ্ট নয়।

নোমান মনে করেন, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার সবার জন্য উন্মুক্ত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, যদি সব এজেন্সিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে পরে তাদের পারফরম্যান্স বা দক্ষতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই বা গ্রেডিং করা যেতে পারে। কিন্তু শুরু থেকেই যদি সুযোগ সীমিত করে দেওয়া হয়, তবে অনেক এজেন্সি তাদের সক্ষমতা প্রমাণের সুযোগই পাবে না।

হাজার কোটি টাকার তেল

৯ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে নেওয়া হয় এসপিএম বা সিঙ্গেল পয়েন্ট ম্যুরিং প্রকল্প।

গভীর সাগর থেকে মহেশখালীর পাম্পিং স্টেশন ও স্টোরেজ ফেসিলিটি এবং সেখান থেকে ইস্টার্ন রিফাইনারি পর্যন্ত ১১০ কিলোমিটার করে দুটি পৃথক পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

এছাড়া মহেশখালীতে প্রায় ১০০ একর জায়গার ওপর তেল পরিবহনের জন্য পাম্পিং স্টেশন, ডিজেল জেনারেটর এবং ছয়টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছে।

ছয়টি স্টোরেজ ট্যাংকের মধ্যে ক্রুড অয়েলের জন্য তিনটি ট্যাংকের প্রতিটি ৬০ হাজার কিলোলিটার বা ৪২ হাজার টন ক্ষমতার। আর ডিজেলের তিনটি ট্যাংক প্রতিটি ৩৬ হাজার কিলোলিটার প্রায় ২৫ হাজার টন।

সবমিলিয়ে ছয়টি স্টোরেজ ট্যাংকে দুই লাখ টন তেলের মজুত সক্ষমতা রয়েছে।

বর্তমান ব্যবস্থায় গভীর সাগরে মাদার ভেসেল বা বড় ট্যাংকার জাহাজে তেল আমদানির পর সেটি ছোট (লাইটার) ছোট জাহাজে করে কর্ণফুলী চ্যানেল দিয়ে ইস্টার্ন রিফাইনারিতে পরিবহন করা হয়।

এসপিএম ব্যবস্থায় গভীর সাগর থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরাসরি মহেশখালীতে এনে আবার পাম্প করে পাইপলাইনে ইস্টার্ন রিফাইনারিতে পরিবহন করা হবে।

প্রকল্প তত্ত্বাবধানকারী ইস্টার্ন রিফাইনারির তথ্য অনুযায়ী, সনাতন পদ্ধতিতে এক লাখ টন ক্রুড তেল আমাদানির পর খালাসে সময় লাগে ১১ দিন। আর পাইপলাইনে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সমপরিমান তেল খালাস ও পরিবহন সম্ভব। সবমিলিয়ে সময়ের বাঁচানো ছাড়াও তেল পরিবহনে অপচয় রোধ, পরিবেশ রক্ষা এবং অর্থেরও বড় সাশ্রয় করতে পারবে এসপিএম অবকাঠামো।

কেন চালু হয়নি

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের আওতাধীন কোম্পানি ইস্টার্ন রিফাইনারির তত্ত্বাবধানে ২০২৪ সালে এসপিএম প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। সেবছর মার্চ মাসে গভীর সাগর থেকে ক্রুড ও ডিজেল খালাস করে পরিবহন টেস্টিং কমিশনিং পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।

এসপিএম পরিচালনার জন্য দক্ষ অপারেটর প্রয়োজন, কারণ বাংলাদেশে এ ধরনের অভিজ্ঞ কোনো অপারেটর নেই।

জ্বালানি বিভাগ জানায় পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ না হওয়ায় পাইপলাইনে তেল খালাস ও পরিবহন এবং মজুত অবকাঠামো চালু করা যায়নি।

তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে বিদ্যুৎ জ্বালানি বিশেষ বিধান আইনে বিনা দরপত্রে চীনের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হয়েছে। নির্মাণ শেষে এসপিএম এর অপারেশন ও মেইনটেনেন্স বা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকাদার নিয়োগও বিশেষ আইনে দরপত্র ছাড়াই কার্যাদেশ দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় বিশেষ আইনটি বাতিল করলে পরে আর সেই চুক্তি হয়নি।

পরে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করে অন্তর্বর্তী সরকার ঠিকাদার নিয়োগে করে যেতে না পারায় জ্বালানি তেলের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি আর চালু হয়নি।

এসপিএম প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামো ব্যবহার করে বছরে ৯০ লাখ টন ক্রুড অয়েল এবং ডিজেল আমদানির পর খালাস ও পরিবহন করা যাবে।

কর্মকর্তারা জানান, ইস্টার্ন রিফাইনারির সক্ষমতা অনুযায়ী বর্তমানে এই অবকাঠামোর প্রায় ৭০ ভাগ পর্যন্ত কাজে লাগানো সম্ভব। কারণ বাংলাদেশে ক্রুড অয়েলের বাৎসরিক পরিশোধন ক্ষমতা ১৫ লাখ টন।

বাংলাদেশে ডিজেলের চাহিদা বেশি হওয়ায় এই অবকাঠামো ব্যবহার করে ৪৫ লাখ টনের বেশি বছরে ডিজেল আমদানির পর খালাস ও পরিবহন করা যাবে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান।

এ প্রকল্প পূর্ণ মাত্রায় চালু হলে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হওয়া কথা। তবে যেহেতু ইস্টার্ন রিফাইনারির দ্বিতীয় ইউনিটের নির্মাণ ও সম্ভাব্যতা ধরে সক্ষমতা তৈরি হয়েছে, তাই ইস্টার্ন রিফাইনারি সম্প্রসারণ না হলেও প্রায় বর্তমান সক্ষমতা ব্যবহার করেও প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বছরে সাশ্রয় করা সম্ভব।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যুগ্ম সচিব মোর্শেদা ফেরদৌস বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বিশেষ আইনে এটা নেওয়ার জন্য প্রসিডিং হয়ে গিয়েছিল প্রায়। বাই দিস টাইম নতুন গর্ভমেন্ট আসলো। স্পেশাল অ্যাক্ট বাতিল হলো। দ্বিতীয় দফায় টেন্ডার করা হয়েছে। এই প্রসেসগুলো করতে আসলে এই সময়টা লেগে গেছে।চ

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (আইইউবি) এর উপাচার্য ড. ম তামিম বিবিসি বাংলাকে বলেন, অগ্রাধিকার দিয়ে এসপিএম চালুর পদক্ষেপ নিলে এই বিলম্ব এড়ানো যেত।

"একটু ইনোভেটিভ চিন্তাভাবনা করলে কিন্তু আমরা এতদিনে এটা আমরা চালু করতে পারতাম।চ

প্রকল্পটি চালু না হওয়ায় একদিকে সময় ও অর্থের সাশ্রয় যেটা হতো সেটা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে, আবার ঋণ পরিশোধের চাপ রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, "এটা ডেফিনেটলি জ্বালানি খাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। প্রথমত এটা বেশ দেরি হয়েছে তৈরি করতে। কস্ট ওভাররানও হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। দুই লক্ষ টন একটা বড় মজুত সক্ষমতা যেটা ওখানে আনইউজড পড়ে আছে।চ

ম তামিম বলেন, এটি অত্যন্ত জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রকল্প।

বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "এটা চালু না হওয়ায় যেটা হয়েছে যে প্রথমত, লাইটারেজে করে আনতে খরচ বেশি হচ্ছে। মাদার ট্যাংকারগুলো কিন্তু আউটার অ্যাঙ্করেজে থাকে। আমরা ছোট ছোট জাহাজে করে আনছি। এখন যেহেতু জ্বালানির অভাবে তাই লাইটারেজেও কিন্তু অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার করতে হচ্ছে আমাদের। পাইপলাইনটা চালু থাকলে পাম্প করে ডিরেক্ট ইস্টার্ন রিফাইনারিতে নিয়ে আসা যেত।চ

"লাইটারেজে যখন তেল আনা হয় তখন একটা লস কাউন্ট হয়। পাইপলাইনে আসলে সে লসটা অনেক কমে আসবে। ফলে এটা কস্ট ইফেকটিভ সবদিক থেকে। এটা পরিবেশবান্ধব এবং আধুনিক একটা ব্যবস্থাপনা।চ

দুই বছর আগে নির্মাণ শেষ হলেও এসপিএম চালু না হওয়ার পেছনে কোনো গাফিলতি বা অবহেলা আছে কি না সেটি তদন্ত করে জবাবদিহি করা দরকার বলেও মনে করেন তারা।

অধ্যাপক ম তামিম বলেন, "এটা ডেফিনেটলি খুব দ্রুততার সাথে চালু করা দরকার। যদি আমাদের ভবিষ্যতে মজুতের কথা চিন্তা করতে হয়, তাহলে ওখানে আমরা দুই লাখ টন একটা বিরাট মজুত ফেসিলিটি তৈরি করেছি। সেখানে যদি তেলের মজুত রাখতে হয়, সেটা ডিজেল হোক বা ক্রুড হোক, এটাকে আমরা স্থায়ী মজুত হিসেবেও চিন্তা করতে পারি।চ

"রিফাইনারির যে মজুত আছে সেটা দেড় দুই মাস চলে। আমরা যে স্ট্র্যাটেজিক মজুতের কথা বলছে সেটা একটু ব্যয় সাপেক্ষ, এই ব্যয়টা যেহেতু হয়ে গেছে, দুই লাখ টন যদি আমরা রাখতে পারি তাহলে কিন্তু এটা আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজিক মজুতের কাজও করতে পারে।চ

আরেকজন বিশেষজ্ঞ ড. বদরুল ইমাম বিবিসি বাংলাকে বলেন, সনাতন পদ্ধতিতে যে জাহাজ করে নিয়ে যাওয়া সেটা এক অর্থে সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। অন্যদিকে পাইপ লাইনের এটা মডার্ন পদ্ধতি। এটা দ্রুততর ও সাশ্রয়ী। সুতরাং সবদিক দিয়েই এটা সুবিধাজনক।

"এটা হয়ে যদি পড়ে থাকে তাহলে তো আমার মনে হয় প্রশ্ন ওঠা উচিত যে কেন বা কার গাফিলতিতে এটা পড়ে আছে। সেটা দ্রুততম সময় চালু করার জন্য যা করা দরকার সেটা করা উচিত।চ

জ্বালানি বিভাগের বক্তব্য

সরকারের জ্বালানি বিভাগ বলছে, দ্রুত এ প্রকল্প চালুর ব্যাপারে সরকার আন্তরিক এবং দরপত্র মূল্যায়ন শেষে যতদ্রুত সম্ভব এটি চালু হবে।

এ প্রকল্পে তেল পাইপলাইন ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনার জন্য পেট্রোলিয়াম ট্রান্সমিশন কোম্পানি (পিটিসিপিএলসি) গঠন করা হয়েছে। তারাই এটা দেখভাল করবে।

এসপিএম এর অপারেশনাল অ্যাকটিভিটিস যেগুলো হবে সেটার জন্য কোম্পানি জনবল নিয়োগ করেনি, এজন্য তেলের অপারেশন মেনটেনেন্সের জন্য কন্ট্রাক্টর নিয়োগ হচ্ছে। আস্তে আস্তে পিটিসিপিএলসি কোম্পানির কর্মীরা যখন শিখে যাবে এর পর এটা সম্পূর্ণভাবে তাদের কাছে ট্রান্সফার হয়ে যাবে।

এই তথ্য জানিয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যুগ্ম সচিব মোর্শেদা ফেরদৌস বিবিসি বাংলাকে বলেন, "যত দ্রুত সম্ভব প্রকল্পটি চালুর ব্যাপারে আমাদের মূল্যায়ন প্রসেসে আছে। জাস্ট প্রসেসটা শেষ হতে যে সময় লাগবে। আসলে আমি মনে করছি খুব বেশি দিন লাগবে না।চ

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী এ বিষয়ে বৈঠক করেছেন জানিয়ে মোর্শেদা ফেরদৌস বলেন, "আমরা ব্রিফ করেছি। কীভাবে প্রকল্প দ্রুত চালু করা যায় উনারাও বলেছেন। বিপিসি ও বিপিসি রিলেটেড লোকজনকে বলা আছে। আমরাও কনসার্ন। আমরাও চাচ্ছি দ্রুত চালু করার জন্য।চ

তবে দরপত্র মূল্যায়ন শেষে অপারেটর নিয়োগ ও চালু করতে ঠিক কতদিন লাগতে পারে সেটি সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারেননি কেউ।

জুলাই হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিনের জামিন

৯ পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় আদালত ৫০ হাজার টাকার মুচলেকায় জামিন মঞ্জুর করেন।চ

এর আগে, জুলাই হত্যাচেষ্টা মামলায় গত মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) ভোরে রাজধানীর ধানমন্ডির একটি বাসা থেকে শিরীন শারমিন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে একইদিন বেলা ১টা ৫৫ মিনিটের দিকে তাকে ডিবি কার্যালয় থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আদালতে হাজির করা হয়। বেলা ৩টা ১০ মিনিটে তাকে এজলাসে তোলা হলে শুনানি শুরু হয়। শুনানিতে দুই দিনের রিমান্ড আবেদন করা হলেও তা নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে প্রেরণের আদেশ দেন আদালত।

মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই থেকে কোটা সংস্কার আন্দোলনে গতি সঞ্চার হয়। ছাত্র জনতার এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমানোর জন্য গ্রেপ্তার আসামিসহ তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার দমন পীড়ন শুরু করে। গত ১৮ই জুলাই লালবাগ থানাধীন আজিমপুর সরকারী কলোনীর ভেতরে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার বৈষম্য বিরোধী শান্তিপূর্ণ মিছিল করা কালে শেখ হাসিনার নির্দেশে মামলার এজাহারনামীয় আসামি, পুলিশ ও অজ্ঞাতনামা আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ও অন্যান্য আসামিরা বৈষম্যবিরোধী শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার ওপর দেশী ও বিদেশী আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে হত্যাযজ্ঞ চালায়।

এজাহারে আরও বলা হয়, একই দিনে ঘটনাস্থলে বাদী মো. আশরাফুল ওরফে ফাহিম শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র আন্দোলনরত অবস্থায় বাম চোখ ভেদ করে চোখের রেটিনার পিছনে, মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই ঢলে পড়েন। আরও অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত ও নিহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন বাদীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে যান এবং ভর্তি করে ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন। পরবর্তিতে উন্নত চিকিৎসার জন্য জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালে অপারেশন করেন এবং জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে রেফার করেন। বাদী বাম চোখের দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন।

চাঁদ ঘুরে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে

৫ পৃষ্ঠার পর

পাশাপাশি ছিলেন কানাডিয়ান নভোচারী জেরেমি হ্যানসেন।

মহাকাশযানটি পৃথিবীতে পুনরায় প্রবেশের কয়েক মিনিট আগে মিশনের কমান্ডার রিড ওয়াইজম্যান রেডিওতে মিশন কন্ট্রোলকে জানান, "জানালার পাশ থেকে চাঁদের অসাধারণ দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।ড়াতকালের তুলনায় একটু ছোট লাগছে।চ

এর জবাবে হিউস্টন থেকে বলা হয়, "মনে হয় আবার যেতে হবে।চ

এই প্রত্যাবর্তন লকহিড মার্টিন নির্মিত ওরিয়ন মহাকাশযানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এতে প্রমাণ হলো, চাঁদ থেকে ফেরার সময় সৃষ্ট তীব্র তাপ ও চাপসহ কঠিন সব পরিস্থিতি মোকাবিলা করেও নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসা সম্ভব।

ক্যাপসুলটি ১৩ মিনিটের এক নাটকীয় অবতরণ সম্পন্ন করে, অত্যন্ত উচ্চগতিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এটি। এ সময় এর বাইরের অংশের তাপমাত্রা প্রায় ২,৭৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়, যা এতটাই তীব্র ছিল যে প্লাজমা স্তর তৈরি হয়ে সাময়িকভাবে নভোচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

প্যারাসুট খোলার পর আবারও যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়। এতে ওরিয়নের গতি কমে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এটি ধীরে সমুদ্রে অবতরণ করে।

উদ্ধারকারী দল পরে ক্যাপসুলের হ্যাচ খুলে নভোচারীদের বের করে আনতে শুরু করে। নভোচারীরা জানান, যোগাযোগের ক্ষেত্রে সামান্য সমস্যার মুখে পড়লেও তারা সুস্থ আছেন।

মার্কিন নৌবাহিনীর একটি উদ্ধার জাহাজ থেকে নাসার প্রধান জ্যারেড আইজ্যাকম্যান বলেন, "আমরা আবারও নভোচারীদের চাঁদে পাঠানো ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনার সক্ষমতায় ফিরেছি এবং সামনে ধারাবাহিকভাবে আরও মিশন পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।চ

প্রায় ১০ দিন আগে ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে চার নভোচারী যাত্রা শুরু করেন। ১০ দিনের এই অভিযানে তারা অ্যাপোলো যুগের পর প্রথমবারের মতো পৃথিবী থেকে চাঁদে পৌঁছান।

অভিযানের অংশ হিসেবে তারা পূর্বে চাঁদের অদেখা পাশ ঘুরে আসেন এবং ভবিষ্যৎ মিশনের জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি ও সিস্টেম পরীক্ষা করেন, এরপর পৃথিবীতে ফিরে আসেন নভোচারীরা।

তেহরান 'পরমাণু উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়তে'

৫ পৃষ্ঠার পর

ডোনাল্ড ট্রাম্পের হরমুজ প্রণালি অবরোধের ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ ডেমোক্র্যাট সিনেটর মার্ক ওয়ার্নার।

তিনি সিএনএনকে বলেছেন,আমি বুঝতে পারছি না, প্রণালিটি অবরোধ করা কীভাবে ইরানকে এটি খুলে দিতে বাধ্য করবে।

তিনি আরও বলেন,আমি এর মধ্যে কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি না।

ইসরায়েলি হামলায় লেবাননে নিহত বেড়ে ২,০৫৫

লেবাননে গত ২ মার্চ ইসরায়েলি হামলা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ২ হাজার ৫৫ জন মানুষ প্রাণ হরিয়েছেন। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। এ ছাড়াও আহত হয়েছেন অন্তত ৬ হাজার ৫৮৮ জন।

সূত্র: আল জাজিরা

হরমুজ প্রণালিতে মাইন অপসারণকারী জাহাজ পাঠাবে যুক্তরাজ্য ও মিত্ররা: ট্রাম্প

ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাজ্য এবং আরও কয়েকটি দেশ হরমুজ প্রণালিতে মাইন অপসারণকারী নৌযান পাঠাবে।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) গতকাল শনিবার জানিয়েছে, তারা মাইন অপসারণের জন্য পরিস্থিতি তৈরি করা শুরু করেছে।

শুক্রবার নিউইয়র্ক টাইমস এক প্রতিবেদনে জানায় যে, মার্কিন কর্মকর্তারা মনে করেন, ইরান হরমুজ প্রণালিতে পেতে রাখা মাইনগুলো অপসারণ করতে পারছে না। কারণ, তারা সেগুলোর অবস্থান শনাক্ত করতে পারছে না।

ট্রাম্প বলেন,আমি যা বুঝতে পারছি, যুক্তরাজ্য এবং আরও কয়েকটি দেশ মাইন অপসারণকারী জাহাজ পাঠাচ্ছে। সূত্র: আল জাজিরা

হরমুজের প্রাণঘাতী ঘূর্ণিতে শত্রুদের ফাঁদে ফেলার হুমকি আইআরজিসির

ডোনাল্ড ট্রাম্পের হরমুজ প্রণালি অবরোধের ঘোষণার পর ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর দাবি করেছে, ইরানের নিরাপত্তা বাহিনী হরমুজ প্রণালিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

এটি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে,যেকোনো ভুল পদক্ষেপ শত্রুকে প্রণালির প্রাণঘাতী ঘূর্ণিতে আটকে ফেলবে।

সূত্র: আল জাজিরা

আমি একদিনেই ইরানকে শেষ করে দিতে পারি: ট্রাম্প

হরমুজ প্রণালি অবরোধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, এই জলপথ দিয়ে কোন কোন জাহাজ চলাচল করবে, তা ইরান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, হয় এই জলপথ দিয়ে প্রতিটি জাহাজ নিরাপদে চলাচল করতে পারবে, নয়তো একটিও পারবে না।

ইরানকে তাদের পছন্দের লোকেদের কাছে তেল বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে আমরা দেব না। হয় সবটা, নয়তো কিছুই না এবং এটাই নিয়ম, যোগ করেন ট্রাম্প।

তিনি বলেন, এই অবরোধটি ভেনেজুয়েলার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত অবরোধের মতোই হবে, তবে তা হবে আরও বড় পরিসরে।

ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন, এর ফলে আরও বেশি ট্যাঙ্কার তেল কিনতে যুক্তরাষ্ট্রে আসবে।

ইরানের বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং অন্যান্য বেসামরিক জ্বালানি অবকাঠামো ধ্বংস করার হুমকিও পুনর্ব্যক্ত করে ট্রাম্প বলেন,আমি একদিনেই ইরানকে শেষ করে দিতে পারি, আমি তাদের পুরো জ্বালানি ব্যবস্থা, সবকিছু, তাদের প্রতিটি প্ল্যান্ট, তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ধ্বংস করে দিতে পারি, যা একটি বিরাট ব্যাপার।

সূত্র: আল জাজিরা

ইরান যুদ্ধে প্রাথমিক খরচ ১১.৫ বিলিয়ন ডলার: ইসরায়েলের অর্থ মন্ত্রণালয়

ইরানের সাথে সাম্প্রতিক যুদ্ধে ইসরায়েলের প্রায় ৩৫ বিলিয়ন শেকেল (১১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) ব্যয় হয়েছে বলে প্রাথমিক এক হিসাব দিয়েছে দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয়।

মূলত সামরিক অভিযান এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে এই হিসাব করা হয়েছে।

ইসরায়েলি অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইরানের সঙ্গে এই যুদ্ধের ফলে উচ্চ অর্থনৈতিক মূল্য দিতে হয়েছে। এর মধ্যে যেমন মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি-র ক্ষতি রয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যয়ও অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। তবে যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদী এবং সামগ্রিক আর্থিক প্রভাব ভবিষ্যতে আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে বলে মনে করছে মন্ত্রণালয়।

সূত্র: টাইমস অব ইসরায়েল

হরমুজ প্রণালি অবরোধের ঘোষণা ট্রাম্পের

ইরানের ওপর চাপ আরও বাড়িয়ে এবার কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি অবিলম্বে অবরোধ করার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক জলসীমায় যেসব জাহাজ ইরানকে টোল প্রদান করেছে, সেগুলোকে আটক বা গতিরোধ করার জন্য মার্কিন নৌবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

রোববার (১২ এপ্রিল) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প এই হুঁশিয়ারি দেন। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান শান্তি আলোচনা কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর তিনি এই ঘোষণা দিলেন।

সূত্র: আল জাজিরা

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে প্রস্তুত রাশিয়া: পেজেশকিয়ানকের সঙ্গে ফোনালাপে পুতিন

ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

সংবাদ সংস্থা ইন্টারফ্যাক্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফোনালাপে পুতিন বলেছেন, রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা প্রশমনে সহায়তা অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত।

ক্রেমলিন এ বিষয়ে আরও জানিয়েছে, ভ্লাদিমির পুতিন এই সংঘাতের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমাধানের পথ আরও সুগম করতে এবং মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তি অর্জনের প্রচেষ্টায় মধ্যস্থতা করতে সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন।

সূত্র: আল জাজিরা

হরমুজ প্রণালি ইরানের নিয়ন্ত্রণে নেই: অ্যাডনক প্রধান

সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রীয় তেল সংস্থা অ্যাডনকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুলতান আল-জাবের বলেছেন, হরমুজ প্রণালি বন্ধ করা বা এই জলপথ দিয়ে নৌ চলাচল সীমিত করার অধিকার কখনোই ইরানের ছিল না।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি পোস্টে তিনি বলেন, যেকোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বিশ্বজুড়ে জ্বালানি, খাদ্য ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলবে। আর এ ধরনের একটি নজির স্থাপন করা হবে বিপজ্জনক ও অগ্রহণযোগ্য।

তিনি আরও বলেন, "বিশ্ব এটা কোনোভাবেই বহন করতে পারবে না এবং এর অনুমতি দিতে পারে না।

সূত্র: আল জাজিরা

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলায় ইরানে নিহত বেড়ে ৩,৩৭৫

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধের ভয়াবহতায় এখন পর্যন্ত ৩,৩৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে তেহরান। ইরানের ফরেনসিক মেডিসিন সংস্থার প্রধান আব্বাস মাসজেদি আরানি এই তথ্য জানিয়েছেন।

ইরানি গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে আরানি বলেন, কর্তৃপক্ষ যুদ্ধে নিহত ৩,৩৭৫ জনের মরদেহ শনাক্ত করেছে। তিনি নিহতের সংখ্যার একটি লিঙ্গভিত্তিক পরিসংখ্যান দিয়ে জানান, নিহতদের মধ্যে ২,৮৭৫ জন পুরুষ এবং প্রায় ৫০০ জন নারী রয়েছেন।

নিহতদের পরিচয় শনাক্তকরণের কাজ শেষে এই দাপ্তরিক তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক এই যুদ্ধের ফলে ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে যে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছে, এই পরিসংখ্যান তারই একটি আনুষ্ঠানিক চিত্র তুলে ধরল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানি প্রতিনিধিদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে: গালিবাফ

ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক আলোচনা শেষ হওয়ার পর নিজের প্রথম আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছেন ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাকের গালিবাফ। সেখানে তিনি সাফ জানিয়েছেন, এই আলোচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানি প্রতিনিধিদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক ধারাবাহিক পোস্টে গালিবাফ বলেন, আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ইরানের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সদিচ্ছা ও ইচ্ছা রয়েছে। তবে অতীতের দুটি যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে প্রতিপক্ষ বা বিরোধী পক্ষের ওপর তাদের কোনো আস্থা নেই।

তিনি আরও বলেন,আলোচনার এই পর্বে বিরোধী পক্ষ শেষ পর্যন্ত ইরানি প্রতিনিধি দলের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

আলোচনা আয়োজনে সহায়তার জন্য পাকিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গালিবাফ বলেন,এই আলোচনা প্রক্রিয়া সহজতর করার ক্ষেত্রে বন্ধুপ্রতিম ও ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ পাকিস্তানের প্রচেষ্টার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। পাকিস্তানের জনগণের প্রতি আমি আমার শুভেচ্ছা জানাই।

২ মাসের মধ্যে তেল শোধন ক্ষমতা ৮০ শতাংশে ফেরাতে চায় ইরান

ইরানের ক্ষতিগ্রস্ত তেল শোধনাগার এবং বিতরণ ব্যবস্থা আগামী দুই মাসের মধ্যে আগের সক্ষমতার ৭০ থেকে ৮০ শতাংশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ চলছে। দেশটির জ্বালানি উপমন্ত্রী মোহাম্মদ সাদেক আজিমিনফার এই তথ্য জানিয়েছেন।

এসএনএন নিউজ এজেন্সিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আজিমিনফার বলেন, পুরো দেশজুড়ে ইরানের শোধনাগার, সঞ্চালন লাইন, তেল ডিপো এবং বিমানে জ্বালানি সরবরাহকারী স্থাপনাগুলো বারবার হামলার শিকার হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ধ্বংসাবশেষ অপসারণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত সরঞ্জাম প্রতিস্থাপনের জন্য এরই মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় কারিগরি দল মোতায়েন করা হয়েছে। বিশেষ করে লাভান আইল্যান্ডের একটি শোধনাগারে দ্রুততার সঙ্গে মেরামতের কাজ চলছে।

কর্তৃপক্ষ আগামী ১০ দিনের মধ্যে ওই শোধনাগারের একটি অংশের কার্যক্রম পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তথ্যসূত্র: আল জাজিরা

ইসলামাবাদে যখন শান্তি আলোচনা, মিয়ামিতে তখন ইউএফসি লড়াইয়ে মগ্ন ট্রাম্প

যখন পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শান্তি আলোচনা চলছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফ্লোরিডার মিয়ামিতে একটি ইউএফসি লড়াই উপভোগ করতে দেখা গেছে। এ সময় তার সঙ্গে পরিবারের কয়েকজন সদস্য এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও উপস্থিত ছিলেন।

ইসলামাবাদে আলোচনা চলাকালীন মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে থাকা ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স জানান, পুরো সময়টাতেই তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করেছেন।

ভ্যান্স বলেন,আমি ঠিক জানি না আমরা কতবার তার সঙ্গে কথা বলেছিড় গত ২১ ঘণ্টায় সম্ভবত ছয় থেকে বারো বার কথা হয়েছে। তিনি আরও যোগ করেন,আমরা দলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগে ছিলাম কারণ আমরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত দাবিতে ইসলামাবাদ আলোচনা ব্যর্থ, তবে কূটনীতি চলবে: ইরান

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই জানিয়েছেন, পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার আলোচনা কোনো ফলাফল ছাড়াই শেষ হয়েছে। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কূটনীতি কখনো শেষ হয়ে যায় না। আমেরিকার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত দাবির কারণে কোনো সমঝোতা ছাড়াই এই আলোচনা শেষ হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে বাঘাই বলেন, বেশ কিছু বিষয়ে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে, তবে ২ থেকে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়ে গেছে। তিনি আরও জানান, এই দফার আলোচনা ছিল গত এক বছরের মধ্যে দীর্ঘতম, যা মোট ২৪ থেকে ২৫ ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছে।

বাঘাই বলেন,এই আলোচনা হয়েছে ৪০ দিনের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের পর এবং এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের পরিবেশে। তাই শুরু থেকেই এমনটা আশা করা উচিত ছিল না যে মাত্র একটি বৈঠকেই কোনো চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব হবে। এমনকি এমন প্রত্যাশা আসলে কারও ছিল না।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে কূটনীতি কখনো শেষ হয় না এবং বলেন, এই হাতিয়ার জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য, আর যুদ্ধ বা শান্তি যেকোনো সময়েই কূটনীতিকদের তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। বাঘাইয়ের মতে, আলোচনার সফলতা নির্ভর করছে প্রতিপক্ষের গাম্ভীর্য ও সদিচ্ছার ওপর এবং ইরানের বৈধ অধিকার ও স্বার্থের স্বীকৃতির ওপর।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বিষয়গুলোর জটিলতা উল্লেখ করে বলেন, এই আলোচনায় নতুন কিছু বিষয় যুক্ত হয়েছে, যেমন হরমুজ প্রণালির ইস্যুটি, যার প্রতিটিই নিজস্ব জটিলতা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, যেকোনো পরিস্থিতিতেই কূটনৈতিক ব্যবস্থাকে অবশ্যই ইরানের জনগণের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে যেতে হবে।

সবশেষে তিনি পাকিস্তান সরকার, সে দেশের জনগণ এবং কর্মকর্তাদের প্রতি ধন্যবাদ জানান। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল অসীম মুনির এবং পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ ইশহাক দারের নাম উল্লেখ করেন তিনি। বাঘাই বলেন,আমরা তাদের চমৎকার আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং আমরা নিশ্চিত যে ইরান, পাকিস্তান এবং অঞ্চলের অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে।

তথ্যসূত্র: তাসনিম নিউজ

যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পরবর্তী দফায় আলোচনার কোনো পরিকল্পনা নেই ইরানের: ফার্স নিউজ

ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা ফার্স নিউজ জানিয়েছে, বর্তমানে পরবর্তী দফার আলোচনার বিষয়ে ইরানের কোনো পরিকল্পনা নেই।

প্রতিনিধি দলের ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাত দিয়ে ফার্স নিউজ জানিয়েছে,ইরানের কোনো তাড়াহুড়ো নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র একটি যুক্তিসঙ্গত চুক্তিতে রাজি হচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত হরমুজ প্রণালির বর্তমান অবস্থায় কোনো পরিবর্তন আসবে না।

ইসলামাবাদে রাতভর চলা এই ম্যারাথন আলোচনা কোনো ফল বয়ে না আনায় দুই পক্ষ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এই ফলাফলকে ইরানের জন্য খারাপ খবর হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে, ইরানের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আতাউল্লাহ মোহাজেরানি ফারস নিউজকে বলেছেন,এই ফলাফল আমেরিকার জন্য আরও বেশি খারাপ সংবাদ।

মোহাজেরানি আরও বলেন,যুক্তরাষ্ট্র আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিল, মধ্যস্থতাকারীর ব্যবস্থা করেছিল এবং আলোচনার জন্য ইরানের দেওয়া ১০টি শর্তে রাজিও হয়েছিল।

বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

হরমুজ প্রণালি খুললেও কেন

৫ পৃষ্ঠার পর

দায়িত্ব না নিলে, শত শত জ্বালানি বোঝাই ট্যাংকার প্রণালি পেরিয়ে বেরিয়ে গেলেও তার সুফল দীর্ঘস্থায়ী হবে না। ফলে তেল ও অন্যান্য পণ্যের ঘাটতি এবং উচ্চমূল্য কয়েক মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রথমেই পারস্য উপসাগরে আটকে থাকা জাহাজগুলোকে বের হতে হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা ঘটেনি বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান কেপলারের বিশেষজ্ঞ ম্যাট স্মিথ।

তিনি বলেন, "প্রায় কেউই এখন হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করার মতো আত্মবিশ্বাস পাচ্ছে না।চ তার মতে, যেখানে প্রতিদিন সাধারণত ১০০টির বেশি তেলবাহী জাহাজ হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচল করে, সেখানে তা নেমে এসেছে ১০টি বা তারও কমে।

যুদ্ধবিরতি নিয়ে আস্থা তৈরি হলেও শুরুতে প্রণালি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জাহাজের সংখ্যাই বেশি থাকবে। স্মিথ বলেন, বর্তমানে উপসাগরে প্রায় ৪০০টি পূর্ণ তেলবাহী ট্যাংকার বের হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে, কিন্তু প্রবেশের জন্য প্রস্তুত খালি ট্যাংকার রয়েছে মাত্র প্রায় ১০০টি।

তিনি আরও বলেন, আজই যদি প্রণালি পুরোপুরি খুলে দেওয়া হয়, তবুও তেল সরবরাহ স্বাভাবিক হতে জুলাই পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

একই চিত্র দেখা যাচ্ছে কনটেইনার জাহাজের ক্ষেত্রেও। এসব জাহাজ উপসাগরীয় দেশগুলোতে খাদ্যসহ প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ এবং এই দেশগুলো থেকে সার ও শিল্প কাঁচামাল রপ্তানির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্সের সামুদ্রিক ও বাণিজ্যবিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট পিটার টির্শওয়েলের মতে, হরমুজ দিয়ে প্রায় ১০০টি কনটেইনার জাহাজ বের হওয়ার অপেক্ষায় থাকলেও, প্রবেশের জন্য কার্যত কোনো জাহাজ নেই।

এর ফলে অঞ্চলটি থেকে বিশ্বে সরবরাহ হওয়া প্রায় ৩০ শতাংশ সার কয়েক মাস ধরে আটকে থাকতে পারে, যতক্ষণ না নতুন জাহাজ এসে তা বহন করতে পারে। তেলের মতোই, এই পণ্যগুলো পরিবহনের একমাত্র উপায় হলো জাহাজ।

টির্শওয়েল বলেন, "এই কার্গোগুলো সহজে অন্য পথে সরিয়ে নেওয়ার মতো সক্ষমতা নেই।চ

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হরমুজ প্রণালি পেরিয়ে পারস্য উপসাগরে নতুন করে জাহাজ প্রবেশ না করলে সেখানে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদনড় যেমন অপরিশোধিত তেল, পেট্রোল, অন্যান্য পরিশোধিত জ্বালানি ও সারড়স্থবিরই থাকবে।

গত ছয় সপ্তাহে এই পণ্যগুলোর উৎপাদন বন্ধ ছিল, কারণ এগুলো সংরক্ষণের মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না, জানান স্মিথ।

তিনি বলেন, উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল উৎপাদকরা সাধারণত তেল সরাসরি ট্যাংকারে তুলে দ্রুত পাঠাতে অভ্যস্ত। "তাদের উৎপাদন বাড়াতে সময় লাগবে, পাশাপাশি সেই তেল পরিবহনের জন্য পর্যাপ্ত ট্যাংকারও সেখানে থাকতে হবে।চ

কোনো চুক্তি ছাড়াই ভেস্তে গেল

৫ পৃষ্ঠার পর

হবে, না হয় এমন একটি যুদ্ধে ফিরতে হবে যা ইতিমধ্যে আধুনিক সময়ের বৃহত্তম জ্বালানি সংকট তৈরি করেছে এবং যেখানে দীর্ঘ সময় ধরে হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা ঘোষণা করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি কিনা আলোচনার সময় ফ্লোরিডায় বসেওআল্টিমেট ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশিপ্ব ম্যাচ উপভোগ করছিলেন।

তবে প্রতিটি পথই অত্যন্ত কঠিন কৌশলগত এবং রাজনৈতিক ঝুঁকি বহন করছে।

২১ ঘণ্টার এই দীর্ঘ আলোচনায় ঠিক কী কথা হয়েছে, সে বিষয়ে জেডি ভ্যান্স বিস্তারিত কিছু না বললেও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ইরানকে তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি চিরতরে বন্ধ করার জন্য একটিমেনে নাও নয়তো বিদায় হও ধরনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং ইরান তা গ্রহণ করেনি। জেডি ভ্যান্স সাংবাদিকদের বলেন,আমরা আমাদেরও রেড লাইন্ব (চূড়ান্ত সীমা) স্পষ্ট করে দিয়েছি এবং কোন কোন বিষয়ে আমরা ছাড় দিতে রাজি আছি তাও জানিয়েছিব্ব তিনি আরও যোগ করেন,ওতারা আমাদের শর্ত গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেব্ব

এই দিক থেকে দেখলে, এই আলোচনাটি গত ফেব্রুয়ারিতে জেনেভায় হওয়া সেই আলোচনার চেয়ে খুব একটা আলাদা ছিল না যা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। যার জের ধরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানে টানা ৩৮ দিনের বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেখানে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের মজুদ, সামরিক ঘাঁটি এবং অস্ত্র তৈরির কারখানাগুলোকে।

পেন্টাগনের তথ্যমতে, ওই অভিযানে ১৩ হাজারেরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হয়েছিল।

ট্রাম্পের বাজি ছিল যে, আমেরিকার এই বিধ্বংসী সামরিক শক্তি দেখে ইরান নমনীয় হবে এবং তাদের সিদ্ধান্ত বদলাবে। তবে ইরান স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কোনো পরিমাণ মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র তাদের নতি স্বীকার করতে বাধ্য করতে পারবে না।

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে,আমাদের মহান প্রবীণ নেতা, প্রিয়জন এবং দেশবাসীর এই অপূরণীয় ক্ষতি আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় আরও বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছেব্ব

হয়তো ভবিষ্যতে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে। তবে তেহরানের সাথে কোনো দীর্ঘ ও জটিল আলোচনায় জড়িয়ে পড়ার ভয় ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যে স্পষ্ট। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মনে করেন, তিনি এই লড়াইয়ে বিজয়ী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই তার বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের ভাষায়, ইরানের এখন উচিত কেবলআত্মসমর্পণ্ব করা।

কিন্তু অতীতে এমনটা ঘটেনি। ওবামা প্রশাসনের আমলে তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে প্রধান পরমাণু চুক্তি সম্পন্ন হতে দুই বছর সময় লেগেছিল। এবং সেটি ছিল অসংখ্য আপোসের সংমিশ্রণ, যার মধ্যে ছিল ইরানকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পারমাণবিক মজুদ রাখার অনুমতি দেওয়া এবং ২০৩০ সাল পর্যন্ত তাদের পারমাণবিক কার্যক্রমের ওপর থেকে ধাপে ধাপে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া।

কিন্তু জেডি ভ্যান্স যে অচলাবস্থার মুখে পড়েছেন, তা মূলত গত ফেব্রুয়ারিতে ব্যর্থ হওয়া আলোচনারই পুনরাবৃত্তি, যার জন্য ট্রাম্প হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (সেই আলোচনা পরিচালনা করেছিলেন স্টিভ উইটকফ এবং প্রেসিডেন্টের জামাতা জ্যারেড কুশনার, যারা ইসলামাবাদের এই ২১ ঘণ্টার বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন)।

সে সময় ইরানিরা তাদের পারমাণবিক কার্যক্রম কয়েক বছরের জন্য স্থগিত করার প্রস্তাব দিলেও, তাদের হাতে থাকা বোমার উপযোগী ইউরেনিয়াম মজুদ ত্যাগ করতে বা নিজেদের মাটিতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার অধিকার পুরোপুরি ছেড়ে দিতে রাজি হয়নি। এনপিটি চুক্তির স্বাক্ষরকারী হিসেবে ইরান একে নিজেদের অধিকার মনে করে। অন্যদিকে, মার্কিনরা মনে করে এটিই প্রমাণ করে যে ইরান সবসময় পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির একটি পথ খোলা রাখতে চায়। ৩৮ দিনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এই দুই পক্ষের অবস্থানকে আরও অনড় করে তুলেছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে এখন প্রধান অস্ত্র হলো পুনরায় বড় ধরনের যুদ্ধ শুরু করার হুমকি দেওয়া। আগামী ২১ এপ্রিল বর্তমানের এই ভঙ্গুর দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি শেষ হবে। তবে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করা ট্রাম্পের জন্য রাজনৈতিকভাবে খুব একটা সুখকর হবে না এবং ইরানিরা সেটি ভালো করেই জানে।

গত সপ্তাহে ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি দিয়েছিলেন মূলত বিশ্ববাজারের ২০ শতাংশ তেল সরবরাহ বন্ধ হওয়ার ধাক্কা সামলাতে, যার কারণে গ্যাসোলিনের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সার ও সেমিকন্ডাক্টর তৈরির কাঁচামাল হিলিয়ামের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছিল। একটি চুক্তির আশায় বাজার কিছুটা স্থিতিশীল হলেও আবার যুদ্ধ শুরু হলে বিনিয়োগকারীদের আস্থায় ধস নামবে, সংকট আরও বাড়বে এবং বর্তমানে ৩.৩ শতাংশে থাকা মূল্যস্ফীতি আরও বাড়তে থাকবে।

এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলোহরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়া। আলোচনার তালিকায় ইরান এটিকে সবার ওপরে রেখেছে। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে,গত ২৪ ঘণ্টায় হরমুজ প্রণালি, পারমাণবিক ইস্যু, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ সমাপ্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছেব্ব

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তালিকা। কারণ যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এবং ইরান অর্থনৈতিক বিপর্যয় তৈরির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি বন্ধ হওয়ার বিষয়টি কোনো ইস্যুই ছিল না।

এখন এই জলপথের নিয়ন্ত্রণকে ইরান তাদের অন্যান্য দাবির সঙ্গে যুক্ত করেছে। তারা দাবি করেছে, বোমাবর্ষণের ফলে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং গত দুই দশক ধরে চলা সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম দাবিটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং দ্বিতীয়টি কেবল ধাপে ধাপে কার্যকরের শর্ত দিয়েছে।

জেডি ভ্যান্সের এই সফর একটি বিষয় পরিষ্কার করে দিয়েছেড়উভয় পক্ষই নিজেকে বিজয়ী মনে করছে। যুক্তরাষ্ট্র মনে করছে তারা বিপুল পরিমাণ বোমা ফেলে জিতেছে, আর ইরান মনে করছে তারা ধ্বংস না হয়ে টিকে থেকেই জয়ী হয়েছে। ফলে কোনো পক্ষই এখন আপোসের মেজাজে নেই।

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ইতিহাসের

১৬ পৃষ্ঠার পর

মা-ছেলের দলে পরিণত হলো?

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী জারি হলে সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়ে যায়। রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান চালু করেন একটি 'জাতীয়' রাজনৈতিক দলড়বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)। এটি কার্যত ছিল নতুন মোড়কে আওয়ামী লীগ ও এর মিত্রদের নিয়ে একটি দল।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট মুজিব হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে চালচিত্র পাল্টে যায়। বাকশাল ব্যবস্থা বাতিল হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর পুনরুত্থান ঘটে। নেতা হিসেবে উত্থান ঘটে জেনারেল জিয়াউর রহমানের। তিনি প্রজ্ঞাপন জারি করে সংবিধানের কিছু ধারা বদলে দেন ও সংশোধন করেন। ফলে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর পুনরুত্থান ঘটে। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭৬-৭৭ সালে জিয়াউর রহমানের সরকারকে উৎখাত করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়। ওই সময় তিনটি দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিলড়মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), খন্দকার মোশতাক আহমদের ডেমোক্রেটিক লীগ আর এম এ আওয়ালের নেতৃত্বাধীন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। ওই সময় কারাবন্দী জলিল-রবের নেতৃত্বাধীন জাসদ দল হিসেবে নিবন্ধন পায়নি।

বছরখানেক পরেই সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। জিয়াউর রহমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে এগোতে থাকেন। এরপর অনেক বছর দেশে আর কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়নি। কিছু দল অবশ্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে নিজেরাই গুপ্ত থেকে যায়। প্রচলিত ধারার রাজনীতির ওপর তাদের ছিল বিবমিষা।

একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশে অনেক মানবতাবিরোধী ঘটনা ঘটেছে। অনেক খুনখারাবি হয়েছে, নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। অভিযোগের আঙুল ছিল পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও তার সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর। সহযোগী দল হিসেবে বারবার উঠে আসে জামায়াতে ইসলামীর নাম।

২০০৯ সাল থেকে আওয়ামী লীগ টানা অনেক বছর ক্ষমতায় ছিল। ওই সময় জামায়াতকে কোণঠাসা করার অনেক চেষ্টা হয়। জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের ধরে জেলে ঢোকানো হয়। অনেককে ফাঁসি দেওয়া হয়। দল কিন্তু নিষিদ্ধ হয়নি। জামায়াতের গঠনতন্ত্রের কিছু ধারা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে নির্বাচন কমিশন জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করে। তার মানে দলটি নির্ধারিত প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করতে পারবে না। দলের লোকদের অন্য দলের প্রতীক নিয়ে কিংবা স্বতন্ত্র নির্বাচন করতে বাধা ছিল না।

২০২৪ সালের জুলাইয়ে এসে আমরা এক অভূতপূর্ব গণবিদ্রোহের দেখা পাই। আওয়ামী লীগ সরকারের অবস্থা টলটলায়মান। জুলাইয়ের শেষ দিকে এসে সরকার নির্বাহী আদেশে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করে। এর কারণ হিসেবে দুটি বিষয় উঠে আসে। সরকার মনে করে, সরকারের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের কলকাঠি নাড়ছে জামায়াত। অথবা জামায়াতকে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে দাঁড় করিয়ে জনগণের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। চব্বিশের ৫ আগস্টে গণেশ উল্টে যায়। পরদিনই জামায়াত মুক্ত হয়।

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জনরোষ ছিল প্রবল। এর সুযোগ নিয়ে মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে। ফলে ২০২৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নিতে পারেনি। নির্বাচনে অংশ নিলে আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করার যে সুযোগটি ভোটাররা পেতেন, সেটি কেড়ে নিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার।

এখানেই প্রশ্ন, কোনো দলকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সার্বভৌম ক্ষমতা কার হাতে থাকবে? ভোটারের হাতে, নাকি সরকারের হাতে? বর্তমান বিএনপি সরকার জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে আইন করে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এ দেশে আওয়ামী লীগ একদিন নিষিদ্ধ হবে এবং জামায়াতে ইসলামী জাতীয় সংসদ আলো করে বসে থাকবে, এটি ইতিহাসের একটি 'প্যারাডক্স'।

সরকার এ পর্যায়ে এসে আওয়ামী লীগকে কেন নিষিদ্ধ করল, এটি একটি মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন। সরকারের এই সিদ্ধান্তে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সব দল একমত। বলা যায়, একধরনের রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শিগগিরই স্থানীয় সরকার নির্বাচন হবে। এর ফলে তৃণমূলে আওয়ামী লীগ নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবে। সেটি যেন না পারে, তার একটা ব্যবস্থা হলো।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন মনে জাগে। আওয়ামী লীগ কি সত্যি সত্যি রাজনীতিতে ফিরে আসতে বা সক্রিয় হতে চায়? তাদের ভাবগতিক দেখে এটা মনে হয় না। দলের শীর্ষ নেতারা সবাই পলাতক। আত্মীয়নির্ভর দলের নেতৃত্ব জেনেবুঝেই সব আত্মীয়কে অভ্যুত্থানের আগেই বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা কার্যত দলের মালিক। তাঁর কোনো আচরণে মনে হয়নি তিনি আদৌ রাজনীতিতে ফিরে আসতে ইচ্ছুক। সে ইচ্ছা থাকলে তাঁর কথাবার্তা ও আচরণ অন্য রকম হতো। এখন তাঁর হয়ে কথা বলেন তাঁর ছেলে। আওয়ামী লীগ কি শেষমেশ একটা মা-ছেলের দলে পরিণত হলো?

এদিকে তাঁর দলের অনেক সমর্থক দেশের আনাচে-কানাচে আহাজারি করে বেড়াচ্ছে। অথচ দলের মালিকের দেখা নেই। এত বড় একটা দল, তার নাকি কোটি কোটি সমর্থক। কোথায় তারা?

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের পেছনে এ দলেরও কিছু কৌশল থাকতে পারে। সেটি বোঝা যাবে আগামী দিনে।

মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক

মার্কিন-ইরান যুদ্ধবিরতিতে পাকিস্তান

১৪ পৃষ্ঠার পর

দেখা হয়। এ ঘটনা সাময়িক হলেও সেই চিত্রে ফাটল ধরিয়েছে।

পাকিস্তানের অর্জন অন্য জায়গায়। সে এই সংকট সমাধান করে 'বড় শক্তি' হয়ে যায়নি। কিন্তু সে প্রমাণ করেছে, উপযুক্ত সময় এলে ভূগোল, সামরিক যোগাযোগ, আঞ্চলিক সম্পর্ক ও কূটনৈতিক তৎপরতাকে একসঙ্গে ব্যবহার করে নিজেকে দরকারি করে তোলা যায়। ২০২৬ সালের এই এপ্রিল পর্বে পাকিস্তান সেটাই করেছে।

হঠাৎই পাকিস্তানকে এমন একটি রাষ্ট্র হিসেবে দেখা যাচ্ছে, যে শুধু নিজের সমস্যা সামলাতে ব্যস্ত নয়, আঞ্চলিক সংকটেও ভূমিকা রাখতে পারে। এটি ছোট বিষয় নয়। কারণ, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সব দেশের কণ্ঠ সমানভাবে শোনা হয় না। কিন্তু যখন একটি দেশ সংকটের মুহূর্তে দরকারি হয়ে ওঠে, তখন তার প্রতি দৃষ্টিও বদলে যায়। পাকিস্তান এই পরিবর্তিত দৃষ্টিই এখন কাজে লাগাতে চাইবে।

তৃতীয় লাভটি আরও গভীর। পাকিস্তান অনেক দিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ককে পুরোনো নিরাপত্তানির্ভর কাঠামোর বাইরে নিয়ে যেতে চাইছে। আবার উপসাগরীয় দেশগুলোকেও দেখাতে চাইছে যে সংকটের সময় তাকে বিশ্বাস করা যায়। একই সঙ্গে চীনের কাছেও এটি একটি বার্তা, পাকিস্তান শুধু করিডর নয়, কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও কার্যকর। যদি ইসলামাবাদ ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংলাপের আরও বড় পর্বের আয়োজক হতে পারে, তাহলে এই সাময়িক সাফল্য দীর্ঘমেয়াদি কূটনৈতিক মূলধনে পরিণত হতে পারে। এখানেই পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় কৌশলগত সম্ভাবনা।

তবে এখানে বাড়াবাড়ি করার সুযোগ নেই। যুদ্ধবিরতি মানেই সংকট শেষড় এমন ভাবার কারণ নেই। যুক্তরাষ্ট্র এখনো ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ, ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি এবং পারমাণবিক সক্ষমতা নিয়ে কঠোর অবস্থানে আছে। তেহরানও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, নিজস্ব অধিকার এবং হরমুজ ঘিরে তার অবস্থান থেকে সরে আসার ইঙ্গিত দেয়নি। এর ওপর ইসরায়েলও স্পষ্ট করেছে যে এই অস্থায়ী বিরতি পুরো সংঘাতের শেষ নয়। ফলে পাকিস্তানের সাফল্য বাস্তব, কিন্তু তা এখনো নড়বড়ে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আলোচনা ভেঙে গেলে এই প্রশংসা দ্রুত মিলিয়ে যেতে পারে।

আরেকটি কথাও মনে রাখতে হবেড়পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু একা ছিল না। তুরস্কের গোয়েন্দা ভূমিকার কথাও এসেছে। চীনের প্রভাবও ছিল উল্লেখযোগ্য। কাজেই পাকিস্তানকে এই যুদ্ধবিরতির একমাত্র রচয়িতা বলা ঠিক হবে না; বরং বলা যায়, জটিল ও বিপজ্জনক এক কূটনৈতিক পরিসরে পাকিস্তান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকারীদের একজন হয়ে ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আপিল বোর্ডের

৫২ পৃষ্ঠার পর

কর্মকাণ্ডের প্রতিশোধ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা এর বিরুদ্ধে আপিল করার অঙ্গীকার করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের একজন স্থায়ী বাসিন্দা (গ্রীন কার্ড) খলিল জোর দিয়ে বলেছেন যে, তিনি কোনো অপরাধ করেননি এবং তাঁর নিজস্ব মতাদর্শের কারণেই তাঁকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে।

এর আগে ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের ওপর পরিচালিত ব্যাপক ধরপাকড় অভিযানের অংশ হিসেবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তিনি তিন মাসেরও বেশি সময় আটকাবস্থায় কাটিয়েছেন।

৪০তম ফোবানা কনভেনশনের

৫১ পৃষ্ঠার পর

বিষয়ভিত্তিক সেমিনার।

এবারের ফোবানা আমন্ত্রিত তারকা শিল্পী থাকছেন দর্শক নন্দিত অভিনেত্রী তারিন জাহান, সাজু খাদেম,পরীমনি, মাহিয়া মাহি, নুসরাত ফারিয়া, শ্রাবন্তি দত্ত তিন্নি।

জনপ্রিয় কণ্ঠ শিল্পী ইমরান, কনা, লিজা, প্রতিক হাসান ও আরজিন কামাল সহ আরো অনেকে।

কিক অফ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন মিজানুর রহমান বাচ্চু (টঝ ইঅঈঐট), নাজনিন আকতার, সামির মামুদ (চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠ), জারার মাহমুদ, সৈয়দ মিলু এবং নাজিম উদ্দিন।

ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো ৪০তম ফোবানার কিক-অফ মিটিংয়ে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন: আনোয়ার হোসেন সেন্টু - কনভেনর, এ.কে. এম হোসাইন হিটু - কনভেনর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, মোঃ নাজিম উল্লাহ লিটন - চীফ কো-অর্ডিনেটর, সামস ইউ আহমেদ সোভন - সহ-সভাপতি, রাসেল মিয়া - মেম্বার সেক্রেটারী

মোঃ ইসহাক আলী - ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বাংলাদেশ সমিতি, সাইফুল ভূঞা দুলু - সহ সভাপতি ৪০তম ফোবানা কনভেনশন কমিটি, আসিফ কোজী ছোটন - চীফ এ্যাডমিনিস্টেটর? এ,কে, এম হোসাইন রোমেল - সভাপতি বাংলাদেশ সোসাইটি অফ সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা, কুদরত আলী, তারেক মাহমুদ - সভাপতি, এসোসিয়শন অব ওয়ার্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্ট, বাহার হোসেন - সাধারণ সম্পাদক সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা স্পোর্টস ক্লাব, মুরাদ হোসেন - এক্সেকিউটিব মেম্বার সেক্রেটারী, ৪০তম ফোবানা কনভেনশন কমিটি, সাইফ চৌধুরী নান্টু - সহ-সভাপতি, ৪০তম ফোবানা কনভেনশন কমিটি, সাইদ হোসেন - কো- কনভেনর, ৪০তম ফোবানা কনভেনশন কমিটি? সাইদ চৌধুরী - কো- কনভেনর, ৪০তম ফোবানা কনভেনশন কমিটি, মোস্তফা ফিরোজ - কো- কনভেনর, ৪০তম ফোবানা কনভেনশন কমিটি, মিজানুর রহমান বাচ্চু - কো- কনভেনর, ৪০তম ফোবানা কনভেনশন কমিটি, জেমন চৌধুরী - সহ সভাপতি ৪০তম ফোবানা কনভেনশন কমিটি, মোঃ ইউনুস হোসাইন, - সাধারণ সম্পাদক - বাংলাদেশ সোসাইটি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা, সামির রহমান - উপদেষ্টা- ৪০তম ফোবানা কনভেশন কমিটি, সগির মিয়া - উপদেষ্টা- ৪০তম ফোবানা কনভেশন কমিটি, এডভোকেট জোবাইদা কৈরাল - উপদেষ্টা- ৪০তম ফোবানা কনভেশন কমিটি, মারুফ আহমেদ - উপদেষ্টা- ৪০তম ফোবানা কনভেশন কমিটি, বখতিয়ার রহমান - মিডিয়া ও কমিউনিকেশন কনভেনর জাহেদ আলম, সামসুদ তোহা, তাহের রাসু, তপন ঘোষ, পল্লী ইসলাম, স্বপন অধিকারী, সৈয়দ মিলু, জাহাঙ্গীর খান,মিজান মোস্তফা সবুজ, আপেল, রকিবুল আলম,মোঃ নূর, মহসিন মিয়া, পারভেজ হাসেম, সায়মা সাব্বির, তাহের মিয়া, জলি আহমেদ, মুনিরা সুলতানা, স্নিগ্ধা খান লিপি, নব রেজা, নাজিয়া নুজহাত নিশি, শাহ জামাল, মাসুদ ওসমান চৌধুরী, ফরহাদ হোসেন, কাজী মাহিদ মিশু, রেজা উদ্দিন, ওমর ফারুক, ইমরান হোসাইন, মেহরাজ হোসাইন, রনজু, হোসাইন দিপ, সাইফুল, শাহীনা গাফফার সেতু, সইফুল হক সরকার, নাজনিন আকতার, হোসাইন আলী, জাহিদা আলীসহ ফোবানা কমিটি ও হোস্ট কমিটির নেতৃবৃন্দ।

ভেন্যু পরিদর্শন : ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং হোস্ট কমিটির নেতৃবৃন্দ, কিক-অফ মিটিংয়ের পরের দিন, ৪০তম ফোবানা কনভেনশানের ভেন্যু পরিদর্শন করেন। ফোবানার এক্সিকিউটিভ কমিটির নেতারা ভেন্যু দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, এবং হোটেলের সুবিধাগুলো সম্পর্কে অবগত হন। হোটেল কর্তৃপক্ষ জানান, ভেন্যুর পাশে পর্যাপ্ত পার্কিং ব্যাবস্থা থাকবে, এছাড়া, মূল হলের পাশে তিনটি সেমিনার রুম থাকবে, রেজিস্ট্রেশন রুমও মূল হলের পাশে থাকবে, যেখানে রেজিস্ট্রেশন বুথ থাকবে, আর পাশে ভেন্ডারদের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকবে, যেখানে তারা বিভিন্ন পণ্যের প্রদর্শনী করতে পারবেন। এছাড়াও, ভেন্যু এবং হোটেল থেকে ডিজনি ওয়ার্ল্ড অতি সন্নিকটে। অতিথিরা কনভেনশনের পরবর্তী সময়ে, হোটেল থেকে ডিজনি ওয়ার্ল্ড ভ্রমণের সুযোগ পাবেন।

নিউ ইয়র্কের সাবেক মেয়র এরিক

৫২ পৃষ্ঠার পর

আলবেনিয়ার প্রেসিডেন্ট বাজরাম বেজাইয়ের জারি করা এক সরকারি ডিক্রিতে অ্যাডামসের "অনুরোধক্রমে" তাকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। ইউরোনিউজ জানিয়েছে, অ্যাডামস একটি আলবেনীয় পাসপোর্টও হাতে পেয়েছেন।

সাবেক মেয়রের মুখপাত্র টড শাপিরো বলেন, "তিনি বিশ্বকে ভালোবাসেন।" এক বিবৃতিতে শাপিরো এই পদক্ষেপটিকে একটি বিশ্বজনীন নগরী পরিচালনার ক্ষেত্রে মেয়রের দায়িত্বাবলিরই একটি স্বাভাবিক অংশ হিসেবে তুলে ধরেন। নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র থাকাকালীন এরিক অ্যাডামস অসংখ্যবার বিভিন্ন দেশের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন; সেসব অনুষ্ঠানে তিনি প্রায়ই নিউ ইয়র্ক সিটিকে আমেরিকার আন্তর্জাতিক নগরী হিসেবে বর্ণনা করতেন। এই বিষয়টি একসময় কিছুটা কৌতুকের বিষয়ে পরিণত হয়েছিল, যা অ্যাডামস নিজেও বেশ উপভোগ করতেন।

তবে বিদেশে ভ্রমণের প্রতি অ্যাডামসের এই বিশেষ অনুরাগই পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে আনীত ঘুষ গ্রহণ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের পাঁচ দফা ফৌজদারি অভিযোগের একটি উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। অভিযোগ করা হয়েছিল যে, তিনি তুরস্ক সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বিমানের টিকিটে অবৈধ "আপগ্রেড" বা বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিচার বিভাগের অনুরোধে এই অভিযোগগুলো খারিজ করে দেওয়া হয়, যাতে অ্যাডামস অভিবাসন সংক্রান্ত ফেডারেল কর্তৃপক্ষের কঠোর অভিযানে সহায়তা করতে পারেন।

অ্যাডামসের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি এক বছরেরও বেশি সময় আগে "উইথ প্রেজুডিস" (রিঃয ঢ়ৎবলঁফরপব) শর্তে খারিজ করে দেওয়া হয়; এর অর্থ হলো, সাবেক মেয়রকে ভবিষ্যতে আর কখনোই একই অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারের মুখোমুখি করা যাবে না।

তবে অ্যাডামসের সহযোগীরা ততটা ভাগ্যবান নন। তার সাবেক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা ইনগ্রিড লুইস মার্টিনকে আগামী মাসে ঘুষ গ্রহণ ও অর্থ পাচারের অভিযোগে আবারও আদালতে হাজিরা দিতে হবে। অ্যাডামসের ঘনিষ্ঠ এক রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীকে গত সপ্তাহে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অ্যাডামসের আরেক সাবেক সহকারীকে রাজনৈতিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে হাজার হাজার ডলার ঘুষ ও অবৈধ অর্থ গ্রহণের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত সকলেই নিজেদের নির্দোষ দাবি করেছেন।

অ্যাডামস বর্তমানে নিউ ইয়র্ক সিটি ক্যাম্পেইন ফাইন্যান্স বোর্ড-এর একটি অমীমাংসিত নিরীক্ষা বা অডিটের মুখোমুখি রয়েছেন। এই নিরীক্ষাটি তার ২০২১ সালের নির্বাচনী প্রচারণার তহবিল সংগ্রহ সংক্রান্ত। পরিস্থিতি যদি সবচেয়ে খারাপের দিকে যায়, তবে মেয়রের নির্বাচনী প্রচারণাকে প্রাপ্ত ১০ মিলিয়ন ডলারের পুরো সরকারি অনুদানই ফেরত দিতে বাধ্য করা হতে পারে।

বোর্ডের মুখপাত্র অ্যামি লেবোউইটজ বলেন, "চলমান নিরীক্ষা বা তদন্তের বিষয়ে সিএফবি কোনো মন্তব্য করে না।"

মেয়র পদে থাকাকালীন অ্যাডামস আলবেনিয়ার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। পুনর্নির্বাচিত হওয়ার প্রচেষ্টা স্থগিত করার পর, মেয়র সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকের উদ্দেশ্যে আলবেনিয়ায় চার দিনের সফরে যান; তিনি জানান যে, এই বৈঠকগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল পর্যটন ও ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করা। আলবেনিয়া সরকার তাঁর আবাসন ও স্থানীয় যাতায়াতের খরচ বহন করেছিল।

২০২২ সালে আলবেনিয়ায় অনুষ্ঠিত 'আমেরিকান আইডল' দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি প্রতিযোগিতায় অ্যাডামসের ছেলেও অংশ নিয়েছিলেন।

নিউ ইয়র্ক সিটির বাড়িওয়ালাদের শীঘ্রই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রদান করা বাধ্যতামূলক হবে

৫২ পৃষ্ঠার পর

যুগান্তকারী নতুন বিল পাস হয়েছে।

এই বিলটি নিউ ইয়র্কবাসীদের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ঋতু—গ্রীষ্মকাল—সম্পর্কে আগেভাগে ভাবতে বাধ্য করছে। ভাড়াটিয়াদের অধিকারের ক্ষেত্রে এক বিশাল পরিবর্তনের অংশ হিসেবে, শীঘ্রই আইনের মাধ্যমে নিউ ইয়র্ক সিটির অধিকাংশ অ্যাপার্টমেন্টে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা বাধ্যতামূলক করা হবে।

গত ২০২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারি, শনিবার, সিটি কাউন্সিল একটি বিল অনুমোদন করেছে। কাউন্সিল সদস্য লিংকন রেস্টলারের পৃষ্ঠপোষকতায় পাস হওয়া এই বিলটি আনুষ্ঠানিকভাবে "শীতলীকরণ" বা কুলিং ব্যবস্থাকে বাসস্থানের একটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে—ঠিক যেমনটা আগে থেকেই "উষ্ণতা" এবং "প্রবাহিত পানি"র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। তবে এর একটি শর্ত বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে: এই নতুন ব্যবস্থার সুফল পুরোপুরি কার্যকর হওয়ার আগে, ভাড়াটিয়াদের নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দাদের এর আরও চারটি অসহনীয় গরম গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করতে হবে।

নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য এর অর্থ কী?

এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে, নিউ ইয়র্ক সিটির বাড়িওয়ালাদের জন্য শীতকালে বাসস্থানে উষ্ণতা বা হিটিং ব্যবস্থা প্রদান করা আইনত বাধ্যতামূলক ছিল (এই বিধানটি ১৯১৮ সাল থেকে বলবৎ রয়েছে)। এই নতুন আইনটি ঠিক তার বিপরীত বিষয়টির ওপর আলোকপাত করে: আর তা হলো "শীতলীকরণ ঋতু" বা ঈড়ড়ষরহম ঝবধংড়হ।

সময়সীমা: যদিও বিলটি এখন আইনে পরিণত হয়েছে, তবুও এর আনুষ্ঠানিক বাস্তবায়ন বা প্রয়োগ শুরু হবে না ১লা জুন, ২০৩০-এর আগে।

আবশ্যিক শর্ত: বাড়িওয়ালাদের এমন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, যা ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা ৭৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৭৮°ঋ) বা তার নিচে রাখতে সক্ষম।

কার্যকর সময়কাল: এই বাধ্যতামূলক বিধানটি শহরের আনুষ্ঠানিক "শীতলীকরণ ঋতু" চলাকালীন প্রযোজ্য হবে; এই ঋতুটি প্রতি বছর ১৫ই জুন থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

২০৩০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা কেন?

২০২৪ সালের জুলাই মাসে এই আইনটি প্রথম উত্থাপন করা হয়—এমন একটি গ্রীষ্মের ঠিক পরেই, যা তীব্র তাপপ্রবাহ এবং তাপজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যুর ক্রমবর্ধমান ঘটনার কারণে বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিল। আইনটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয় যখন তৎকালীন মেয়র এরিক অ্যাডামস নির্ধারিত ৩০ দিনের সময়সীমার মধ্যে এতে স্বাক্ষরও করেননি, আবার ভেটোও দেননি।

তবে এই চার বছরের বিলম্বটি ছিল সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত। এর উদ্দেশ্য হলো সম্পত্তির মালিকদের তাদের পুরনো হয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক গ্রিডগুলো আধুনিকায়ন করার এবং নিউ ইয়র্ক স্টেটের ইউটিলিটি বা পরিষেবা সংক্রান্ত ভর্তুকির জন্য আবেদন করার পর্যাপ্ত সময় দেওয়া।

এই আইনটি কত মানুষের ওপর প্রভাব ফেলবে?

শহরের পরিবেশ ও স্বাস্থ্য তথ্য পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী, নিউ ইয়র্ক সিটির উষ্ণ মাসগুলোতে মোট মৃত্যুর প্রায় ৩ শতাংশই ঘটে তাপজনিত কারণে। গত এক দশকে এই সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে; কারণ গ্রীষ্মকালগুলো এখন আরও বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে এবং তাপমাত্রা ৮২ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে যাওয়ার দিনের সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়ছে।

ধারণা করা হয়, বর্তমানে প্রায় ৮,৫০,০০০ নিউ ইয়র্কবাসী শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (এয়ার কন্ডিশনিং) ছাড়াই বসবাস করছেন—যা তাপজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে এককভাবে সবচেয়ে বড় ঝুঁকির কারণ হিসেবে বিবেচিত।

এই ঝুঁকির বোঝাটি অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নিম্ন আয়ের এলাকা এবং অশ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর ওপর এসে পড়ে, যেখানে শরীর শীতল রাখার বা আরামদায়ক পরিবেশ পাওয়ার সুযোগ অনেক কম। শহরের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন যে, তাপজনিত মৃত্যুর অধিকাংশ ঘটনাই ঘটে এমন সব বাড়ির ভেতরে যেখানে কোনো শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই; আর এই বিষয়টিই জোরালোভাবে ফুটিয়ে তোলে যে, ঘরের ভেতরের অতিরিক্ত তাপ কতটা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

জরিমানা এবং আইন প্রয়োগ:

২০৩০ সাল শুরু হওয়ার পর, আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিভাগ (ঐচউ) এই আইনের প্রয়োগ বা তদারকির দায়িত্ব পালন করবে। ভাড়াটিয়ারা '৩১১' নম্বরের মাধ্যমে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ জানাতে পারবেন; আর যেসব বাড়িওয়ালা পর্যাপ্ত শীতলীকরণের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হবেন, তাঁদের কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হতে পারে:

দৈনিক জরিমানা: প্রতিদিন ৩৫০ ডলার থেকে ১,২৫০ ডলার পর্যন্ত

দ্রুত সমাধানের প্রণোদনা: প্রথমবার নিয়ম লঙ্ঘনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি সমস্যার সমাধান করা হয়, তবে জরিমানার পরিমাণ কমিয়ে ২৫০ ডলার করা হতে পারে।

বিল কে পরিশোধ করবেন?

যদিও শীতলীকরণ যন্ত্রের ব্যবস্থা করা এবং তা স্থাপনের দায়িত্ব বাড়িওয়ালার ওপর ন্যস্ত থাকে, তবুও এর বিদ্যুৎ ব্যবহারের খরচ সাধারণত ভাড়াটিয়াকেই বহন করতে হয়।

ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত (ৎবহঃ-ংঃধনরষরুবফ) অ্যাপার্টমেন্টগুলোর ক্ষেত্রে, নতুন যন্ত্রপাতির খরচ মেটানোর উদ্দেশ্যে বাড়িওয়ালাদের স্থায়ীভাবে ভাড়া বৃদ্ধির আবেদন করার অনুমতি দেওয়া হতে পারে; তবে বাড়িওয়ালারা এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই, ঐচউ-এর পক্ষ থেকে ভাড়াটিয়াদের এই সম্ভাব্য প্রভাবগুলো সম্পর্কে অবহিত করা বাধ্যতামূলক।

এই আইনটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হওয়ার পর, নিউ ইয়র্ক সিটি সেই ক্রমবর্ধিষ্ণু তালিকায় যুক্ত হবে—যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শিকাগো, ফিনিক্স এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো 'শীতল' শহরগুলো—যেখানে ইতিমধ্যেই অনুরূপ আইন কার্যকর রয়েছে।

তেহরান 'পরমাণু উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়তে'

৪৩ পৃষ্ঠার পর

তবে তারা চেয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে যা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে, তা আলোচনার টেবিলে হাসিল করতে।"

ইরানি গণমাধ্যম জানিয়েছে, স্থানীয় সময় মধ্যরাত নাগাদ ইরানের প্রতিনিধি দল ইসলামাবাদ ত্যাগ করেছে।

তথ্যসূত্র: সিএনএন

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানকে যুদ্ধবিরতি রক্ষার আহ্বান পাকিস্তানের

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সরাসরি আলোচনা কোনো ধরনের সমঝোতা ছাড়াই শেষ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দুই পক্ষকে যুদ্ধবিরতির প্রতিশ্রুতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইশহাক দার।

বৈঠক শেষে দেওয়া এক বিবৃতিতে ইশহাক দার বলেন, "উভয় পক্ষকে যুদ্ধবিরতির বিষয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এবং তা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।" পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে দেওয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইশহাক দার আরও জানান যে, আগামী দিনগুলোতেও পাকিস্তান দুই দেশের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখবে। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নতুন করে সংলাপের পথ প্রশস্ত করতে পাকিস্তান নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তথ্যসূত্র: এপি

ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা রুখতে চায় ওয়াশিংটন, একেই "প্রধান লক্ষ্য" বললেন জেডি ভ্যান্স

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণ করা ট্রাম্প প্রশাসনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। জেডি ভ্যান্স বলেন, "সহজ কথা হলো, আমাদের এমন একটি ইতিবাচক প্রতিশ্রুতি দরকার যে তারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না এবং এমন কোনো সরঞ্জামও খুঁজবে না যা তাদের দ্রুত পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনে সক্ষম করে তোলে।" তিনি বিষয়টিকে ট্রাম্পের "প্রধান লক্ষ্য" হিসেবে বর্ণনা করেন। ভ্যান্স আরও বলেন যে, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ইতিমধ্যে "ধ্বংস করা হয়েছে"। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে যাতে ইরান আর কখনো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করে, সেজন্য তাদের কাছ থেকে একটি "মৌলিক সদিচ্ছার প্রতিশ্রুতি" প্রয়োজন।

তিনি বর্তমান পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, "আমরা এখনও তা দেখিনি। আশা করি আমরা তা দেখতে পাব।"

তথ্যসূত্র: বিবিসি

বেশ কিছু ইস্যুতে ঐকমত্যে পৌঁছায় ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র, দুই-তিন বিষয়ে মতপার্থক্য

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র বেশ কিছু বিষয়ে একটি "সমঝোতায় পৌঁছেছে" বলে জানিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাকাই। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নিউ ইয়র্কে খান’স টিউটোরিয়াল’র কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ টিউটোরিং সেন্টার খান’স টিউটোরিয়াল থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিউইয়র্ক সিটির নতুন প্রজন্মের ৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী স্পেশালাইজড হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। এবছর ‘খান’স টিউটোরিয়াল’-এ প্রশিক্ষণ নিয়ে ১৩২ জন শিক্ষার্থী নিউইয়র্ক সিটির স্পেশালাইজড হাইস্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। যেসব মেধাবী শিক্ষার্থী সিটির স্পেশালাইজড হাইস্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের এবং তাদের গর্বিত মা-বাবাদের সংবর্ধিত করেছে খান’স টিউটোরিয়াল।

গত ২৮ মার্চ শনিবার এই সংবর্ধনা দেয়া হয় জ্যাকসন হাইটস শাখায় এবং ১ এপ্রিল রবিবার দেয়া হয় ব্রঙ্কেসের পার্কচেস্টার শাখায়। বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী তাদের মা-বাবা এবং ভাইবোনদের সাথে এই সংবর্ধনায় যোগ দিয়েছিলেন। দুটি অনুষ্ঠানেই কৃতি শিক্ষার্থীসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে অভিনন্দিত জানান, খান’স টিউটোরিয়ালের চেয়ারপারসন ড. নাঈমা খান, প্রেসিডেন্ট ও সিইও ডা. ইভান খান এবং তাসনিম ইমাম খান। ড. নাঈমা খান ও ডা. ইভান খান ছাত্র-ছাত্রীদের এই সাফল্যের জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম, গভীর মনোনিবেশ এবং বাবা-মার সার্বিক সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। তারা মা-বাবাসহ কৃতি শিক্ষার্থীদের প্রশংসা ও অভিনন্দন জানান। তারা জানান, আমাদের অন্যান্ন শাখার কৃতি শিক্ষার্থীদেরও আমরা সংবর্ধনা দিয়ে উৎসাহিত করবো।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তারা বলেন, তাদের নিউইয়র্ক সিটির সেরা হাইস্কুলে ভর্তির জন্য তাদের মা-বাবারা জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের সেরা শিক্ষা প্রদানের জন্য যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, অর্থ ব্যয় করছেন- তার কোনো তুলনা হয় না। কৃতি শিক্ষার্থীরা সব সময় তাদের পিতা-মাতাদের এই কষ্ট স্বীকারের কথা যেন মনে রাখে। অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা হিসাবে বক্তব্য রেখে শিক্ষার্থীদের জীবনের সফলতা কামনা করেছেন সাপ্তাহিক বাঙালীর সম্পাদক কৌশিক আহমেদ।

শেষ পর্যায়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট সনদসহ তাদের মা ও বাবা এবং যেসব ভাই বা বোন উপস্থিত ছিল তাদের গলায় মেডেল পরিয়ে দেন ড. নাঈমা খান, ডা. ইভান খান ও তাসনিম ইমাম খান।

সাটিফিকেট ও মেডেল পাওয়ার পর সকল মা ও বাবা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে খান’স টিউটোরিয়ালকে ধন্যবাদ জানান এবং এর পরিচালকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। আর শিক্ষার্থীরা খান’স টিউটোরিয়ালসহ তাদের শিক্ষক এবং মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভবিষ্যতে তারা কী হতে চায় সেই স্বপ্নের কথা উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরেন।

জরিপ: ৫৯% মনে করেন নিউ ইয়র্ক সিটি ভুল পথে এগোচ্ছে, তবে অধিকাংশই মামদানির সমর্থক

৫২ পৃষ্ঠার পর

৫৫ শতাংশ ভোটার মনে করেন, অঙ্গরাজ্য সরকারের উচিত ধনীদের ওপর করের হার বৃদ্ধি করা; ৪১ শতাংশ মনে করেন নিউ ইয়র্ক সিটির উচিত তাদের ব্যয়ের ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত করা; এবং ৪ শতাংশ মনে করেন যে সম্পত্তির ওপর করের হার ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা উচিত। নিবন্ধিত ভোটারদের ৫৫ শতাংশ ‘মিলিয়নেয়ার ট্যাক্স’ বা ধনীদের ওপর কর আরোপের সমর্থন করেন; অন্যদিকে ২০ শতাংশ এর বিরোধিতা করেন এবং ১৫ শতাংশ এ বিষয়ে নিশ্চিত নন।

এই জনমত জরিপের ত্রুটির মাত্রা হলো প্লাস বা মাইনাস ৩.৪ শতাংশ।

অপর একটি জনমত জরিপ অনুযায়ী, মেয়র জোহরান মামদানি তাঁর দায়িত্বগ্রহণের প্রথম ১০০ দিন পূর্ণ করার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকাকালে, প্রায় অর্ধেক নিউ ইয়র্কবাসী তাঁর কাজের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

বুধবার (৮ এপ্রিল) প্রকাশিতঃমারিস্ট পোল্স (গধৎরংঃ চড়ষষ)-এর একটি জরিপে দেখা গেছে যে, শহরের বাসিন্দাদের ৪৮ শতাংশ মনে করেন মেয়র বেশ ভালো কাজ করছেন; এর বিপরীতে ৩০ শতাংশ তাঁর কাজের মূল্যায়নে অসন্তুষ্ট এবং ২৩ শতাংশ তাঁর কাজের মান সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট মতামত দিতে পারেননি।

গবেষকরা তাঁদের প্রতিবেদনে লিখেছেন, “মামদানিকে একজন অমায়িক, কঠোর পরিশ্রমী ও যত্নশীল ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁকে একজন দক্ষ নেতা হিসেবেও দেখা হয়, যিনি নিউ ইয়র্ক সিটির সকল বাসিন্দার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং এইবিগ অ্যাপল (নিউ ইয়র্ক শহর)-এ ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করেন।চ

শহরটির সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে মানুষের মধ্যে আশাবাদও বৃদ্ধি পেয়েছে; ৫৬ শতাংশ নিউ ইয়র্কবাসী মনে করেন যে শহরের পরিস্থিতি সঠিক পথেই এগোচ্ছে, যেখানে ৪৩ শতাংশের মতে পরিস্থিতি ভুল বা বিপরীত দিকে ধাবিত হচ্ছে।

সাকিব আলীর শেষ যাত্রায় আটলান্টার বেথেলহামে শোকার্ত মানুষের ঢল

পরিচয় ডেস্ক: গত ১০ এপ্রিল শুক্রবার বেলা তিনটায় যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া প্রবাসী বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ার সাকিব আলীর (২৯) বৃহত্তর আটলান্টার অদূরে নিউ মুসলিম সেমিটারি অব বেথেলহাম, জর্জিয়ায় দ্বিতীয় দফা নামাজে জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়। ৮ এপ্রিল প্রথম দফা নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় ইসলামিক সেন্টার অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলস। জর্জিয়ায় নামাজে জানাজায় ইমামতি করেন জর্জিয়া ইসলামিক ইন্সটিউট অব লরেন্সভিলের পরিচালক ও ইমাম মাওলানা আব্দুল গাফফার ।

আব্দুল গাফফার জানাজা পূর্ব এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন এত বিশাল নামাজে জানাজা এবং মানুষের ঢল তিনি আটলান্টায় কখনও দেখেননি । এটা ছিল স্মরণকালের শোকার্ত মানুষের ঢল । নিউ মুসলিম সেমিটারি অব বেথেলহাম তারই পরিচালিত একটি মুসলিম কম্যুনিটির কবরস্থান।

নিহত সাকিব আলী জর্জিয়া প্রবাসী বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক ও আওয়ামী লীগ নেতা ডা; মুহম্মদ আলি মানিকের একমাত্র পুত্র । তানজিল নুসরত আলি নামক সাকিবের একটি বোনও আছে। সাকিব অ্যামাজন মিউজিকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে হিসেবে কর্মরত ছিলেন। লস অ্যাঞ্জেলস পুলিশ গত ৬ এপ্রিল তার নিজ অ্যাপার্টমেন্ট থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি সংক্ষেপে জর্জিয়া টেক থেকে তথ্য প্রযুক্তিতে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে সাকিব জর্জিয়ায়ই টেলিকম কোম্পানি এটিঅ্যান্ডটি’তে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। এরপর যোগদান করেন অ্যামাজনে। পরে এ কোম্পানিতেই ফ্লোরিডা হয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে স্থানান্তরিত হন। চাকরির সুবাদে লস অ্যাঞ্জেলেসে অভিজাত এলাকা হিসেবে পরিচিত মেরিনা ডেল রে সিটিতে একটি এপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে একাকী বসবাস করতেন সাকিব আলী।

লস অ্যাঞ্জেলস অবস্থান করলেও সুবোধ বালক সাকিব আটলান্টায় নিয়মিত পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখতেন । গত ৪ এপ্রিল থেকেই তার কোনো খোঁজ পাচ্ছিল না পরিবার। এক পর্যায়ে সাকিবের পিতা ডাঃ মুহম্মদ আলি মানিক লস অ্যাঞ্জেলেসে তার জনৈক বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করে সাকিবের খোঁজ খবর নিতে বলেন। ঐ ব্যক্তি খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন সাকিবের বাসের ঘর ভিতর থেকে বন্ধ । বারবার ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে তিনি স্থানীয় পুলিশের শরণাপন্ন হন। পুলিশ এসে দরজা খুলে ভেতর থেকে সাকিবের নিথর দেহ শোবার ঘর থেকে উদ্ধার করে । পরে তিনি বাবা মোহাম্মদ আলি মানিককে মৃত সংবাদ জানান । সংবাদ পাওয়ার পরপরই সাকিবের বাবা ডাঃ মুহম্মদ আলি মানিক ও মা শাকিরা আলি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার সভাপতি আরেফিন বাবুল , পারিবারিক বন্ধু ফোবানার সাবেক কনভেনর মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনসহ কয়েকজন লস অ্যাঞ্জেলস ছুটে যান।

লস অ্যাঞ্জেলস পুলিশ মরদেহের ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্ত শেষে ৭ এপ্রিল সাকিবের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে এবং জানা যায় হার্ট এ্যাটাকে তার মৃত্যু হয়েছে। ৮ এপ্রিল লস অ্যাঞ্জেলেসের সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ইসলামিক সেন্টারে সাকিবের মরদেহের প্রথম দফা নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ৯ এপ্রিল মরদেহ আটলান্টায় আনা হলে গতকাল ১০ এপ্রিল শুক্রবার বাদ জুমা জর্জিয়া ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব লরেন্সভিলের ব্যবস্থাপনায় নিউ মুসলিম সেমিটারি অব বেথেলহামে দ্বিতীয় জানাজা শেষে ঐ মুসলিম কবরস্থানই মরদেহ দাফন করা হয়।

জর্জিয়া স্টেট সিনেটর শেখ রহমান ও সিনেটর নাবিলা পার্কারসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও প্রবাসী সংগঠনের প্রতিনিধি দেশি বিদেশি বহু মুসল্লি জানাজায় অংশ গ্রহণ করেন।

সাকিবের বাবা ডা. মোহাম্মদ আলী মানিক ও মা শাকিরা আলি সন্তানের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন।

এনওয়াইবিএ লায়ন্স ক্লাব'র নির্বাচন কমিশন গঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হয়েছেন সিনিয়র লায়ন রানো নেওয়াজ। ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন মোহাম্মদ সাঈদ, সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন রকি আলিয়ান, সিনিয়র লায়ন মোহাম্মদ আলী ও সিনিয়র লায়ন নুরুল আজিম।

গত ৩১ মার্চ মঙ্গলবার গুলশান ট্যারেসে অনুষ্ঠিত লায়ন্স ক্লাবের সভায় এই কমিটি গঠিত হয়।
নির্বাচনকে সফল করতে উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন সাবেক প্রেসিডেন্ট এড. মতিউর রহমান, সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন এড. নাসির উদ্দিন, সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন আসেফ বারী, সাবেক প্রেসিডেন্ট লায়ন আহসান হাবীব এবং সিনিয়র লায়ন ডেইজি ইয়াসমিন এবং সিনিয়র লায়ন একেএম ফজলুল হক।
সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি লায়ন জেএফএম রাসেল। সঞ্চালনা এবং সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেছেন সাধারণ সম্পাদক লায়ন মশিউর রহমান মজুমদার। সভায় অর্থনৈতিক প্রতিবেদন পেশ করেছেন ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ লায়ন মাসুদ রানা তপন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লায়ন ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২ এর সেকেন্ড ভাইস গর্ভণর ডিস্ট্রিক্ট শাহ নেওয়াজ। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি পদে ইতোমধ্যেই ৩ জন প্রার্থী আগ্রহের কথা ঘোষণা করেছেন। তারা হলেন বর্তমান সভাপতি জেএফএম রাসেল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাসান জিলানী ও সিনিয়র লায়ন এসএম আলম। এমএস আলম গত বছরও একই পদে নির্বাচন করেছিলেন। সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হতে পারেন বর্তমান কোষাধ্যক্ষ ও সানম্যান গ্লোবাল মানিট্রান্সফারের সিইও মাসুদ রানা তপন এবং বর্তমান কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এমএন হায়দার মুকুট।
নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ২ শতাধিক। ক্লাব সদস্যদের সদস্যপদ নবায়নের মেয়াদ ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

নিউইয়র্কসহ কয়েকটি স্টেটে মুক্তি পেয়েছে আফরান নিশো অভিনীত "দম"

পরিচয় ডেস্ক: গত শুক্রবার ১০ এপ্রিল থেকে যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা'য় মুক্তি পেয়েছে বাংলাদেশে এবারের ঈদের বহুল নন্দিত এবং সাড়া জাগানো আফরান নিশো অভিনীত আলোচিত ছায়াছবি "দম" ।
বাংলাদেশের দর্শক মাতিয়ে ১০ এপ্রিল শুক্রবার থেকে নিউইয়র্কে প্রদর্শিত হচ্ছে কিউ গার্ডেনস সিনেমাসে। প্রতিদিন (২টায়,৫টায়,৮টায়) ৩টি করে শো প্রদর্শিত হবে।
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বায়োস্কোপ ফিল্মস পরিবেশিত 'দম' ছবিতে আফরান নিশো ছাড়াও অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী, পুজা চেরী, ডলি জহুর এবং জনপ্রিয় অভিনেতা জাহিদ হাসান। দম ছবিটি প্রযোজনা করেছেন আলফ-আই, চর্কি এবং এসভিএফ ফিল্মস।
যুক্তরাষ্ট্রে "দম" প্রথমে মুক্তি পেয়েছে নিউইয়র্ক এবং লস আঞ্জেলেসে।
এই দু'টি শহরের সাথে গ্রেটার লস আঞ্জেলেস, এরিজোনা এবং ডেনভার এর দর্শকরাও দেখতে পাচ্ছেন ১০ এপ্রিল শুক্রবার থেকে। এর পর ১৭ এপ্রিল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের এবং কানাডা'র ৩০ টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে "দম"।
বায়োস্কোপ ফিল্মস এর কর্ণধার রাজ হামিদ এবং নওশাবা রশিদ জানান , দম ছবি'র পরিচালক রেদোয়ান রনি ছবি মুক্তি উপলক্ষ্যে আমেরিকা সফরে আসছেন। লস আঞ্জেলেস প্রিমিয়ারে ১০ এপ্রিল শুক্রবার লায়েমলে নর্থ হলিউড থিয়েটারে রেদোয়ান রনি বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন এবং দর্শকদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন ছবি প্রদর্শনীর পর রাজ হামিদ জানান, 'দম' ছবি নিয়ে আমরা প্রচন্ড দর্শক সাড়া পেয়েছি। রেদোয়ান রনি একজন গুনী নির্মাতা হিসেবে নিজেকে আবার প্রমান করেছেন। তিনি আরো বলেন , এ ছবি'র আমেজই আলাদা। কাজাখিস্তান এর পার্বত্য অঞ্চলে চিত্রায়িত এই ছবি'র স্ক্রীন শট গুলো তাক লাগিয়ে দেবার মত। এটা বড় পর্দার ছবি। এটা বাংলা ছবি যে ধীরে ধীরে ম্যাচিউরড হচ্ছে- ব্যতিক্রম ধর্মী বিষয় নিয়ে কাজ করছে- তারই জ্বলন্ত প্রমান। নওশাবা রশিদ বলেন, দম আফরান নিশো ভক্তদের জন্য একটি ঈদ উপহার। তার স্ক্রীন জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন তিনি এই ছবিতে।
অসুস্থতার কারণে নিউইয়র্কে আসতে না পারার আক্ষেপ নিয়ে রাজ হামিদ বলেন, নিউইয়র্ককে ভীষণ মিস করি। নিউ ইয়র্কে দম ছবিটি শুক্রবার ১০ এপ্রিল থেকে কিউ গার্ডেনস সিনেমাতে চলছে। সপ্তাহ ব্যাপী ৪/১০ থেকে ৪/১৬ পর্যন্ত প্রতিদিন ৩ টি শো করে মোট ২১ টি শো-র আয়োজন করা হয়েছে।
তবে নিউ ইয়র্কের প্রিমিয়ার শো হবে শনিবার ১১ এপ্রিল বিকেল ৫ টায়। বাংলাদেশ কন্সুলেট এর স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান এর প্রতি সম্মান রেখে ১ দিন পিছিয়ে দেয়া হয়েছে প্রিমিয়ার প্রদর্শনী।
আমরা আরো আনন্দিত যে পরের সপ্তাহে ১৭ এপ্রিল থেকে সপ্তাহব্যাপী লং আইল্যান্ডের শোকেস ফারমিংডেলে প্রতিদিন ২ টি শো র আয়োজন করা হচ্ছে। এই শো গুলোতে রেদোয়ান রনি যোগ দেবার কথা আছে।
কানাডা র মাল্টিপ্লেক্সগুলোতে ১৭ এপ্রিল মুক্তি পাবে "দম"।

নিউইয়র্কে দুর্ঘটনায় তছনছ নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কসের এক বাংলাদেশি পরিবার

৫২ পৃষ্ঠার পর

৬০ বছর বয়সী মোহাম্মদ হেরামন, ২৫ বছর বয়সী ফাহিম হালিম, ৩৩ বছর বয়সী ফাতিমা আক্তার এবং ১ বছরের এক কন্যাশিশু। তদন্তকারীদের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, অজ্ঞাত কারণে নাজমুল রোবেলের প্রিয়াসটি হঠাৎ সেন্টার লাইন অতিক্রম করে বিপরীত লেনে চলে যায়। ঠিক সেই সময় দক্ষিণমুখী লেনে আসছিল একটি ২০২৫ মডেলের টয়োটা ক্রাউন। সেটি চালাচ্ছিলেন ব্রুকলিনের ২৪ বছর বয়সী লুকা প্যালভেনিয়ান। পাশে ছিলেন ৬২ বছর বয়সী জুলিয়া রিচি। মুখোমুখি সেই সংঘর্ষের তীব্রতা ছিল অকল্পনীয়। প্রিয়াস গাড়িটির সামনের অংশ প্রায় দুমড়েমুচড়ে ধাতব পিণ্ডে পরিণত হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকারীরা যে দৃশ্য দেখেন, তা ছিল শিউরে ওঠার মতো। শেরিফ দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, নাজমুল রোবেল, মোহাম্মদ হেরামন, ফাহিম হালিম এবং অপর গাড়ির যাত্রী জুলিয়া রিচি ঘটনাস্থলেই মারা যান।
দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকাজ ছিল অত্যন্ত জটিল। ফায়ার সার্ভিস ও জরুরি সেবাকর্মীদের বিশেষ হাইড্রোলিক যন্ত্র ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি থেকে হতাহতদের বের করতে হয়। তদন্ত ও উদ্ধারকাজের জন্য স্টেট রুট ৯ঐ প্রায় চার ঘণ্টা বন্ধ রাখা হয়।
এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার মধ্যেও অলৌকিকভাবে বেঁচে যান ফাতিমা আক্তার এবং ১ বছরের কন্যাশিশুটি। ফাতিমাকে অ্যাম্বুলেন্সে এবং শিশুটিকে লাইফনেটের মাধ্যমে আলবানি মেডিকেল সেন্টারে নেওয়া হয়। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ফাতিমা আক্তারের অবস্থা গুরুতর কিন্তু স্থিতিশীল, আর শিশুটি সংকটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।
অপর গাড়ির চালক লুকা প্যালভেনিয়ানও এ দুর্ঘটনায় আহত হন। তাকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল এবং পরে চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে স্পষ্ট, সংঘর্ষটি শুধু প্রাণহানিই ঘটায়নি, বরং মুহূর্তের মধ্যে একাধিক পরিবারকে গভীরভাবে আঘাত করেছে।
কলাম্বিয়া কাউন্টি শেরিফের দপ্তর জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ এখনো তদন্তাধীন। শেরিফ জ্যাকি সালভাতোরের নেতৃত্বে তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, কী কারণে প্রিয়াস গাড়িটি হঠাৎ বিপরীত লেনে চলে গিয়েছিল। কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ নাকি অন্য কোনো কারণ এতে ভূমিকা রেখেছে, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
মোহাম্মদ হেরামন ও ফাহিম হালিমের মৃত্যুতে ব্রঙ্কসের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে গভীর শোক নেমে এসেছে। একই পরিবারের দুই সদস্যকে একসঙ্গে হারানোর বেদনা প্রবাসী সমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছে। স্বজন, পরিচিতজন এবং কমিউনিটির মানুষ এখন আহত মা ও শিশুটির সুস্থতার খবরের অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন সময় পার করছেন।
এই মহাসড়ক হয়তো আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে যাবে, কিন্তু ব্রঙ্কসের সেই পরিবারে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। এখন সবার প্রার্থনা, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ফাতিমা আক্তার ও ১ বছরের শিশুটি যেন সুস্থ হয়ে ফিরে আসে।
নজরুল ইসলাম মিন্টু টরন্টো থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে পত্রিকার সম্পাদক ।

৪০তম ফোবানা সম্মেলন কানাডার টরন্টো - নিউইয়র্কে সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দের ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক: : ২০২৫ সালের নিউইয়র্কের নায়াগ্রা ফলসে অনুষ্ঠিত ৩৯তম ফোবানা স্টীয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবছরের ৪০তম ফোবানা সম্মেলন কানাডার টরন্টোতে অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজক সংগঠন হচ্ছে বাংলাদেশ সোসাইটি এসসি ওন্টারিও, কানাডা। ভেন্যু হচ্ছে টরন্টো নিটির নর্থ ইয়র্কের এগলিন্টন ও ডনভ্যালির 'ডনভ্যালি হোটেল এন্ড সুইটস'। যেহেতে চলতি বছর বিশ্বকাপ ফুটবলের অন্যতম আয়োজক দেশ কানাডা, সেইহেতু টরন্টো ফোবানা সম্মেলনটি-কে 'ফোবানা, ফিফা বিশ্বকাপ কনভেনশন' হিসেবে অভিহিত করা হবে। এই সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশী ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে আগত অতিথিরা যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সম্মেলনের সম্ভাব্য ব্যয় হবে এক লাখ ৩৫ হাজার কানাডিয়ান ডলার। বুধবার সন্ধ্যায় সিটির জ্যাকসন

হাইটসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ফোবানা কর্মকর্তারা এসব তথ্য জানান। খবর ইউএনএ'র।

সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফোবানা স্টীয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ। সম্মেলন বিষয়ে নানা তথ্য তুলে ধরে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফোবানা'র সাবেক চেয়ারম্যান ও 'পেট্রন এন্ড প্লাটিনাম স্পন্সর' বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ। ফোবানার এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী ফিরোজ আহমেদের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান আলী ইমাম ও ডা. খন্দকার মাসুদুর রহমান, সাবেক এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী কাজী আজম, ৪০তম ফোবানা সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি এসসি'র প্রধান উপদেষ্টা ড. দারা আবু যুবায়ের, ফোবানার জয়েন্ট সেক্রেটারী শাহাব উদ্দিন সাগর, কোষাধ্যক্ষ ওয়াহিদ কাজী কাজী এলিন সদস্য খন্দকার ফরহাদ প্রমুখ। পরে ফোবানা কর্মকর্তারা উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সহ সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আহসান হাবীব, ডা. নার্গিস রহমান, অনিক রাজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, অতীতের ধারাবাহিকতায় উত্তর আমেরিকায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের শিল্প-সংস্কৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে এক ছাতার তলে আনাই হবে এবারের ফোবানা সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আয়োজকদের প্রত্যাশা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির অগ্রগতি ও ঐক্যকে আরো শক্তিশালী করতে এবারের ফোবানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে শাহ নেওয়াজ বলেন, ফোবানায় বিভক্তির পর সম্মিলিতভাবে যে করপোরেশনের মাধ্যমে পরবর্তীতে ঐক্যবদ্ধ ফোবানা সম্মেলন হয় তার সকল অরিজিনাল কাগজপত্র, ডকুমেন্ট আমাদের হাতে। তাই আমাদেরটাই আসল ফোবানা। কেউ বিভক্তি করতে চাইলে কারো কিছু করার নেই।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে গিয়াস আহমেদ বলেন, আমাদের ফোবানাই আসল ফোবানা। এই ফোবানায় কোন বিভক্তি নেই। তিনি আরো বলেন, দীর্ঘ ৩৯ বছরের ফোবানার মাধ্যমে কমিউনিটির চাওয়া-পাওয়া আর প্রত্যাশার অনেক পূরণ হয়েছে। বিশেষ মূলধারার সাথে কমিউনিটির সেতু বন্ধন ফোবানা'র বড় অর্জন বলে তিনি উল্লেখ করেন। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কমিউনিটি বড় হয়েছে, প্রবাসী শিল্পীর সংখ্য বাড়ছে, সংগঠন বাড়ছে, বিভক্তিও আছে, সব মিলিয়ে ফোবানা'র গুরুত্বও কমে গেছে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে গিয়াস আহমেদ বলেন, মামলা করে ফোবানার বিভক্তি বন্ধ করা যাবে না। আর ফোবানা কোন রাজনৈতিক প্লাটফর্ম না। শেখ মুজিবের বা জিয়াউর রহমানের ছবি টাঙ্গিয়ে ফোবানা সম্মেল ন করলে তা 'ফোবানা সম্মেলন' হবে না। ফোবানা সম্মেলন ঘিরে আদম ব্যবসার অভিযোগ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে গিয়াস আহমেদ বলেন, আমার জানামতে এমন ঘটনা ঘটেনি। তবে আপনাদের কাছে (সাংবদিক) কোন অভিযোগ থাকলে অনুসন্ধান করুন, রিপোর্ট করুন। এক প্রশ্নের উত্তরে ড. দারা আবু যুবায়ের বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ফোবানার সাথে জড়িত। ৬ বার ফোবানা সম্মেলনের নেতৃত্ব দিয়েছি। অনেক ভুল-ত্রুটি হয়েছে। এজন্য ক্ষমা চাই আর অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে ৪০তম ফোবানা সুন্দর করে আয়োজন করতে সবার সহযোগিতা চাই।

ফোবানা সম্মেলনের লাভ-লোকসান সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিগত বছরগুলোতে যে কয়টি সম্মেলনে নেতৃত্ব দিয়েছে সেসব সম্মেলনে লস (ক্ষতি) হয়েছে। তবে এবার আশা করছি লাভ না হলেও লস হবে না। কারণ এবার আমার সাথে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ ও গিয়াস আহমেদ রয়েছেন।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে ডা. খন্দকার মাসুদুর রহমান বলেন, সময়ের প্রয়োজনে গতানুগতিক সম্মেলন নয়, এখন ফোবানা সম্মেলনের অনুষ্ঠানমালায় পরিবর্তন আনা উচিৎ। সম্মেলন আয়োজকদের নতুন নতুন আইডিয়া যোগ করে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করা উচিৎ।

নিউ ইয়র্কে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বর্ষবরণ ৩ মে

আয়োজক জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা

পরিচয় ডেস্ক: জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা 'ঔঅঅঅ' আয়োজিত এবং অন□্যান□্য বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন এর অংশগ্রহণে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বর্ষবরণ ১৪৩৩ আগামী ৩ মে ২০২৬, জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টার এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই উপলক্ষ□্য ৫ এপ্রিল, রবিবার পূর্ব প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ□্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রথ মবারের মতো বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (ইটউঞ) এলামনাই এসোসিয়েশন সভায় উপস্থিত থেকে বর্ষবরণে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। সভায় বৈশাখ আয়োজন বিষয়ক গ্ররুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সবাই সহমত প্রকাশ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঔঅঅঅ এর প্রেসিডেন্ট মেঘনা পাল, সভা পরিচালনা করেন ঔঅঅঅ এর সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত মল্লিক অয়ন। উপস্থিত ছিলেন ঔঅঅঅ এর পক্ষ থেকে জামান মনির, আখতার আহমেদ রাশা, মেরিস্টেলা আহমেদ শ্যামলী, সুজিত পাল, শামীমআরা বেগম, তামান্না শবনম পাপড়ি, মোহাম্মদ নাসিরুল্লাহ, দুররে মাকনুন নবনী, সুব্রত পাল এবং রিজিয়া ফারহানা খান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ঠিকানা টিভি হবে বাংলাদেশী কমিউনিটির আল জাজিরা

সাপ্তাহিক ঠিকানা'র বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠানে এম এম শাহীন

পরিচয় ডেস্ক: : বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকায় বাংলা ভাষার জনপ্রিয় পত্রিকা সাপ্তাহিক ঠিকানা'র বর্ষপূর্তী। গেলো ২১ ফেব্রুয়ারী ঠিকানা ৩৬ বছর পেরিয়ে ৩৭ বছরে পদার্পণ করলো। পত্রিকাটির বর্ষপূর্তী উপলক্ষ্যে গত ৩ এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যায় সিটির ফ্লাশিং-এর ওয়ার্ল্ডস ফেয়ার মেরিনাতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'ঠিকানা টিভি' সম্প্রচারের ঘোষণা দেয়া হয়। বলা হয়, ঠিকানা গ্রুপে থাকছে ঠিকানা পত্রিকা, ঠিকানা নিউজ (ডিজিটাল) আর ঠিকানা টিভি। চলছে পরীক্ষামূলক সম্প্রচার। অনুষ্ঠানে ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান, সাবেক এমপি এম এম শাহীন বলেন, আমাদের আল জাজিরার মতো মিডিয়া দরকার। 'ঠিকানা টিভি' হবে বাংলাদেশী কমিউনিটির 'আল জাজিরা'। এজন্য তিনি সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। খবর ইউএনএ'র।
বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে ছিলো উদ্বোধনী সঙ্গীত, ডকুমেন্টারী প্রদর্শন, ঠিকানা পত্রিকা, ডিজিটাল আর টিভি'র দায়িত্বশীলদের বক্তব্য, সম্প্রতি অবসরগ্রহণকারী ঠিকানা'র প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান ও সহ সম্পাদক মুহাম্মদ শামসুল হক-কে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান। আরো ছিলো কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সুধীজনদের শুভেচ্ছা বক্তব্য এবং সঙ্গীত।

অনুষ্ঠানে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে নিযুক্ত প্রেস মিনিস্টার গোলাম মর্তুজা, ঠিকানা টিভি'র প্রধান সম্পাদক খালেদ মহিউদ্দিন, ঠিকানা ডিজিটালের সিইও মুশরাত শাহীন অনুভা, উপদেষ্টা রুহিন হোসেন, ঠিকানা'র বার্তা সম্পাদক শহীদুল ইসলাম ও ব্যবস্থানা সম্পাদক নাশরাত আরশিয়ানা চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন ঠিকানা টিভি'র অনুষ্ঠান পরিচালক আবীর আলমগীর। অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক ঠিকানা'র নির্বাহী সম্পাদক জাভেদ খসরু ও ঠিকানা টিভি'র সাথে কর্মরত চিত্র নায়ক জায়েদ খান-কে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।
অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার, জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শুভ্র দেব, অভিনেতা টনি ডায়েস, নৃত্য শিল্পী প্রিয়া ডায়েস, অভিনেত্রী ও মডেল মোনালিসা সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সম্পাদক-সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, পোশাজীবি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের প্রতিনিধি সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন খান দেওয়ান, সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী ও গোলাম মোস্তফা মিরাজ, প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)-এর সভাপতি গিয়াস আহমেদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও সাবেক সভাপতি মইনূল হক চৌধুরী হেলাল, মূলধারার রাজনীতিক এটর্নী মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জামিল সরোয়ার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী চন্দন সেন ও ইয়াসীন মোহাম্মদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কাজী সাখাওয়াত হোসেন আযম, ফিরোজ আহমেদ, শামসুল হক, ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড চেয়ার এন মজুমদার, জাকির এইচ চৌধুরী সিপিএ, রিয়াল ষ্টেট ব্যবসায়ী আশিফ চৌধুরী, সারোয়ার খান বাবু ও কামরুজ্জামান বাচ্চু প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।
অনুষ্ঠানে বক্তারা সাপ্তাহিক ঠিকানা'র দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কমিউনিটির অবদানে ভূমিকা রাখার জন্য পত্রিকাটির প্রশংসা করেন এবং ঠিকানা কমিউনিটি মুখপত্র হিসেবে উল্লেখ করেন। কোন কোন বক্তা ঠিকানা'র প্রসারে পত্রিকটির প্রতিষ্ঠাতা এম এম শাহীন ও সাবেক সম্পাদক সাঈদ-উর রব-এর অবদানের কথাও স্মরণ করেন। অনেকে এম এম শাহীনের হাতে একগুচ্ছ ফুল তুলে দিয়ে শুভেচ্ছাও জানান।

চলছে ২৪ ঘন্টার প্রস্তুতিমূলক সম্প্রচার, নিউইয়র্ক থেকে শীঘ্রই কমিউনিটিতে আসছে 'সিটিভি'

পরিচয় ডেস্ক : 'বাংলার টান, প্রবাসের প্রাণ' শ্লোগান নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ সম্প্রচারে আসছে 'কমিউনিটি টেলিভিশন-সিটিভি'। চলছে চ্যানেলটির ২৪ ঘন্টার পরীক্ষামূলক সম্প্রচার। চ্যানেলটির অ্যাপস সহ বিভিন্ন ক্যাবলে সপ্তাহের ৭ দিনই ২৪ ঘন্টা সিটিভি দেখা যাবে। ইতিমধ্যেই সিটিভি অ্যান্ড্রয়েড ফোন অ্যাপসে দেখা যাচ্ছে এবং আইফোনের অ্যাপস তৈরীর কাজ চলছে। খবর ইউএনএ'র।
'কমিউনিটি টেলিভিশন'-এর চীফ অপারেটিং অফিসার (সিওও) সমিউল ইসলাম উপরোক্ত তথ্য জানিয়ে বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধি-কে আরো জানান, অভিবাসীদের দেশ যুক্তরাষ্ট্র। নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির পাশাপাশি অন্যান্য কমিউনিটির পরিধি বাড়ছে। তাই কমিউনিটি-কে তুলে ধরার পাশাপাশি কমিউনিটির খবরাখবর এবং কমিউনিটি বিষয়ক নানা অনুষ্ঠান সম্প্রচার কারাই হবে 'সিটিভি'র মূল লক্ষ্য। আরো থাকবে মূলধারার খবরাখবর সহ দেশ বিদেশের খবরাখবর ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান। তিনি বলেন, 'কমিউনিটির মানুষের কথা, ইতিহাস-সংগ্রামের কথা তুলে ধরবে সিটিভি। তিনি 'সিটিভি'র স্বপ্ন বাস্তবায়নে সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। উল্লেখ্য, সিটিভি'র সিইও এবং প্রধান সম্পাদক হিসেবে যোগ দিয়েছেন প্রবাসের সিনিয়র সাংবাদিক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ।

আবু নাসের'র নেতৃত্বে সোসাইটি'র নির্বাচন কমিশন গঠিত

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর কার্যকরী কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা গত ৫ এপ্রিল, রোববার বিকেল বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর পরিচলনায় সভায় অন্যান্যের মধ্য উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ সভাপতি- মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি- কামরুজ্জামান কামরুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক- আবুল কালাম ভুঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ- মফিজুল ইসলাম ভুইয়া (রুমি), সাংগঠনিক সম্পাদক- ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ, সাহিত্য সম্পাদক- মোহাম্মদ আখতার বাবুল, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- আশ্রাব আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- মোহাম্মদ হাসান (জিলানী), কার্যকরি সদস্য- হারুনুর রশিদ (চেয়ারম্যান),জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ সিদ্দিক পাটোয়ারী, আবুল কাশেম চৌধুরী, মুনসুর আহমদ ও হাসান খান।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের
সভায় সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে ৭ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।
সভায় উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে সোসাইটির সাবেক নির্বাচন কমিশনার আবু নাসেরকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মনোনীত করা হয়। একই সাথে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর সভাপতি বদরুল এইচ খান, সাবেক নির্বাচন কমিশনার রুহুল আমিন সরকার ও আহবাব চৌধুরী খোকন, মিঠু হামিদ, সামসুদ্দিন আজাদ ও মিয়া মোহাম্মদ দুলালকে কমিশনের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন আগামী অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। সোসাইটির আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হলে আগামী ৩০ জুনের মধ্যে সদস্য নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির উদ্যোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস পালিত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে গত ৩১ শে মার্চ বুধবার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে লন্ডন থেকে ভার্চুয়েলী বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসীম ভূইয়া,

বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি নেতা আব্দুস সবুর, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাইফুর রহমান খান হারুন, বিএনপি নেতা জাফর তালুকদার , বীর মুক্তিযোদ্ধা ডঃ শাহাজাহান , ও মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম । কোরআন তেলওয়ান করেন আশিকুল হক ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিনিয়ার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদ আনোয়ার জাহিদ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, এজিএম জাহাঙ্গির হাসাইন, আব্দুর রহিম, শরিফুল হক খালিশদার, শোহেব আহমদ, মোহাম্দ আলী রাজা, সেবুল খান মাহবুব, উত্তম বনিক, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, মোমতাজ আহমদ, আনোয়ারুল আলম ভূইয়া, হামিদুল্লাহ হামিদ রকি, শেখ আক্তার হোসেন নান্নু, মোহাম্মদ ইউছুফ, তপদির রায় বরুন, সেলিনা বেগম, বেগ ইসলাম মিটু, শামীম মিয়া, বাদল আমদ, দেলওয়ার হোসেইন, মাহবুব চৌধুরী ,সুলেমান সরকার ও জাকির হোসেন বাচ্চু প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিএনপির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার চেতনা বাস্তবায়নে দলীয় ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শকে ধারণ করে আগামী দিনে রাজনৈতিক সংগ্রাম জোরদার করতে হবে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে । দেশে গণতন্ত্রকে টেকসই ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিএনপিকে সুসংগঠিত ভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

প্রধান বক্তা জসীম ভূইয়া বলেন স্বাধীণতা দিবসের এই অনুষ্টানকে শুধু একটি আনুষ্ঠানিক আলোচনা সভা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বরং এটি হচ্ছে ঐতিহাসিক চেতনার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করার উজ্জল উদাহরণ। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রেখে নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে । অনুষ্টানের শুরুতে দুদেশের জাতীয় সঙ্গিত ও দলীয় সঙ্গিত পরিবেশন করা হয় । প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ও ভাই কেমন জানি লাগে...

৫২ পৃষ্ঠার পর

বিশাল ব্যাপার! যেন এক বিশাল পরিবারের রণক্ষেত্র, যেখানে প্রতিদিন একাধিক 'শিফট' এ খাওয়া হতো। প্রতি ভোরে শতকের উপর রুটি আর আলু ভাজি, কখনো হালুয়া-মিষ্টি, সবজি। চায়ের পাতিল প্রায় সারাদিনই চুলায় চড়তো আব্বার রাজনৈতিক ও এলাকার লোকদের বিচরণে। রোজার মাসে টেবিলে জায়গা হতো না, বারান্দায় পাটি বিছিয়ে বসা হতো ইফতারের জন□্য।

আব্বার সেই মিনি চিড়িয়াখানাটির কথা ভাবলে আজও রোমাঞ্চ লাগে! ঘুঘু পাখি, হরিণ, টিয়া পাখি, ঘোড়া, বানর, ভাল্লুক, সাপ, ময়ূর, মাছ, হাঁস, গরু, ছাগল, সজারু, আরো কি কি যেন ছিল। ওদের দেখভাল করার জন্য লোক রাখা ছিল। ঈদ আর পুজার আনন্দ ছিল আমাদের জন□্য একই রকম। ঈদে যেমন খুশি হতাম, পুজা এলেও খুশি হতাম, কারণ পূজার সময় আমাদের ঘরে আসত থালা ভর্তি নারকেলের নাড়ু, তিলের খাজা আর মুড়ির মোয়া। সেই মিষ্টির ঘ্রাণ আর কুড়মুড়ে স্বাদের ভাগাভাগি চলত সব ভাই-বোনের মধ্যে। সেই আনন্দের আসল নাম ছিল□সম্প্রীতি□। আমাদের সেই বিশাল পরিবারে ধর্ম কখনো দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়নি। আব্বার রাজনৈতিক পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাড়িতে যেমন ঈদের সেমাই হতো, তেমনি পূজার প্রসাদও আসত সমান আদরে। আর আব্বা রাতভর পুলিশের গাড়ি নিয়ে এলাকায় এলাকায় মন্দির পাহাড়া দিতেন যেন কোনো বিশৃঙ্খলা না ঘটে।

এই বিশাল কোলাহলপূর্ণ বাড়ির দেয়ালগুলো শুধু ইট-পাথরের ছিল না, তা ছিল এক পরম আশ্রয়, যেখানে সহমর্মিতা আর ভাগাভাগি ছিল আমাদের নিঃশ্বাসের মতো স্বাভাবিক। ৪০ জনের এই বিশাল সংসারের প্রতিটি কোণায়, প্রতিটি দিন এক নতুন গল্প লেখা হতো ভাগের আর বোঝার।

সেই বিশাল ডাইনিং টেবিলটাই ছিল আমাদের প্রথম পাঠশালা। সেখানে শুধু খাবার ভাগ হতো না, ভাগ হতো সময়, সুযোগ আর ধৈর্য। একশো রুটি ভাজার শব্দ আর সারাদিন চায়ের পাতিল চুলায় চড়ার মধ্যে লুকিয়ে ছিল এক অলিখিত নিয়ম-কেউ যেন ক্ষুধার্ত বা অতৃপ্ত না থাকে। আব্বার রাজনৈতিক ও এলাকার লোকজনের এই অবিরাম আসা-যাওয়া আমাদের শিখিয়েছিল আতিথেয়তা আর 'আমার' নয়, 'আমাদের' সংস্কৃতির কথা।

আমাদের জীবনে 'ব্যক্তিগত' বলে কিছুই ছিল না। নিজের জামা, জুতো, খেলনা- এমনকি পড়াশোনার পড়ার ভাগ-সব কিছুই ছিল এক অপূর্ব অংশীদারিত্ব। নিজের পেনসিল, খাতা-এমনকি খাবার প্লেট পর্যন্ত ভাগ করার আনন্দ ছিল আমাদের প্রতিদিনের। বড়দের দেখভাল, নানু বা দাদীর গল্প শোনা, নিজের আরাম বা অধিকার একটু ছেড়ে দিয়ে অন্যকে জায়গা করে দেওয়ার সেই শিক্ষা আমরা মূলত সেখান থেকেই পেয়েছি। এই বিশাল পরিবার আমাকে শিখিয়েছে যে, ভালোবাসাই আসলে মানুষের আসল আশ্রয়। ভাগাভাগি মানে বিয়োগ নয়, বরং ভালোবাসার গুণফল।

আমার আব্বার পাঁচটি পোষা কুকুর ছিল। ওই পাঁচটি কুকুর আর মিনি চিরিয়াখানার সেই অদ্ভুত সব পশুপাখির সাথে আমাদের বেড়ে ওঠা আমাদের প্রকৃতির প্রতি এক গভীর মমত্ববোধও তৈরি করেছিল। তাদের ক্ষুধা বোঝা, তাদের কষ্টের দিনে শান্ত করা-এসবের মধ্যে আমরা এক নির্বাক সহমর্মিতা শিখেছিলাম।

শৈশব আর কৈশোরের সেই মায়ার বাঁধন, সেই নিবিড় পরিবারড়াবটা ফেলে একদিন এসেছিলাম এই পরবাসে। ভেবেছিলাম অর্জন আর সাফল্যই জীবনের সবটুকু। কিন্তু আজ পেছনে তাকালে দেখি, সাফল্যের ঝুলি যত ভারী হয়েছে, আত্মার টানগুলো ঠিক ততটাই আলগা হয়ে গেছে। আমি কীভাবে যেন একা হয়ে গেলাম।

এই প্রবাস জীবনে একের পর এক খসে পড়েছে আমার আকাশের নক্ষত্রগুলো। দাদী চলে গেলেন, বাবা চলে গেলেন, নানি-তারপর দুই ফুপু। কাউকে শেষ দেখা দেখার সৌভাগ্যটুকুও হলো না। একে একে চারজন ভাই চলে গেল না ফেরার দেশে, যাদের মধ্যে তিনজনের শেষ মুখটা দেখার সুযোগও দেয়নি এই নিষ্ঠুর দূরত্ব।

তারপর এল সেই অভিশপ্ত দিন- ৩০শে মার্চ, ২০২৬।

চলে গেলেন আমার বড় ভাই, মেরাজ আহমেদ মুকুল। মাত্র তিন দিন আগেও যিনি বাবার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করলেন, আজ তিনি নিজেই স্মৃতি হয়ে গেলেন।

২০১৯-এর সেই কোলাহলপূর্ণ বইমেলা, প্রিয় ভাইয়ের সাথে কাটানো সেই শেষ মুহূর্তগুলো-সবই এখন এক যন্ত্রণাদায়ক হাহাকার। কে জানত, সেই দেখাই হবে চিরকালের শেষ স্মৃতি! গতকাল যখন ভিডিও ক্যামেরার পর্দায় তাঁর মুখখানা ভেসে উঠল, আমার বুকটা হাহাকার করে উঠল। সেই চেনা মানুষটা, কিন্তু কী ভীষণ শান্ত, শুকিয়ে যাওয়া এক অচেনা মুখ। চোখ দুটো বোজা, পাতায় সুরমা লাগানো। চিরতরে ঘুমিয়ে পড়া মানুষটা যেন এক নিপুণ হাতে সাজানো কোনো প্রতিচ্ছবি। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে বারবার মনে হচ্ছিল, স্মৃতিগুলো কি তবে কেবলই ধূসর অ্যালবামের পাতায় বন্দি হয়ে গেল?

সন্তান হারানোর শোক পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী বোঝা, আর একজন মায়ের জন্য তা সহ্য করা প্রায় অসম্ভব। বয়স্ক মা আমার, এই বয়সে এসেও পর পর চার জোয়ান ছেলের লাশ দেখতে হলো তাঁকে। মা যেন কেমন হয়ে গেছেন; কখনো অঝোরে কাঁদছেন, আবার পরক্ষণেই তসবিহ হাতে নিয়ে বিড়বিড় করছেন। মাঝেমধ্যে অহেতুক বকবক করেন, কথার খেই হারিয়ে ফেলেন। যেন অবচেতন মন দিয়ে তিনি সেই রূঢ় সত্যটাকে অস্বীকার করতে চাইছেন, যা তাঁর কোল খালি করে দিয়েছে।

আমার বোনটিও ওর সাধ্যমতো স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর ভেতরে জমে থাকা জলটুকু আমার দৃষ্টি এড়ায় না। আমরা সবাই সবার সামনে এক অদ্ভুত অভিনয় করে যাচ্ছি- স্বাভাবিক থাকার অভিনয়। কেউ কাউকে বুঝতে দিচ্ছি না যে ভেতরটা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা এই যে, আমি চাইলেও মাকে শেষবারের মতো তাঁর সন্তানের মুখটা দেখাতে পারলাম না। আশি বছর বয়সের এই বৃদ্ধা মানুষটি, যাঁর দু'পায়ের হাঁটুতে তীব্র ব্যথা, ঠিকমতো নড়তেও পারেন নাড়তাঁকে এই যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর অস্থিরতার মাঝে একা বিমানে তুলে দেওয়ার সাহস পাইনি। একেকটি বিমানবন্দর বদ্ধ, দীর্ঘ যাত্রাপথ, বারবার ফ্লাইট বদলানো-সব মিলিয়ে ইংরেজি না জানা এই বয়স্ক মাকে নিয়ে আমি কোনো ঝুঁকি নিতে পারিনি। মা হয়তো তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে, হয়তো আশা করেছিলেন শেষ মুহূর্তের একটা অলৌকিক সুযোগের। কিন্তু আমি নিরুপায়। চিকিৎসকের কড়া নির্দেশ আর নিজের শরীরের এই সীমাবদ্ধতা আমাকেও শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে এই দূর পরবাসে। যে মা একদিন আঙুল ধরে হাঁটতে শিখিয়েছিলেন, আজ তাঁর বড় ছেলের বিদায়বেলায় আমি তাঁকে তাঁর শেষ সম্বলটুকু-একবার দেখার সুযোগটুকুও দিতে পারলাম না।

এই অপরাধবোধ হয়তো আমাকে আমৃত্যু তাড়িয়ে বেড়াবে। ভিডিও কলের ঝাপসা স্ক্রিনে ভাইয়ের নিথর মুখ আর মায়ের উদভ্রান্তের মতো তসবিহ জপা-এই দুটি দৃশ্য আমার হৃদয়ে চিরস্থায়ী ক্ষত হয়ে থাকবে। নিয়তি আমাদের কেবল আলাদা করেনি, আমাদের বিদায় বলার শেষ সুযোগটুকুও কেড়ে নিয়েছে। এখন কেবল হাহাকার আর দূরত্বের ব্যবধানে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। দূর পরবাসের এই যান্ত্রিক জীবন আমাকে তাঁর শেষ বিদায়ে পাশে থাকতে দিল না। সুরমা মাখা সেই শান্ত চোখ দুটোর সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগটাও হলো না। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

বুক ফেটে কান্না আসে, কিন্তু গলার কাছে এসে সব যেন আটকে যায়। পাথরের মতো ভারী সেই অব্যক্ত কথাগুলো কাউকে বলা যায় না। জীবনের এই রূঢ় সত্যটা মেনে নেওয়া যে কতটা কঠিন, তা হয়তো বাইরের কোনো মানুষ বুঝবে না। ঘরটা যেন আমাকে গিলে খেতে আসে, তাই অস্থির হয়ে পথে বেরিয়ে পড়ি। কোনো এক নির্জন শান্ত গাছের নিচে বসে আকাশ দেখি। এই আকাশটাই তো দেশের ওপর দিয়েও বিস্তৃত, কিন্তু সেখানে আজ আমার জন্য কেবল বিষাদের ছায়া। যখন শোকের তীব্রতা গলার কাছে দলা পাকিয়ে আসে, তখন কথা বলা বা কান্নার চেয়েও শ্বাস নেওয়াটাই কঠিন হয়ে পড়ে।

ফেসবুকে ঢুকে পরিবারের মানুষগুলোর পোস্ট পড়ি, ভিডিও ছবি দেখি। তাঁদের হাহাকার দেখি-বুক ফেটে যায়।

ভাইয়ার সেই চিরচেনা হাসি মাখা ছবিগুলো যখন স্ক্রিনে দেখি, তখন মনে হয় এই তো সেদিনও মানুষটা কত জীবন্ত ছিল! কিন্তু পরক্ষণেই যখন ফোনের পর্দায় লাশের ছবিটা ভেসে ওঠে, তখন পৃথিবীটা যেন থমকে দাঁড়ায়। আমার বড়ো ভাইকে দেখি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের মতো কান্নায় ভেঙে পড়তে-যাঁকে কোনোদিন এভাবে কাঁদতে দেখিনি, সেই মানুষটার এই হাহাকার আমার বুকটাকে চিরে দেয়। ভাই হারানোর এই দৃশ্য সহ্য করার ক্ষমতা কোনো ভাইয়ের থাকে না।

এই প্রবাসের রাস্তায় আমি একা, আমার শোকও বড় একা। আশি বছরের মা কাঁদেন, আর আমি কোনো এক বিজাতীয় গাছের নিচে বসে বুক ফাটানো যন্ত্রণায় নীল হই। ভাই চলে গেলেন একরাশ শূন্যতা আর কান্নাময় কিছু স্মৃতি রেখে।

ও ভাই! কেমন জানি লাগে! ওপারে ভালো থেকো ভাই, যেখানে আর কোনো বিচ্ছেদ নেই, কোনো হাহাকার নেই। আমাদের আবার দেখা হবে কোনো এক শান্ত দুপুরে, যেখান থেকে আর কাউকে কখনো ফিরে আসতে হয় না।

৪০তম ফোবানা কনভেনশনের কিক-অফ ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)-এর ৪০তম কনভেনশন ২০২৬-এর "কিক-অফ"ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোর 'হলিডে ইন রিসোর্ট, বাই দ্যা পার্ক, কিসিমি'তে অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৩ এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যায়।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে পবিত্র কোরআন পাঠ করেন মুরাদ হোসেন। পরে এ.কে. এম হোসাইন হিটুর পরিচালনায় সমবেত কণ্ঠে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ফোবানার এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি নিহাল রহিম হোস্ট কমিটির কনভেনার হিসাবে আনোয়ার হোসেন সেন্টু, মেম্বার সেক্রেটারী রাসেল মিয়া, চীফ কো-অর্ডিনেটর মোঃ নাজিম উল্লাহ লিটনকে নির্বাচিত করে,

কিক-অফ মিটিং সভাপতিত্ব করার জন্য হোস্ট কমিটির কনভেনার আনোয়ার হোসেন সেন্টু এবং রাসেল মিয়াকে অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন ফোবানার এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান জাহিদ হোসাইন, বোর্ড অব ডিরেকটর আতিকুর রহমান, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি নিহাল রহিম, ভাইস-চেয়ারম্যান জিয়াউল হক জিয়া, এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার সাহেদুল ইসলাম অঞ্জন। অনুষ্ঠানে গেস্ট স্পিকার ছিলেন জননন্দিত অভিনেত্রী তারিন জাহান।

সভায় ফোবানার জন্মলগ্ন থেকে ফোবানার সাথে যুক্ত যেসকল সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবং ফোর্ট মায়ার্সে দূর্বৃত্তের হাতুড়ীর আঘাতে নিহত নিলুফার ইয়াসমিনের স্বরণে অনুষ্ঠানের শুরুতে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

এ বছর ফোবানার আয়োজক বাংলাদেশ সমিতি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা এবং সহযোগী আয়োজক সংগঠন হিসেবে থাকছে বাংলাদেশ সোসাইটি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা, অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়ার্ল্ড ফেয়ার অ্যান্ড ফেস্ট ইউএসএ ইনক এবং সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা স্পোর্টস ক্লাব ইনক।

হোস্ট কমিটির কনভেনার এবং সভার সভাপতি আনোয়ার হোসেন সেন্টু কিক-অফ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অংশগ্রহণকারী সকলকে অনুরোধ করে বলেন, আপনারা স্বপরিবারে লেবার ডে উইককেন্ডে ফোবানা কনভেনশানে অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানকে সফল করবেন আশা করি। কমিটির বিভিন্ন পদে যারা আছেন তাদের নিজের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করার অনুরোধ জানান।

গেস্ট স্পিকার তারিন জাহান বলেন, বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি যেন আমরা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে পারি।তিনি বলেন, ফোবানা জন্মলগ্ন থেকেই প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যের শিখরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। ফোবানা একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম, তিনি ফোবানার নেতৃবৃন্দকে তাদের এই নিরলস প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান, এবং আশা করেন, ফোবানা ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃতভাবে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বিশ্ব মঞ্চে তুলে ধরবে।

ফোবানার এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান জাহিদ হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, ফোবানা শুধু উৎসব আয়োজনই করে না ফোবানা সামাজিক কার্জক্রমও করে থাকে। উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশীরা যে যেখানেই আছে আমরা তাদের খোঁজ-খবর রাখি। তারা বড় ধরনের সমস্যার মুখমুখী হলে আমরা তার কাছে চলে যাই, আমরা আমাদের সাধ্যের মধ্যে সর্বচ্চো সহায়াত নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াই।

ফোবানার বোর্ড অফ ডিরেক্টর ও সাবেক চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান বলেন, ফোবানা মেধাবী বাঙ্গালী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসহায়তা দিয়ে থাকে। ফোবানের পক্ষ থেকে ফ্লোরিডার ফোর্ট-মায়ার্সে দুঃস্কৃতিকারীর হাতুড়ির আঘাতে মৃত্যুবরণকারী নিলুফার ইয়েসমিনের পরিবারকে আর্থিক সহায়তার দেয়া হবে। তিনি বলেন, এবারের কনভেনশনটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে ফোবানার চার দশকের গৌরবময় যাত্রা উদযাপন করা হবে। দীর্ঘদিন ধরে উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ করা, সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ, নেতৃত্ব বিকাশ এবং আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততায় ফোবানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

ফোবানার কেন্দ্রিয় কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান জিয়াউল হক জিয়া বলেন, ফোবানা যেহেতু উত্তর আমেরিকার সব থেকে বড় সংগঠন সেহেতু আমাদের দায়ীত্বও সব থেকে বেশি। আমরা তাই উত্তর আমেরিকার যেসব এলাকায় যথেষ্ট পরিমান বাঙ্গালী থাকে সে সব এলাকা থেকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্য রাখার নিতি গ্রহণ করেছি।

ফোবানার এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার সাহেদুল ইসলাম অঞ্জন বলেন, নিউইয়র্কের পরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙ্গালীর বসবাস ফ্লোরিডায়। যেহেতু এখানে প্রচুর বাঙ্গালী থাকে সেহেতু এখানে ফোবানাকে বার বার ফিরে আসতে হবে, আমরা আবার খুব শীগ্রই এখানে ফিরে আসব।

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কনভেনর এ.কে. এম হোসাইন হিটু বলেন, আমরা চাই ফ্লোরিডা ফোবানা হবে এযাবত কালের সব থেকে বড় আকারের অনুষ্ঠান। আর আমরা আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কমিটির সকল সদস্যর আন্তরিক সহায়তা এবং সকল বাঙ্গালীর অংশগ্রহণ চাই।

কিক-অফ সম্মেলনে চিফ কো-অর্ডিনেটর নাজিমুল্লাহ লিটন বলেন, "আমরা প্রথম থেকেই ভেবেছি ফ্লোরিডার সকল সংগঠনকে একত্র করে একটা সফল সম্মেলন অনুষ্ঠান করবো। সেই লক্ষে আমরা সবার সাথে যোগাযোগ করেছি এবং আমরা সফলতার সাথে সবাইকে একত্র করতে পেরেছি, এটা আমাদের প্রাথ মিক বিজয়।

আরো বক্তব্য রাখেন, মুরাদ হোসেন - এক্সেকিউটিব মেম্বার সেক্রেটারী। এ,কে, এম হোসাইন রোমেল - সভাপতি বাংলাদেশ সোসাইটি অফ সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা। তারেক মাহমুদ - সভাপতি, এসোসিয়শন অব ওয়ার্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্ট। বাহার হোসেন - সাধারণ সম্পাদক সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা স্পোর্টস ক্লাব।

ফোবানা নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা একটি সফল এবং স্মরণীয় কনভেনশন আয়োজন করতে বদ্ধপরিকর। ফোবানা শুধুমাত্র একটি সংগঠন নয়, এটি প্রবাসী জীবনের আশা, অনুপ্রেরণা ও পরিচয়ের প্রতীক।

দীর্ঘদিন ধরে উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ করা, সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ, নেতৃত্ব বিকাশ এবং আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততায় ফোবানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। আয়োজকরা জানান, ৪০তম ফোবানা কনভেনশনে উত্তর আমেরিকা ছাড়াও বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিটি লিডার, পেশাজীবী, উদ্যোক্তা, সাংস্কৃতিক কর্মী ও তরুণ নেতৃত্ব অংশগ্রহণ করবেন।

এবারের কনভেনশনের প্রধান আকর্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে- ফোবানার ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরতে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, সাহিত্য কবিতার আসর, ইয়ুথ ফোরাম, ট্যালেন্ট শো, ফোবানা স্কলারশীপ, মুক্তিযুদ্ধের প্রামান্যচিত্র প্রদশনী ও সেমিনার, "নজরুল: সাহস, স্বপ্ন ও মুক্তির আলোক" বিষয়ক সেমিনার, মুলধারায় কমিউনিটি নেতৃত্ব ও মতবিনিময় সভা, যুব ও নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব উন্নয়ন কার্যক্রম, ব্যবসা, বিনিয়োগ ও নেটওয়ার্কিং সেশন, নারী অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নসহ *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1676
Saturday, April 11, 2026

জরিপ: ৫৯% মনে করেন নিউ ইয়র্ক সিটি ভুল পথে এগোচ্ছে, তবে অধিকাংশই মামদানির সমর্থক

পরিচয় ডেস্ক: এমারসন পরিচালিত একটি জরিপ অনুযায়ী, নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দাদের অর্ধেকেরও বেশিড়৫৯ শতাংশড় মনে করেন যে শহরটি ভুল পথে এগোচ্ছে; তবে ৪৩ শতাংশ বাসিন্দা মেয়র জোহরান মামদানির কাজের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার মেয়র হিসেবে মামদানির দায়িত্ব পালনের ১০০ দিন পূর্ণ হয়েছে।

এমারসন কলেজ পোলিং-এর নির্বাহী পরিচালক স্পেন্সার কিম্বল এক বিবৃতিতে বলেন, "নভেম্বরের মেয়র নির্বাচনে ভোট দেওয়া নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে মামদানির সমর্থন অনেক বেশি জোরালো; তাঁদের মধ্যে তাঁর নেট পজিটিভ বা সামগ্রিক ইতিবাচক সমর্থনের হার ২৬ পয়েন্ট (৫৫% সমর্থন করেন, ২৯% করেন না)। এর বিপরীতে, যারা নির্বাচনে ভোট দেননি, তাঁদের মধ্যে এই ইতিবাচক সমর্থনের হার অপেক্ষাকৃত কমড়মাত্র ৯ পয়েন্ট (৩৫% সমর্থন করেন, ২৬% করেন না)।চ গত ৫ ও ৬ এপ্রিল ৮৫০ জন নিবন্ধিত ভোটারের ওপর পরিচালিত এই জরিপে নিউ ইয়র্কের অর্থনীতি এবং জনজীবনের সামগ্রিক অবস্থার ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে:

৫৯ শতাংশ মানুষ মনে করেন নিউ ইয়র্ক সিটির পরিস্থিতি ভুল পথে এগোচ্ছে, অন্যদিকে ৪১ শতাংশ মনে করেন শহরটি সঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছে।

৫৯ শতাংশ ভোটারের মতে, মামদানি ঠিক সেই বিষয়গুলোর ওপরই গুরুত্ব দিচ্ছেন যা তাঁদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; অন্যদিকে ৪১ শতাংশ মনে করেন তিনি তা করছেন না। মামদানি যেভাবে শিশুযত্ন বাচাইল্ড কেয়ার্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরিচালনা করছেন, তার প্রতি ৫৪ শতাংশ ভোটার সমর্থন জানিয়েছেন (২১ শতাংশ অবশ্য এর বিরোধিতা করেছেন)।

এরপরই রয়েছে আবাসন ব্যয়সাধ্যতা বা হাউজিং অ্যাফোর্ডেবিলিটি (৪৯% সমর্থন, ২৫% বিরোধিতা) এবং জননিরাপত্তা (৪৫% সমর্থন, ৩২% বিরোধিতা) সংক্রান্ত বিষয়গুলো। তবে শহরের বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভোটারদের মতামত সবচেয়ে বেশি বিভক্ত: ৪০ শতাংশ তাঁর বাজেট ব্যবস্থাপনাকে সমর্থন করেন, আর ৩৭ শতাংশ এর বিরোধিতা করেন।

৪০ শতাংশ ভোটার নিউ ইয়র্ক সিটির অর্থনীতিকে খারাপ হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন, যেখানে ৩৮ শতাংশের মতে অর্থনীতির অবস্থা মোটামুটি বা সহনীয়। মাত্র ১৬ শতাংশ ভোটার অর্থনীতির অবস্থাকে ভালো এবং ৩ শতাংশ চমৎকার হিসেবে অভিহিত করেছেন।

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

ও ভাই কেমন জানি লাগে...

এইচ বি রিতা: নিজ জন্মভূমি ছেড়েছি সেই ১৯৯৯ সালে। তারপর অনেক কিছু বদলেছে। বহু কিছু পেয়েছি জীবনে, অর্জনও বেশ। নিজেকে গড়েছি একজন স্বাবলম্বী আত্মবিশ্বাসী মানুষ হিসাবে। আমেরিকা দিয়েছে আমাকে উন্নত জীবন, উন্নত চিকিৎসায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার সুযোগ। আমেরিকা আমাকে যা দেয়নি, যা কেড়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে, তা হলো-আমার পরিবার, পরিবারের সাথে হাসি তামাসা আর সুখ-দুঃখ ভাগ করার সুযোগ। আমি মূলত বেড়ে উঠেছি ১২ ভাই বোনের মাঝে। সাথে পাঁচ সন্তান সহ ফুপুর পরিবার। আমার নানির কোনো ছেলে সন্তান না থাকায় শেষ কালটা আমাদের সাথেই ছিলেন। দাদাকে দেখিনি, দাদী ছিলেন। বিশাল পরিবারে গৃহকর্মী, মালি, মিনি চিরিয়াখানার দেখভালের লোকজন সহ ৪০ জন প্রায়।

আমাদের ডাইনিং টেবিলটা ছিল একটা

বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে দুর্ঘটনায় তছনছ নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কসের এক বাংলাদেশি পরিবার

নজরুল ইসলাম মিন্টু: নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া কাউন্টির স্টেট রুট ৯ঐ সোমবার সন্ধ্যায় অন্য দিনের মতোই স্বাভাবিক ছিল। বসন্তের শেষ বিকেলের আলো তখন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছিল। কিন্তু সন্ধ্যা প্রায় ৭টার দিকে ক্লেভারাক এলাকায় আচমকাই বদলে যায় সবকিছু। দুটি টয়োটা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিভে যায় চারটি প্রাণ। সেই আঘাতে ব্রঙ্কসের এক বাংলাদেশি পরিবারের জীবনেও নেমে আসে গভীর শোক।

লাউডনভিলের বাসিন্দা ২৯ বছর বয়সী নাজমুল রোবেল তার ২০০৯ মডেলের টয়োটা প্রিয়াস নিয়ে উত্তরমুখী পথে ছিলেন। গাড়িটিতে তার সঙ্গে ছিলেন ব্রঙ্কসের বাসিন্দা

বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আপিল বোর্ডের চূড়ান্ত রায়ে মাহমুদ খলিলকে বহিষ্কারের নির্দেশ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আপিল বোর্ড ফিলিস্তিনি অধিকারকর্মী মাহমুদ খলিলকে বহিষ্কারের চূড়ান্ত নির্দেশ জারি করেছে; তবে খলিলের বিরুদ্ধে চলমান ফেডারেল মামলাটির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যাবে না।

খলিলের আইনজীবীরা দাবি করেছেন, ফিলিস্তিনের পক্ষে তাঁর সোচ্চার

বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্ক সিটির বাড়িওয়ালাদের শীঘ্রই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রদান করা বাধ্যতামূলক হবে

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির সদ্য প্রণীত একটি আইন অনুযায়ী, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সিটির অধিকাংশ অ্যাপার্টমেন্টে বাড়িওয়ালাদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (AC) প্রদান করা বাধ্যতামূলক হবে; গ্রীষ্মকাল ক্রমশ উষ্ণ হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে এই আইনটি ভাড়াটিয়াদের অধিকারের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে। যদিও বর্তমানে নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দারা ১২-ইঞ্চির তুষারঝড় এবং হিমাঙ্কের নিচে নেমে যাওয়া হাড়কাঁপানো শীতের মোকাবিলা করছে, ঠিক এই সময়েই একটি

বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্কের সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামস নিচ্ছেন আলবেনিয়ার নাগরিকত্ব

পরিচয় ডেস্ক: আলবেনিয়ার কাছে তিরানাই কি সেই নিউ ইয়র্ক সিটি? সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামস হয়তো শীঘ্রই এর উত্তর খুঁজে পাবেন। দুর্নীতির অভিযোগের মেঘ এবং জনসমর্থনের সূচকে শোচনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা ছাড়ার মাত্র ১০০ দিন পরেই, এই বলকান দেশটির নাগরিকত্ব লাভ করেছেন এরিক অ্যাডামস। গত শুক্রবার ১০ এপ্রিল

বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়